BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1040 ◆ Friday 13 December - Thursday 19 December 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

সম্পর্কে ‘বরফ গলছে না’ ভারত-বাংলাদেশের

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

আওয়ামীলীগ সরকার পতনের পর থেকে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটতে থাকে। ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে পাকিস্তানের প্রতি সম্পর্ক বৃদ্ধি পেলে ভারত অনেকটা বাংলাদেশের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেয়। ভারত তাদের দেশে বাংলাদেশ বিরোধী নানা কর্মসূচী প্রতিনিয়ত পালন করছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইস্যু নিয়ে ভারতের হিন্দুরা বাংলাদেশ মিশনে হামলাসহ বাংলাদেশ বিরোধী নানা তথ্য প্রচার করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও ভারতের বিরুদ্ধে চলছে নানা কর্মসূচী। সর্বশেষ বুধবার বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি’র ৩ সংগঠন আগরতলা অভিমুখে লংমার্চ করে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের অনাস্থার বিষয়টি জানান

দিয়েছে। ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা ও জাতীয় পতাকার অবমাননার প্রতিবাদে আগরতলা অভিমুখে লংমার্চে অংশ নেয় ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল।

আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে সম্প্রতি হামলার পর বুধবার দিল্লির চাণক্যপুরিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন হিন্দুত্ববাদীরা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ সমর্থিত সিভিল সোসাইটি অব দিল্লি নামের একটি সংগঠন এ বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিল। প্রায় শতাধিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নিজ নিজ মানুষ এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল নানা ধরনের পোস্টার। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে কথিত সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ এবং তাদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে হাইকমিশনের প্রতিনিধির কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়। হাইকমিশনের পাশাপাশি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাছেও দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেয়া হয়। কর্মসূচির আয়োজকদের ––১৬ পৃষ্ঠায়

সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী আল-বশির

পোস্ট ডেস্ক : সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল আসাদের পতনের পর ৪ মাসের জন্য দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মোহাম্মদ আল-বশির। তিনি ২০২৫ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। আসাদ সরকারের পতনের পর গোলান মালভূমির বাফার জোনে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে ইসরাইল। এছাড়া তারা দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালাচ্ছে। উদ্ভূত এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার সিরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বশির নিজেই। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ––১৬ পৃষ্ঠায়

বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ‘দ্য অবজারভার’

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বের প্রাচীনতম সাপ্তাহিক পত্রিকা দ্য অবজারভার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ১৭৯১ সাল থেকে ২৩৩ বছর ধরে প্রতি রবিবার নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করে আসছে পত্রিকাটি। শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) এই ঘোষণা দিয়েছে দ্য অবজারভারের মালিক প্রতিষ্ঠান স্কট ট্রাস্ট। এক প্রতিবেদনে ––১৬ পৃষ্ঠায়

দিল্লিতে অবৈধ বাংলাদেশিদের ধরতে পুলিশের বিশেষ অভিযান

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে পুলিশ। বুধবার দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তারা শহরটির কালিন্দি কুঞ্জ এলাকার বাসিন্দাদের নথি যাচাইয়ের জন্য বিশেষ এই অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর আগে, মঙ্গলবার দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) ভি কে সাক্সোর অবৈধ বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তার এই নির্দেশের পরদিন দিল্লি পুলিশের বিশেষ অভিযান পরিচালনা

করা হয়েছে।

দেশটির বার্তা সংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর সাক্সোর কার্যালয় মঙ্গলবার দিল্লির মুখ্যসচিব ও পুলিশ কমিশনারকে একটি চিঠি দিয়েছে। এতে ভারতের রাজধানীতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ‘‘কঠোর পদক্ষেপ’’ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ––১৬ পৃষ্ঠায়

বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণা

পোস্ট ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গে বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণা দিয়েছেন শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক। মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় তৈরি করা হবে এই মসজিদ। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, আগামী বছরে এই মসজিদ তৈরি হবে। রাজ্যের ৩৪ শতাংশ মুসলমানের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে এই মসজিদে।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় এক দল উগ্র হিন্দু করসেবকের দল বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল। বিশ্বজুড়ে এর প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ––১৬ পৃষ্ঠায়

খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাষ্ট্রপতির দাওয়াত

পোস্ট ডেস্ক : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বুধবার (১১ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানান বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার।

তিনি জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দাওয়াতপত্র প্রদান ––১৬ পৃষ্ঠায়

সুদানে দুই দিনের সংঘর্ষে নিহত শতাধিক

পোস্ট ডেস্ক : সুদানে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক গোষ্ঠী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর মধ্যে চলমান সংঘর্ষ আরও রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছে। সংঘর্ষে দুই দিনে শতাধিক মানুষ নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা, অধিকারকর্মীরা এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হওয়া এই সংঘাত, যা সেনাবাহিনী এবং আরএসএফ-এর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত, দিন দিন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সোমবার(০৯ডিসেম্বর) উত্তর দারফুরের রাজধানী এল-ফাশারের পশ্চিমে অবস্থিত কাবকাবিয়া শহরের একটি ব্যস্ত বাজারে সেনাবাহিনীর বিমান হামলায় ১০০ জনেরও বেশি নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হন। সেনাবাহিনী দায় অস্বীকার করলেও ––১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের জন্য ৬০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন

পোস্ট ডেস্ক : অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সরকারি বিনিয়োগের দক্ষতা এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নে কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করতে বাংলাদেশের জন্য ৬০০ মিলিয়ন ডলারের নীতিভিত্তিক ঋণ অনুমোদন করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।

বুধবার (১১ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এডিবি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই ঋণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার এবং স্বচ্ছতা ও সুশাসনব্যবস্থা এগিয়ে নিতে ব্যবহার করা যাবে। এডিবির আঞ্চলিক প্রধান অর্থনীতিবিদ আমিনুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দ্রুত উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে এডিবি এই ঋণের মাধ্যমে পাশে আছে। সংস্কারের লক্ষ্য হবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সুশাসন এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার উন্নতি।’

জানা যায়, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য অংশীদারদের ––১৬ পৃষ্ঠায়

বার্মিংহামের দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ৩য় হিফজ গ্র্যাজুয়েশন অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি অনুষ্ঠিত

বৃটেনের অন্যতম বৃহৎ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বার্মিংহামের দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ৩য় হিফজ গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের স্যান্ডওয়েল গ্র্যান্ড জামে মাসজিদে বিশাল ও বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আলেম-উলামা সহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সহস্রাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে হিফজ সম্পন্নকারি ১১ জন শিক্ষার্থী একে একে সুললীত কণ্ঠে তাদের মনোমুগ্ধকর কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত পরিবেশন করেন। মুহূর্তেই উপস্থিত শতশত মানুষের মাঝে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনেকেই অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন, আপ্লুত হন কুরআনের সুরের মূর্ছনায়। পরে শিক্ষার্থীদের মাথায় সফেদ পাগড়ী পরিয়ে সনদ ও ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান ও দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের প্রেসিডেন্ট ও লন্ডন ব্রিকলেন জামে মাসজীদের খতিব শাইখুল হাদীস হযরত আল্লামা নজরুল ইসলাম।

লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ খুরশিদ-উল হক এবং দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা মোঃ মাহবুব কামালের যৌথ পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন, দারুল হাদীস লতিফিয়া লন্ডনের প্রিন্সিপাল ও আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, লতিফিয়া কারী সোসাইটি ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল ও দারুল হাদীস লতিফিয়া লন্ডনের মুহাদ্দিস মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান, অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিমস স্কুল ইউকের চেয়ারম্যান মাওলানা আশফাক আহমদ, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের সেক্রেটারি জেনারেল মোঃ মিসবাউর রহমান ও শাহজালাল মসজিদ ম্যানচেস্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা খাইরুল হুদা খান প্রমুখ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা রফিক আহমদ,দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য মাষ্টার আব্দুল মুহিত, হ্যান্ডসওয়ার্থ জামে মাসজীদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা গুলজার আহমদ, গাউছিয়া জামে মাসজীদের খতিব মাওলানা আতিকুর রহমান, ওয়ালছল জালালিয়া ছুন্নি জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নোমান আহমদ, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়াদী, বার্মিংহাম আনজুমানে আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, সেক্রেটারি হাফিজ রুমেল আহমদ,সান্ডওয়েল আল ইসলাহর সেক্রেটারি হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক তকিরুল ইসলাম, মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, মাওলানা দুলাল আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ , হাফিজ নাঈম আহমদ, মাওলানা আব্দুল মুনিম, মোঃ আব্দুল লতিফ, আলহাজ্ব মাহমুদ মিয়া (নিউ কাসল), আলহাজ্ব ইনসাফ আলী (নিউ কাসল) আলহাজ্ব হেলাল তাফাদার (টনটন), আলহাজ্ব সিরাজ খান (লুটন), আলহাজ্ব মিজান খান (লুটন) আফতাব আহমেদ (নর্থহামপটান), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার লজেল্‌স এর প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আজির উদ্দিন আবদাল, বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারের ডাইরেক্টর আলহাজ্ব আব্দুল গফুর, এছাড়া ও বার্মিংহামসহ লন্ডন, লুটন, মানচেষ্টার, নিউকাসল, নর্থহামপটান, লেষ্টার, কার্ডিফ, ব্রার্ডপোর্ড টনটনসহ বিভিন্ন শহর থেকে প্রচুর ধর্মপ্রাণ মুসল্লী, বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও কমিউনিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা ছিল। সান্ডওয়েল কাউন্সিলের নিউ মেয়র সাইয়্যিদা আমেনা খাতুন উপস্থিত হয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং স্কুলের সার্বিক কাজের ভূয়সি প্রশংসা করেন।

পরিশেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

ব্রিটিশ চ্যারিটির অনারারি লাইফ মেম্বার হলেন মীর্জা ফখরুল

লন্ডনে ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামের বৃটিশ চ্যারিটির অনারারি লাইফ মেম্বার হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার, লন্ডন সময় দুপুর ১টায় তিনি ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চ্যারিটি শপে ভিজিট করতে আসেন। চ্যারিটি সংস্থার এডভাইজার আ স ম মাসুম মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ব্রিটেন, আফ্রিকা ও বাংলাদেশে ব্রিটিশ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

এসময় চ্যারিটির চেয়ারম্যান খসরুজ্জামান খসরু, চীফ এডভাইজার কামাল আহমেদসহ অন্যান্য এডভাইজার ও ভলান্টিয়াররা মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হাতে অনারারি লাইফ মেম্বারশীপ তুলে দেন। মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার যেভাবে ব্রিটিশ মূলধারায় কাজ করছে তা দেখে নানা পরামর্শ দেন। মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমি গর্বিত এই চ্যারিটির অংশ হতে পেরে। এই চ্যারিটি বিশ্ব মানবতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য গর্বের।

ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ২০১২ সাল থেকে ব্রিটেনের বিভিন্ন কমিউনিটি, আফ্রিকা ও বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান সংস্থার চীফ এডভাইজার কামাল আহমেদ। একই সাথে বর্তমানে ব্রিটেনের লোকাল গভর্ণমেন্টের ফান্ডিং নিয়ে স্কিল ডেভলপমেন্ট, স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য বাগান করা ও কষ্ট অব লিভিংয়ের বেশ কিছু প্রজেক্ট চলছে।

ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান খসরুজ্জামান খসরু বলেন, আমাদের চ্যারিটি বাংলাদেশে ও আফ্রিকায় কাজ করলেও ব্রিটেনের লোকাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে আমরা অনেক কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের চ্যারিটির অনারারি লাইফ মেম্বার হিসাবে মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের অন্তর্ভূক্তি আমাদের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে।

ব্রিটেনের কমিউনিটিতে অবদান রাখায় ইতিমধ্যে ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ব্রিটেনের রাজার অফিস থেকে ৫ বার লিখিত প্রশংসাপত্র পেয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেট কেয়ারার অর্গেনাইজেশনের নবনির্বাচিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

টাওয়ার হ্যামলেট কেয়ারার অর্গেনাইজেশনে নবনির্বাচিত কমিটির(২০২৪-২০২৬) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর বুধবার ইষ্ট লন্ডনের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে এ সভা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি আং মান্নান এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আমির উদ্দিন পরিচালনায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবলু।সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এ, কে, এম, হেলাল, উপদেষ্টা গোলাম আব্বাস, নুরুন্ননবী, শাহজাহান খান, ট্রেজারার আং রউফ, সহ- সভাপতি হাফিজুর রহমান, আবুল কালাম, সহ-সম্পাদক মুক্তাদিজ্জামান, আনসার আহমেদ, সহ- ট্রেজারার বিলাল আহমেদ,এ,বি,এম কাউছার।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কেয়ারার ন্যায্য দাবী দাওয়া নিয়ে টাউন হলে নির্বাহী মেয়র সাক্ষাত করার সিদ্দান্ত গৃহিত হয়। সাক্ষাত এর সময় এবং তারিখ নেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টা এ, কে, এম হেলাল ও গোলাম আব্বাস কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া আগামী রমজান মাসে ইফতার মহফিল করার সিদ্দান্ত নেয়া হয়। কমিটির অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লুৎফুর রহমান,কামালী, মোং তাহের, আকিব চৌ, জাহিদুল ইসলাম, সোরাব হোসেন, মাহি উদ্দিন, নাহিম মিয়া, নাজমুল হক, আং মুমিত, আক্তার হোসেন, আলী আহমেদ, দুলাল আহমদ প্রমুখ॥

বিদায়ী বক্তব্যে সভাপতি আং মান্নান বলেন তাকে পর পর দুই বার সভাপতি নির্বাচিত করায় সকলে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে নৈশ ভোজের মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত করা হয়।

ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন কে হিথ্রো বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা

বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন আজ ৬ ডিসেম্বর সংক্ষিপ্ত সফরে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান। এ সময় বাংলাদেশ হাই কমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনারসহ যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আব্দুর রহমান মাদানী, ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ, শায়খ মাহমুদুল হাসান, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাওলানা সাদিকুর রহমান, শায়খ ইমদাদুর রহমান আল মাদানী, মাওলানা শাহ মিজানুল হক, মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা আশফাকুর রহমান, মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, মাওলানা তায়িদুল ইসলাম, মাওলানা আনিসুর রহমান, মাওলানা দিলোয়ার হোসাইন এবং সামসুল আলম। এছাড়াও টিভি ওয়ানের ডিরেক্টর রিজওয়ান হুসাইন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন আগামী ১০ ডিসেম্বর বার্মিংহামে এবং ১২ ডিসেম্বর লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য সিরাতুন্নবী (সা.) সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করবেন। লন্ডনের সম্মেলনটি টিভি ওয়ান এবং ইউকে উলামায়ে কেরামের উদ্যোগে আয়োজিত হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষেয়ে ট্রেনিং দিলো ইষ্টহ্যান্ডস ও ওয়ান্ডার

স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং এর জন্য গতিশীলতা বৃদ্ধি কার্যকারিতা নিয়ে এক ওয়ার্কশপ ২৩শে নভেম্বর শনিবার পূর্ব লন্ডনের পপলারে এবার ফিল্ডি নেইবারহুড সেন্টারের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। নিউরোডিজেনারেটিভ এবং বয়স্কদের জন্য কাজ করা সংস্থা রিহ্যাবিলিটেশন (ওয়ান্ডার) লিমিটেড -টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের সহযোগীতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আন্তর্জাতিক চ্যারেটি সংস্থ্যা ইষ্টহ্যান্ডস। ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে ছিলো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। ওয়ার্কশপ শুরুতে ওয়ান্ডারের ভলান্টিয়ার ডিরেক্টর মোঃ জামিল ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় শুরুতে বক্তব্য রাখেন ইস্ট হ্যান্ডসের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু। ওয়ার্কশপের প্যানেলিস্ট মোহাম্মদ এন উদ্দিন এইচসিপিসি, এমসিএসপি ক্রনিক নিউরো মাস্কুলোস্কেলিটাল এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ওয়ান্ডার ডিরেক্টর মুহাম্মদ আর করিম পলাশ এইচসিপিসি, এমসিএসপি, এনএইচএস ভঙ্গুরতা এড়ানো এবং পতন প্রতিরোধ করানিয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া তিনি ব্যায়াম, ফিটনেস এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে কথা বলেন।

সর্বোচ্চ এবং স্বাধীনতা বজায় রাখা বিষয়ে গ্রুপ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন মুহাম্মদ আর করিম পলাশ, মোহাম্মদ এন উদ্দিন ও মো জহিরুল হক। ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী প্রফেসর-ইউসিএল-কুইন স্কয়ার ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি, ওয়ান্ডারের উপদেষ্টা শাহ জালাল সরকার।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সার্টিফিকেট তুলে দেন অংশ গ্রহণকারীদের হাতে ইষ্টহ্যান্ডস চ্যারাটির সিইও সাংবাদিক আ স ম মাসুম। ওয়ান্ডার, ইস্টহ্যান্ড এবং টাওয়ার হ্যামলেটস এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের এই যৌথ উদ্যোগকে সময় উপযোগী এবং সুস্থ শরীর মন এবং উদ্দিপনা যোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন অংশগ্রহণকারীরা। এতে কেয়ারার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান সেক্রেটারী লিটন আহমদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা শাহান চৌধুরী, জগলু খাঁন, রেদওয়ান আহমদ। ইষ্টহ্যান্ডের চেয়ার নবাব উদ্দিন বলেন, ইষ্ট হ্যান্ডস এ ধরনের ওয়ার্কশপ এবং কেয়ার ওয়ার্কারদের সেবার মান বাড়ানো তাদের নিজেদের শরীর গঠণের বিষয় এবং সার্ভিস প্রভাইডারদের আরও যত্নশীল হওয়ার বিষয় নিয়ে কাজ করবে।

স্টেপনি গ্রিনকোট প্রাইমারি স্কুলে খোলা হচ্ছে স্থায়ী নার্সারি

স্টেপনি গ্রিনকোট সিই প্রাইমারি স্কুলে একটি স্থায়ী নার্সারি খোলার অনুমোদন লাভ করেছে। ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ক্যাবিনেট মিটিংয়ে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চলমান সফল পাইলট প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে।

এই নার্সারি স্থানীয় এলাকার ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে। নার্সারিটি ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ৩০টি আসন নিয়ে যাত্রা শুরু করবে।

স্টেপনি গ্রিনকোটের এই সম্প্রসারণ স্কুলটির শক্তিশালী শিক্ষাদান কার্যক্রম এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। নার্সারিটি স্কুলের কারিকুলাম সহায়তা পাবে, যা শিশুদের জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার প্রকল্পের আওতায় এই নার্সারিটি বিনামূল্যে শিশুদের জন্য ১৫ থেকে ৩০ ঘণ্টা চাইল্ডকেয়ার সরবরাহ করবে। এছাড়াও এটি অভিভাবকদের জন্য ব্রেকফাস্ট এবং আফটার-স্কুল ক্লাবসহ অতিরিক্ত যত্নের সুযোগ দেবে, যা ব্যস্ত সময়সূচি পরিচালনায় সহায়ক হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র এবং শিক্ষা, যুব ও আজীবন শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার এ প্রসঙ্গে বলেন, "এই নতুন স্থায়ী নার্সারি স্থানীয় পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। এটি শিশুদের ভবিষ্যতের সাফল্যের ভিত্তি গড়ে তুলতে উচ্চমানের প্রাথমিক শিক্ষা দেবে। নতুন একটি নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে আমরা অভিভাবকদের সহায়তা করছি এবং শিশুদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান করছি। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিশুকে জীবনের সেরা সম্ভাব্য শুরু নিশ্চিত করা এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া।"

নার্সারির পাইলট প্রকল্প চলাকালীন এক শিশুর মা, টেসা এলবোর্ন বলেন, "আমাদের মেয়ে স্টেপনি গ্রিনকোট নার্সারিতে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় আমার পরিবার অনেক উপকৃত হয়েছে। এটি একটি নিরাপদ, সহায়ক পরিবেশ যেখানে সে যেতে ভালোবাসে। সেখানে সে খুব ভালোভাবে শিখছে এবং পুরো স্কুলের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, যা একটি স্বাধীন নার্সারিতে পাওয়া সম্ভব ছিল না।"

তিনি আরও বলেন, "প্রায়োগিক দিক থেকেও এটি আমাদের জন্য খুব সহায়ক। আমাদের মেয়েকে বারবার নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ঝামেলা পোহাতে হয়নি। একই পরিবেশে তার বড় ভাই-বোনের সঙ্গে থাকতে পেরে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। আর আমরা আমাদের কাজের সময় সূচির সঙ্গে চাইল্ডকেয়ার সামঞ্জস্য করতে পেরেছি।"

স্টেপনি গ্রিনকোট ও সেন্ট পিটার্স লন্ডন ডকস স্কুলের নির্বাহী প্রধান শিক্ষক লিজ ফিগুইরেডো বলেন, "এটি আমাদের স্কুলের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং আমরা আমাদের সবচেয়ে ছোট শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। নার্সারিটির উদ্বোধন আমাদের কমিউনিটির জন্য উচ্চ মানের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করবে। এটি পরিবারগুলোকে আমাদের স্টাফদের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়তে এবং ছোট শিশুদের স্কুল জীবনে মসৃণভাবে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।"

প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, "এই নতুন উদ্যোগ আমাদের স্থানীয় কমিউনিটির প্রয়োজন মেটানোর প্রতি অব্যাহত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

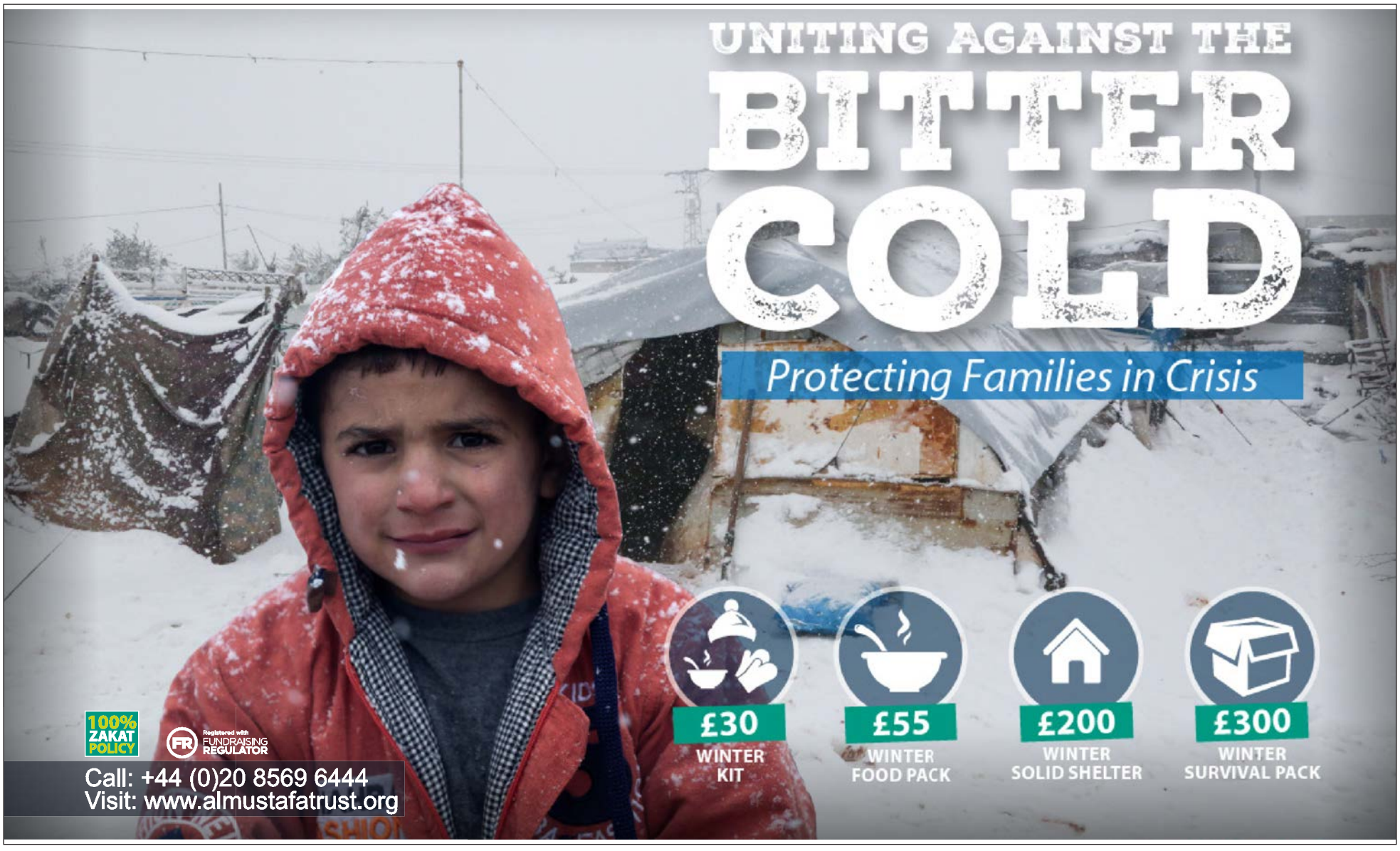

বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক বৃটিশ পাসপোর্টে নো- ভিসা ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও অবিলম্বে এই সীদ্ধান্ত প্রত্যাহার এর জোর দাবি জানিয়েছে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে

"বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক বৃটিশ পাসপোর্টে নো- ভিসা ফি সহ অন্যান্য সার্ভিসে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও অবিলম্বে এই সীদ্ধান্ত প্রত্যাহার এর জোর দাবি জানিয়েছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে নেতৃবৃন্দ। গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনার, মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব, ডঃ মুজিবুর রহমান, ও অর্থ সচিব, এম আসরাফ মিয়া সহ বিভিন্ন রিজিওনাল ও শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে "এক দিনের নোটিশে বৃটিশ পাসপোর্টে নো ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে কেন ৭০ পাউন্ড করা হলো ? যাহা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, বলে উল্লেখ করে বৃটিশ পাসপোর্টে নো-ভিসা ফি সহ অন্যান্য সার্ভিসে ও ফি বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে বাংলাদেশ হাইকমিশনের এই সীদ্ধান্ত প্রত্যাহার এর জোর দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ হাইকমিশন মাত্র একদিনের স্বল্প নোটিশে নো ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ পাউন্ড করায় বৃটিশ বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রেরিত বার্তায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, আমাদের নিজের দেশ বাংলাদেশে যেতে ৭০ পাউন্ড নো ভিসা ফি এটা বাংলাদেশীদের জন্য অনেক বেশি। বিশেষ করে এখন হলিডে টাইমে যখন হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে এই নো ভিসা ফি বৃদ্ধি করায় প্রবাসীরা হতাশ।

এছাড়াও প্রবাসীদের হাই কমিশনের মাধ্যমে দ্রুত এনআইডি কার্ড প্রদান, পাওয়ার অফ এটরনির জটিলতা নিরসন ও বাংলাদেশে খাজনা প্রদানে অযথা হয়রানী না করে প্রবাসীদের পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণের জোর দাবী জানানো হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে চালু হলো সাঁতার শেখার স্কুল 'বি ওয়েল-সুইম ওয়েল'

টাওয়ার হ্যামলেটসের মাইল এন্ড পার্ক লেজার সেন্টারে কাউন্সিলের লেইজার সার্ভিসেস 'বি ওয়েল' ৪ ডিসেম্বর তাদের নতুন সাঁতার শিখন স্কুল 'বি ওয়েল সুইম ওয়েল' চালু করেছে। এই সুইম স্কুলের লক্ষ্য হল বাসিন্দাদের সাঁতারের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী ও নিরাপদ করে তোলা।

সুইম ইংল্যান্ডের লার্ন টু সুইম ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে 'বি ওয়েল সুইম ওয়েল'। এই ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে ইংল্যান্ডের জাতীয় সাঁতার প্রশিক্ষণ কাঠামো। এতে অন্তর্ভুক্তঃ

- দক্ষ ও সদ্য প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক।
- ছোট ছোট ক্লাস, যাতে মনোযোগ ও নির্দেশনায় বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব।
- সাঁতারের প্রতিটি ধাপের জন্য নির্ধারিত ক্লাস, বিশেষ করে বিশেষ শিক্ষা চাহিদা ও প্রতিবন্ধী (সেন্ড) শিক্ষার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্লাসের আয়োজন
- প্রতিটি ধাপের স্পষ্ট অগ্রগতি, যা একটি কাঠামোবদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করে।
- প্রতিটি মাইলফলক উদযাপনে অফিসিয়াল সার্টিফিকেট।

৪ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুইম ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি জেমস প্যারামোর টাওয়ার হ্যামলেটসের সঙ্গে নতুন এই অংশীদারিত্ব এবং সাঁতারকে জীবন রক্ষাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অক্টোবরে, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর সঙ্গে একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এই এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুইম স্কুলের জন্য নতুন নাম ও মাসকট বাছাই করা হয়।

মে ফ্লাওয়ার প্রাইমারি স্কুলের ইনায়াহ রহমান ডিজাইন করেছে "বাবলস দ্য বি ওয়েল ডাক," যা বি ওয়েল সুইম স্কুলের অফিসিয়াল মাসকট হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে, ওসমানী প্রাইমারি স্কুলের মুসা হোসেন তৈরি করে সুইম নিরাপত্তা সঙ্গী "অক্টোসেফ," যা শিশুদের প্রয়োজনীয় সাঁতার নিরাপত্তা বিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করবে।

প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও তাদের স্কুলের প্রতিনিধিরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের সৃষ্টিশীলতার জন্য পুরস্কৃত হন।

সংস্কৃতি বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর কামরুল হুসাইন বলেন, "ইংল্যান্ডে পানিতে ডুবে মারা যাওয়া দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর অন্যতম সাধারণ কারণ। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল জল নিরাপত্তা উন্নত করা, সাঁতারের দক্ষতা বাড়ানো এবং বাসিন্দাদের আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য অবিচল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

"সাঁতার একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবন দক্ষতা যা স্বাস্থ্য উন্নত করে, আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং পানির আশেপাশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যা একটি স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।"

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস রচডেল শাখার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এর সংগ্রাম, গৌরব, ঐতিহ্য ও অগ্রগতির ৩৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে সংগঠনের যুক্তরাজ্যের রচডেল শাখা।

গতকাল ৭ ডিসেম্বর শনিবার শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হোসাইন আহমদের পরিচালনার অনুষ্ঠিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শাখার প্রধান উপদেষ্টা ওল্ডহ্যাম শাখার সভাপতি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা কমর উদ্দিন। অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রচডেল শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ বদরুল ইসলাম,বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ শামছুল ইসলাম,প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহাদ্দিস মাওলানা কমর উদ্দিন বলেন, যুগ শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আলেম উলামা, দ্বীনদার ও সর্বস্তরের মানুষের আস্থার প্রতিক।বর্তমানে আল্লামা মামুনুল হকের নেতৃত্বের সারা দেশে সংগঠনের এক নব জাগরণ তৈরী হয়েছে। তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কে আরো জোরদার ও গতিশীল করতে সবাই কে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

পরিশেষে শাখার প্রধান উপদেষ্টা ওল্ডহ্যাম শাখার সভাপতি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা কমর উদ্দিনের বাংলাদেশে সফর উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা ও সফর কামিয়াবীর জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

কুলাউড়ায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান এর সাথে নাগরিক সমাজ ও সাংবাদিকদের মতবিনিময়

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাবেক সভাপতি মাহিদুর রহমান মাহিদ বলেছেন, ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য খুব শীঘ্রই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরবেন বীরের বেশে। যেভাবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করে এ দেশের মানুষের কাছে অবিস্মরণীয় হয়েছিলেন। ঠিক তেমনি বীরের বেশে দেশে ফিরে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন তারেক রহমান। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাবো দেশের সকল জনগণ।

৮ ডিসেম্বর রোববার রাতে কুলাউড়াস্থ জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে নাগরিক সমাজ কুলাউড়ার আয়োজনে নাগরিক সমাজ ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাবেক সভাপতি মাহিদুর রহমান মাহিদ উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহিদুর রহমান মাহিদ বলেন, ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জুলাই-আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পক্ষে বিএনপি আছে। দীর্ঘ ১৫ বছর পূর্বে ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের সেই বীজ প্রথমে রোপন করেছিল বিএনপি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে মুখে বাংলাদেশের অবৈধ দখলদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়েছে। এতে স্বস্তি ফিরেছে বাংলাদেশের জনগনের মাঝে। তবে ভারতে গিয়েও স্বৈরাচারী হাসিনা ও দেশে থাকা তার দোসররা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য ইসকন ইস্যু নিয়ে দেশকে একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য নানা পায়তারা চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, এদেশে হত্যার রাজনীতি, খুনের রাজনীতি, গুমের রাজনীতি, লুটপাটের রাজনীতি, ধর্ষণের রাজনীতি এটা আওয়ামীলীগ শুরু করেছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। এটার সম্পূর্ণ বিপরীত দল হলো বিএনপি। যেখানে আওয়ামীলীগের ব্যর্থতা সেখানে বিএনপির সফলতা। এটা জাতিকে বুঝতে হবে। বর্তমানে বিএনপির কোন বিকল্প নেই। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছিল। বিএনপিই একমাত্র দল, স্বাধীনতার দল, মুক্তিযোদ্ধার দল।

গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করেছিল। বিএনপি যখন রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতায় ছিল তখন সেটা প্রমাণ করেছে। বিএনপি আওয়ামীলীগের মতো দল নয়, বিএনপি হলো একটা হোয়াইট কালারের দল, ভালো দল, দেশপ্রেমিক দল, সৎ দল। যখন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন দেশের সবচেয়ে ভালো লোকদের নিয়ে সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন। তাই আমি মনে করি, বিএনপি হলো ভদ্র লোকের দল, এখানে আসতে হলে ট্রেনিং নিয়ে আসতে হবে। ভদ্র লোকরা যদি এখানে আসে তাহলে তাদের দেখাদেখি আরো অনেক ভালো লোক বিএনপিতে আসবে। বিএনপিতে কোন খারাপ লোকের স্থান নেই।

তিনি আরো বলেন, প্রবাসের মাটিতে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রাখার কারণে তিনি সরকারের রোষানলে পড়েন। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আইশৃঙ্খলা বাহিনী বিমানবন্দর থেকে অনেককেই তুলে নিয়ে যায়। যে কারণে প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে মা-বাবার মৃত্যু হলে তাদের লাশ দেখতে দেশে আসতে পারেননি। দীর্ঘ ১৭ বছর যুক্তরাজ্যে বসবাস করে এখন দেশে এসেছি। বাংলাদেশের মানুষ আবারও স্বাধীনভাবে, দীর্ঘদিন পর ফ্যাসিবাদি শাসনের অবসান হওয়ায় এখন গণমাধ্যম মুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। এদেশের মানুষ গণতন্ত্র ও বাক স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা না থাকায় দেশে সাড়ে ১৫ বছর একটি অরাজক অবস্থা বিরাজমান ছিলো। একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র নির্বাসিত ছিলো।

বড় বড় প্রকল্পের নামে অর্থলুট, বিদেশে টাকা পাচারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। তারা মুখে বড় বড় কথা বললেও দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলো। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করেছে ফ্যাসিস্ট সরকার।

বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, সাম্য ও মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে আজীবন সংগ্রাম করে যাবো। তিনি অবিলম্বে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ বিএনপির লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মীদের উপর এখনো যেসকল মিথ্যা মামলা রয়েছে সেগুলো প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান।

মতবিনিময় সভায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এস এম জামান মতিনের সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক নাজমুল বারী সোহেল ও পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক আতিকুল ইসলাম আতিকের যৌথ সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও বর্তমান আহবায়ক কমিটির সদস্য এড. আবেদ রাজা, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা ডঃ মোদাব্বির হোসেন, কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শওকতুল ইসলাম শকু ও জয়নাল আবেদীন বাচ্চু, নিউইয়র্ক বাফেলো সিটি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক মোক্তাদির হোসেন মিছবাহ, কুলাউড়া বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ মজিদ ও রেদোয়ান খান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমদ চৌধুরী ও বদরুজ্জামান সজল, সাবেক সহ-সভাপতি কমর উদ্দিন আহমদ কমরু।

এছাড়া বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মইনুল হক বকুল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সুফিয়ান আহমদ ও দেলোয়ার হোসেন, জেলা মহিলা দলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সুফিয়া রহমান ইতি, পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব হারুনুর রশীদ, সাবেক কাউন্সিলর কায়ছার আরিফ, সাংবাদিক সমিতি কুলাউড়া ইউনিটের সাবেক সভাপতি মো: মোক্তাদির হোসেন, সাবেক ছাত্রদল নেতা তোফায়েল আহমদ ডালিম, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মুহিত বাবলু, পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মুসা আহমদ সুয়েট, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক সুলতান আহমদ টিপু, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক তানজীল হাসান খাঁন, যুগ্ম আহবায়ক মাসুদ রানা, সদস্য সচিব সাইফুর রহমান, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মহি উদ্দিন রিয়াদ, কুলাউড়া সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক মৌসুম সরকার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শেখ বদরুল হোসেন রানা প্রমুখ।

নো ভিসা ফি এবং ই পাসপোর্ট ফিস বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা

গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ এর ইংরেজি তারিখে ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লি ফাংশনাল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এর উদ্যোগে নো ভিসা ফি এবং ই - পাসপোর্ট ফিস বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইস্ট লন্ডনের উডেহাম কমিউনিটি সেন্টারে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির যুগ্ন আহবায়ক মোহাম্মদ জামান সিদ্দিকী, পরিচালনা করেন সদস্য সচিব এম এ রব। শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুছ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান কুরেশী, প্রভাষক মোহাম্মদ আব্দুল হাই, মোহাম্মদ আজম আলী, মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, শাহ শেরোয়ান মোহাম্মদ কামালি, খন্দকার সাইদুজ্জামান সুমন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ বুলু মিয়া, জাফর আহমদ, মোহাম্মদ ফাহিম আজাদ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন বৃটিশ পাসপোর্টের জন্য নো ভিসা ফি ৪৬ পাউণ্ড থেকে ৭০পাউণ্ডে বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ ও তা বাতিল করার দাবী জানান। ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, ওসমানী বিমান বন্দরে কাতার, সৌদি, আমিরাত ও বৃটিশ সহ বিভিন্ন এয়ারলাইনের ফ্লাইট চালু করার দাবি জানানো হয়। অন্যথায় তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তুলার আহ্বান জানান।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

'প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিজ-এর প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ': প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন

গত ৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড: মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিজ-এর একটি প্রতিনিধি দল।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন যমুনায় ৩০ জনের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, দুবাই, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালেশিয়া, গ্রিস ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরা উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ প্রধান উপদেষ্টার প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দাবী দাওয়া তুলে ধরেন ।লিখিতভাবে তারা তাদের বক্তব্য ও দাবিগুলো প্রধান উপদেষ্টার কাছে পেশ করেন।

প্রবাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবী ও প্রবাসে বসবাসরত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ কীভাবে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ভয়েস ফর বাংলাদেশিজ এর প্রেসিডেন্ট শিক্ষাবিদ ড: হাসনাত এম হোসাইন এম বি ই'র প্রচেষ্টা ও যোগাযোগে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ড: ইউনুসের সাথে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ড: হোসাইন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বাংলাদেশে আসতে না পারায় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহিদুর রহমান।

বৈঠকে সহ সভাপতি মাহিদুর রহমানের সূচনা বক্তব্যের পরই সংগঠণের সভাপতি ডক্টর হাসনাতের লিখিত বক্তব্য ডক্টর ইউনূসের সামনে পড়ে শোনানো হয় ।পরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ১৭ দফা সমস্যা তুলে ধরেন সংগঠণের মিডিয়া ডাইরেক্টর কে এম আবুতাহের চৌধুরী ।তিনি ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, ওসমানী বিমান বন্দরে বিদেশী ফ্লাইট চালু ,প্রবাসী বাংলাদেশীদের এনআইডি কার্ড দ্রুত প্রদান, ভূমি খেকোদের খপ্পর থেকে প্রবাসীদের সহায় সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠণ, লণ্ডন -সিলেট রুটে বিমানের ভাড়া হ্রাস ও বৈষম্য দূরিকরণ, নো ভিসা ফি হ্রাস, পাওয়ার অব এটর্নি ইস্যুর বেলায় বৃটিশ পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণ, প্রবাসীদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান, বাংলাদেশী পাসপোর্ট তৈরিতে জটিলতা দূরিকরণ ,বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে সেবার মান উন্নয়ন, নতুন প্রজন্মের জন্য বিশেষ হলিডে প্যাকেজ ঘোষণা সহ অন্যান্য দাবী দাওয়া তুলে ধরেন ।পরে জুডিশিয়ারি ও লিগ্যাল ম্যাটারসে কথা বলেন ব্যারিষ্টার নজরুল খসরু, ডঃ ইউনূসের থ্রি জিরো নিয়ে কথা বলেন ডঃ শওকত আলী ও ধন্যবাদ প্রদান করেন কাউন্সিলার আ ম ওহিদ।

প্রতিনিধি দলের আরো ১০জন সদস্য বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে লিখিত বক্তব্য ও প্রস্তাব প্রদান করেন।

প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত হলো। সময়ের স্বল্পতায় অনেক কথা বলা হলো না। ছোট করে শুনলাম। লিখিত পত্র থেকে বিস্তারিত জানব। এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা হবে।'

যুক্তরাজ্যসহ আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ সম্পর্কে সত্য তথ্য তুলে ধরতে ও বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার প্রতিরোধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করার জন্য প্রতিনিধিদলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জুলাই গণ অভ্যূত্থানের অমর স্মৃতি রাজপথের দেয়াল গ্রাফিতির একটি স্মারক গ্রন্থ তাঁর অটোগ্রাফ সহ ড: হাসনাতের জন্য হস্তান্তর করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ডিজি ও লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র আ ম অহিদ আহমদ, ডাইরেক্টর লিগ্যাল এফেয়ার্স ব্যারিষ্টার নজরুল খসরু, ডাইরেক্টার মিডিয়া এফেয়ার্স কে এম আবু তাহের চৌধুরী, ডাইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স শামসুল আলম লিটন, ডাইরেক্টর একাডেমিক এফেয়ার্স আবদুল কাদির সালেহ, ডাইরেক্টর কমিউনিটি এফেয়ার্স আবদুল লতিফ জে পি, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর শরাফত হোসেন বাবু, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ডঃ হোমায়ের চৌধুরী, ব্যারিষ্টার নজির আহমদ এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মাহবুব আলম শাহ, ব্যারিষ্টার আফজাল জামি, ডা: সারওয়াত বারী, নিউরো কনসালটেন্ট ডাক্তার আহসান মহম্মদ হাফিজ, আইটি বিশেষজ্ঞ ইন্জিনিয়ার জিয়া উদ্দিন, মাওলানা এ কে মওদুদ হাসান, মিসেস দিলরুবা আজিজ, ইনভেস্টর গুলাম আরহাম, মালয়েশিয়ান দাতো ইন্জিনিয়ার একরাম, ডঃ শওকত আলী, কম্বোডিয়ার মোহাম্মদ রকিব হোসেইন, গ্রীসের জাহিদ ইসলাম, মালয়েশিয়ার মাহবুব আলম শাহ, ববসায়ী ও কমিউনিটি সংগঠক আব্দুল বারী, কানাডার মোহাম্মদ শাহেদ খোন্দকার, সাংবাদিক সারোয়ার হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতাহির খান, ইন্জিনিয়ার মোঃ ইকরামুল হক, ডঃ সোহেলী ইয়াসমীন, মিসেস রিফাত মোর্শেদ, নিউরোলজিষ্ট আহসান মোঃ হাফিজ, মোঃ জাহাঙ্গির কবির, মহিউদ্দিন ভুইয়া প্রমুখ।

তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জুডিশিয়ারী,প্রবাসীদের সমস্যা ও দাবী, স্থানীয় সরকার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইনভেস্টমেন্ট, এনার্জি সেক্টর ও পানি ব্যবস্থাপনা সহ মোট ১২ টি বিষয় তুলে ধরেন এবং তাদের রিসার্চের প্রস্তাব ও সুপারিশের বুকলেট প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করেন।

প্রধান উপদেষ্টা প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।

বাসার জাগা বিক্রি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন আম্বর খানা মৌজার জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী দেয়াল করা টিনশেড ঘর সহ ৭.৫০ (সাড়ে সাত) শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে।
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে।
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই ঘর নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করতে পারেন মৌলানা এম আবদুল মালিক চৌধুরী, 07904278050

স্বাস্থ্য এবং সময়ের সদ্ব্যবহারে উদাসীনতা মানুষের জীবনে ক্ষতির বড় কারণ

ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক

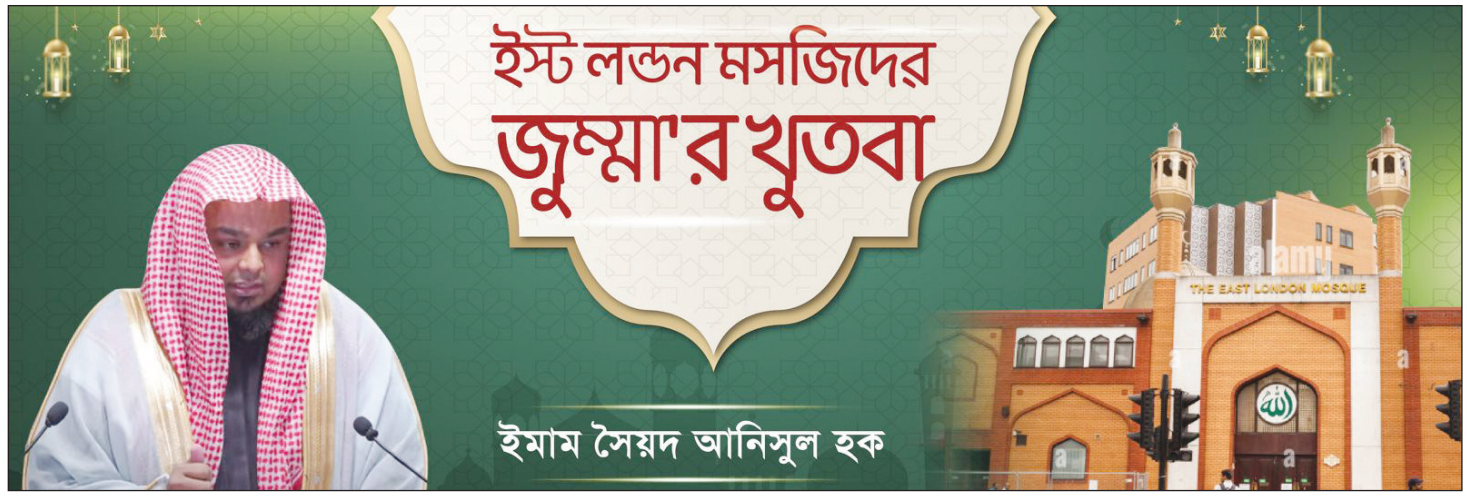

রাসুল (সাঃ) বলেছেন: "দুটি নেয়ামতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ দুটো হচ্ছে, "স্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।" এই হাদীসের মূল বার্তা হলো, স্বাস্থ্য এবং সময় দুটি অমূল্য সম্পদ । যারা এ দুটোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে, তারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করতে পারে । কিন্তু আমরা সাধারণত এই দুটো নেয়ামতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনা, যতক্ষণ না আমরা স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলি, আমাদের মূল্যবান সময় ফুরিয়ে যায়।

হাদীসের উদ্বৃতি দিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। তিনি ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমার খুতবায় বক্তব্য উপস্থাপন করছিলেন।

তিনি বলেন, কয়েকদিন আগে মসজিদে এক সিনিয়র ভাইয়ের সাথে আলাপকালে আমরা লক্ষ্য করলাম কত দ্রুত দিন, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে, সুবহানাল্লাহ। মনে হচ্ছে এইতো সেদিন আমরা ২০২৩ সালের শীতকালীন কর্মসুচি নিয়ে বৈঠকে বসেছিলাম; আর এখন আবারো ২০২৪ সালের পরিকল্পনা পেরিয়ে, ২০২৫ সালের রমাদানের পরিকল্পনা নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা ও ভাবনা চলছে। সত্যিই সময় যেন পাখির ডানার মতো উড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি হাদীস স্মরণ হলো, যেখানে তিনি বলেছেন: "কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ না সময় খুব দ্রুত চলে যাবে; তখন এক বছর মনে হবে এক মাসের মত, এক মাস এক সপ্তাহের মত, এক সপ্তাহ একদিনের মত, এক দিন এক ঘন্টার মত এবং এক ঘন্টা আগুনের শিখার মত দ্রুত কেটে যাবে।"

এই হাদীস আমাদের দেখায় যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সময়ের গতি মানুষের অনুভূতিতে খুব দ্রুত হয়ে উঠবে। বিশেষ করে মানুষ যখন উদাসীনতায় সময় পার করবে, তখন সময়ের এই গতিবেগ আরও তীব্র হয়ে উঠবে।

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অফুরন্ত নেয়ামত বর্ষণ করেছেন। কিন্তু সময়ের নেয়ামত তুলনাহীন। যদি কোনো মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয়- এক সপ্তাহের সীমাহীন ভোগবিলাস নিতে চাও, নাকি একদিন অতিরিক্ত বেঁচে থাকতে চাও? আল্লাহর শপথ, অধিকাংশ মানুষ অতিরিক্ত একদিন বেঁচে থাকার সুযোগটাই নিতে চাইতো । কেন? কারণ সময়ই সবকিছু। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ যখন অনুশোচনাকারী লোকদের কথা উল্লেখ করেন, যারা মৃত্যুর পর এ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায়, তারা বলে:

"যখন এদের কারো মৃত্যু হাজির হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি যা ফেলে এসেছি (অর্থাৎ যা করতে পারিনি) তা পূরণ করে কিছু সৎকর্ম করতে পারি।'(সুরা মুমিনূন ৯৯-১০০)। এছাড়াও অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, যারা ফিরে আসতে চায় সামান্য দান-সদকা করার জন্য:

"আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি মৃত্যুর আগেই তা থেকে ব্যয় করো। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মৃত্যুর দুয়ারে হাজির হবে তখন বলবে: 'হে আমার প্রতিপালক, আরো একটু সময় বাড়িয়ে দাও, আমি সদকা করব এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।'(সুরা মুনাফিকুন-১০)

ইমাম আনিসুল হক এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আমরা যদি এগুলোর গভীরে প্রবেশ করি, তাহলে দেখব মানুষ আসলে সময় চাইছে যাতে আরও ভালো কাজ করতে পারে। আরও দান করতে পারে, আরও ইবাদাত করতে পারে। যারা বয়স্ক বাবা-মা বা দাদা-দাদির সাথে থাকেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন অনেকেই বলছেন, "অহ! যদি সময়কে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, আমি অমুক কাজটা করতাম।" এটি হলো সত্য অনুশোচনা।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন: "দুটি নেয়ামতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত হয়: স্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।" এই হাদীসের মূল বার্তা হলো, স্বাস্থ্য ও সময় দুটি অমূল্য সম্পদ । যারা এ দুটোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে, তারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করতে পারে। কিন্তু আমরা সাধারণত এই দুটো নেয়ামতের মূল্য উপলব্ধি করতে পারিনা, যতক্ষণ না আমরা স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলি, আমাদের মূল্যবান সময় ফুরিয়ে যায়।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনুল কাইয়ূম (রহঃ) বলেছেন: "সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন । কারণ সময় নষ্টকারি মানুষ আল্লাহ থেকে এবং পরকালের সফলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অন্যদিকে মৃত্যু কেবল দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।"

আল্লাহু আকবার! কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বারবার সময়ের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে শপথ করেছেন। যেমন: সূর্য, চন্দ্র, দিন, ইত্যাদি। তাফসীরবিদদের মতে, আল্লাহ তা'আলা কোনো সামান্য বিষয়ে শপথ করেন না; তিনি মহৎ বিষয়েই শপথ করেন। সময়ের প্রতি আল্লাহর শপথ আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য বুঝতে সহযোগিতা করে।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাজিল করেছেন যা 'সময়' দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। সূরা আল 'আসর। অর্থাৎ সময়। এটি খুবই ছোট্ট, অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সূরা। ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেছেন: "যদি মানুষ এই সূরাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করত, তবে তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট হত।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা যদি কোনো দলিল হিসেবে শুধু এই সূরাটিই নাজিল করতেন, তাহলেও মানুষকে জবাবদিহির জন্য যথেষ্ট হত।"

তিনি আরো বলেন, সাহাবীরা একত্রে মিলিত হলে একজন অন্যজনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে সূরা আল-আসর পাঠ করতেন, যাতে একে অপরকে সময়ের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন।

কেন তারা এটি করতেন? তারা তা করতেন একে অপরকে বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যে, সময় কখনো কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন: "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পর্যালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে । আর অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজ প্রবৃত্তি (চাওয়া-পাওয়া) অনুসরণ করে এবং তারপর আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করে (কোনো ভিত্তি ছাড়া)।"

মর্যাদাপূর্ণ জুমার দিনে সাহাবীদের সুন্নাহ অনুসরণ করে আমাদেরও উচিত সূরা আল-আসর তেলাওয়াত করা, এর মর্মার্থ নিয়ে চিন্তা করা, যাতে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটবর্তী হতে পারি- ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আসরে বলেন: "ওয়াল আসর । অর্থাৎ সময়ের শপথ। আরবী ভাষায় 'আসর' শব্দটি 'আছারা, ইয়াছিরু' ক্রিয়া থেকে এসেছে, যার অর্থ নিংড়ে বের করা । ফলে সময়ও মানুষকে নিংড়ে ধরে, চেপে ধরে, যতক্ষণ না সে অনুভব করে যে, সময়-সুযোগ দুটোই ফুরিয়ে আসছে । এই শপথের পর আল্লাহ তাআলা বলেন: ইন্নাল ইনসানা লাফী খুসর । নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। লোকসানের মধ্যে আছে।

সুবহানাল্লাহ! সৃষ্টিকর্তার এমন কথা শুনে আমাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হওয়া উচিত। এই ক্ষতির অর্থ কী? সব ধরণের ক্ষতি- সম্পদের ক্ষতি, স্বাস্থ্যের ক্ষতি, প্রিয়জনের ক্ষতি। আল্লাহ বলেছেন: "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষধা, সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি এবং ফল-ফসলের ঘাটতির মাধ্যমে।"

কিছু দিন আগে ২২ বছরের এক যুবককে আমি দেখতে গেলাম, যিনি ছিলেন একজন কুরআনে হাফিজ। তিনি একটি পার্কে হাঁটার সময় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্তেকাল করলেন (আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতে সমাসীন করেন)। এটি একটি কঠিন বাস্তবতা -'সময়' আমাদের বয়স দেখে না, মর্যাদা দেখে না। মৃত্যু এসে গেলে আর এক মুহূর্তের অবকাশও দেয় না।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এভাবে ক্ষতির কথা জানিয়েই শেষ করেননি। মানুষের মনে যেন হতাশা না ভর করে, তাই সুরা আছরের পরবর্তী আয়াতে আমাদের জন্য পথ দেখিয়েছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ইল্লাল লাজিনা আ-মানু, ওয়ামিলুস সওয়ালিহাতি, ওতাওয়াসাউ ফিল হাক্কি, ওতাওয়াসাউ বিসাবরী। অর্থ্যাৎ, অব্যাহত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে কেবল তারাই, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্যবাদিতার উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে।"

সুবহানাল্লাহ! এখানেই আমাদের আশার আলো। এই চারটি পদক্ষেপ সময়ের চাপে ক্ষতি থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে।

প্রথমত: ঈমান। যদি তোমার কাছে দুনিয়ার সকল সম্পদ থাকে, কিন্তু ঈমান না থাকে, তবে কিয়ামতের দিন সবকিছু মূল্যহীন হয়ে পড়েব।

নবী (সা.) বলেছেন: (একটি কথা শুনে) "আনন্দিত হও এবং মানুষকে আনন্দ দাও। যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সত্যিকার অর্থে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

দ্বিতীয়ত: সৎকর্ম। ঈমান কেবল মুখের কথা নয়, কাজেও প্রকাশ পায়। পবিত্র কুরআনে দেখা যায়, ঈমানের পরে সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়। ঈমান বাড়ে ইবাদতের মাধ্যমে, আর কমে পাপের কাজের মাধ্যমে। তাই আমাদের কাজের মাধ্যমে ঈমানকে মজবুত করতে হবে।

তৃতীয়ত: সত্যবাদিতার উপদেশ । আমরা একা নই; আমরা একটি সম্প্রদায়। আমাদের উচিত একে অপরকে সত্যের পথে ডাকতে, সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে এবং অসত্য থেকে বিরত রাখতে । এটি শুধু ইমাম বা আলেমদের কাজ নয়, প্রত্যেক মুমিন-নর-নারীর দায়িত্ব।

চতুর্থত: ধৈর্য্যের উপদেশ। ইবাদতে ধৈর্য্য, হারাম থেকে বিরত থাকতে ধৈর্য্য এবং বিপদে ধৈর্য্য - এ তিন প্রকারের ধৈর্য্যের গুণ অর্জন করতে হবে। ফজরের নামাজে শীতের সকালে জাগা ধৈর্য্যের কাজ। হারাম বিষয় থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া ধৈর্য্যের কাজ। অসুস্থ হলে ধৈর্য্য ধারণ করতে হয়। এই ধৈর্য্যের মাধ্যমেই আমরা দুনিয়ার কঠিন পথ পাড়ি দিতে পারি।

এই দুনিয়া কঠিন, সংক্ষিপ্ত, এবং পরকালের তুলনায় নগণ্য। নবী (সা.) বলেছেন: "দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা এমন, যেন কেউ সমুদ্রে আঙুল ডুবিয়ে তুলে দেখে হাতে কী লাগে! (অর্থাৎ খুবই নগণ্য)।"

আল্লাহ, তুমি আমাদের দুনিয়াকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য বানিও না, এবং আমাদেরকে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দাও । আমীন।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বিমানের সিলেট-জেদ্দা ফ্লাইটে যৌন হয়রানির শিকার নারী ক্রু

পোস্ট ডেস্ক : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে আবারও নারী কেবিন ক্রু পাইলটের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১২ নভেম্বর বিমাবের জেদ্দা-সিলেট-ঢাকা (বিজি-২৩৬) ফ্লাইটে এ ঘটনা ঘটে। এর দুদিন আগে (১০ নভেম্বর) ঢাকা-চট্টগ্রাম-জেদ্দা (বিজি-১৩৫) ফ্লাইটে ঘটে আরেকটি এমন ঘটনা।

এই দুই ঘটনার পর ভুক্তভোগী কেবিন ক্রু'রা বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. সাফিকুর রহমান বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের পরপরই বিমানের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী দু'পক্ষের শুনানি করছে।

তদন্ত কমিটি বলছে- যদি অভিযোগের সত্যতা মিলে তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ১৪ নভেম্বর বিমানের সিইও বরাবর এক পাইলটের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি এবং অপেশাদারমূলক আচরণের অভিযোগ করেন ফ্লাইট সার্ভিস উপ-বিভাগের এক কেবিন ক্রু।

ওই অভিযোগে বলা হয়, গত ১০ নভেম্বর বিজি-১৩৫ নম্বর ফ্লাইট (ঢাকা-চট্টগ্রাম-জেদ্দা) অপারেট করেন অভিযোগকারী এক নারী কেবিন ক্রু। এই ফ্লাইটে অপারেটিং পাইলট ছিলেন মুনতাসীর ও আবেদ। ফ্লাইটের মাঝামাঝি সময় তারা ওই নারী কেবিন ক্রুকে ককপিটে ডাকেন। কুশল বিনিময়ের একপর্যায়ে পাইলট আবেদ তার সঙ্গে অপেশাদারমূলক (ব্যক্তিগত) কথাবার্তা বলেন। পরবর্তীতে ককপিট দরজার সামনে তাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক হ্যান্ডশেক করতে চান পাইলট আবেদ।

পরে ১২ নভেম্বর ফিরতি ফ্লাইটে (বিজি-২৩৬ জেদ্দা-সিলেট-ঢাকা) এই কেবিন ক্রুর 'ওয়ার্কিং পজিশন' ছিল সামনে। কাজের জন্য তাকে বেশ কয়েকবার ককপিটে যেতে হয়েছে। তখন পাইলট আবেদ কৌতুক শোনানোর ছলে তাকে বাংলা ব্যাকরণের লিঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চান। একপর্যায়ে কুরুচিপূর্ণ এবং অশ্লীল কথা বলতে শুরু করেন। এ ছাড়া নারী কেবিন ক্রুর দিকে নোংরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন। ওই দিন রাতেই বিমানের এমডি ও সিইও বরাবর ইমেইলে পাইলট আবেদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী নারী।

সূত্র আরও জানায়, গত ৩ নভেম্বর ঢাকা থেকে মাসকটগামী বিজি ৭২১ নম্বর ফ্লাইট ছেড়ে যায়। এই ফ্লাইটের পাইলট ছিলেন ইউসুফ মাহমুদ। তিনিও এক নারী কেবিন ক্রুকে ককপিটে ডেকে যৌন হয়রানি করেন। এ ঘটনায় গত ৭ নভেম্বর বিমানের এমডি ও সিইও বরাবর অভিযোগ দিয়েছেন ওই নারী কেবিন ক্রু।

লিখিত অভিযোগে ওই নারী জানান, মাসকটগামী ফ্লাইটে পাইলট ইউসুফ ওই নারী কর্মীকে ককপিটে ডেকে নিয়ে তার শরীর স্পর্শ করেন এবং জোর করে কমলা খাইয়ে দেন।

এর আগে ২০১৯ সালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ১০ জন পাইলটের বিরুদ্ধে ককপিটে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তুলেছেন একাধিক নারী কেবিন ক্রু। বিমানের জ্যেষ্ঠ পাইলট ইশরাত আহমেদের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে তখন এসব তথ্য বেরিয়ে আসে। তবে এসব ঘটনায় দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেয়নি বিমান। অথচ বিমানের ককপিটে পাইলটের সব সময় ফ্লাইট পরিচালনায় সতর্ক থাকতে হয়। অথচ সেখানে ওই ধরনের যৌন হয়রানির ঘটনা দুঃখজনক বলে মনে করেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা। আকাশপথে এই ধরনের কর্মকাণ্ড খুবই বিপজ্জনক। এভিয়েশন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে এর আগেও অনেক নারী কেবিন ক্রু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। বেশির ভাগ ঘটনায় বিমানের পাইলটদের সম্পৃক্ততা মিলেছে। ককপিটের মতো সুরক্ষিত জায়গায় নারী সহকর্মীদের যৌন হয়রানির ঘটনা বিমানের ভাবমূর্তি রক্ষায় ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। বিষয়গুলো জানাজানির পর অন্য নারী কেবিন ক্রু'রাও চিন্তিত। এ ছাড়া যৌন হয়রানির পরও অনেক কেবিন ক্রু মুখ খুলেন না। কারণ মুখ খুললে তাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। পাইলটদের আধিপত্য চাকরি হারানোর শঙ্কায় থাকেন তারা। তাই অনেকে নীরবে এসব হয়রানি মেনে নেন। প্রতিবাদ করার সাহসও পান না।

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ উইং কমান্ডার এটিএম নজরুল ইসলাম বলেন, আমি মনে করি এটার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ এরকম পরিবেশ হলে মেয়েরা কীভাবে কাজ করবে? সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়ে সবারই কাজ করার অধিকার আছে। অভিযোগ সত্য হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এ ছাড়া এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটছে, কীভাবে ঘটছে এবং এটি কীভাবে বন্ধ করা যায় সেটা দেখতে হবে। প্রয়োজনে ক্যামেরা বসিয়ে দিতে হবে।

বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) ও মাসকটগামী ফ্লাইটের ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রধান বোসরা ইসলাম বলেন, যৌন হয়নারির ওই অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলছে। শুনানি পর্যায়ে আছে। দু'পক্ষের শুনানি করা হচ্ছে। আমরা বিষয়টিকে খুবই সিরিয়াসলি দেখছি। আশা করি- খুব দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারবো।

জুড়ী সীমান্তে বাংলাদেশিদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

জুড়ী সংবাদদাতা : ভারতের আগরতলা ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনে উগ্র ভারতীয়দের হামলার প্রতিবাদে, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র ও সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের বটুলি সীমান্তে সর্বধর্মীয় প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে সাধারণ ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সমন্বয়ক মো. তারেক মিয়ার সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুর রহমান, পূজা উদযাপন পরিষদের জায়ফরনগর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি রতীশ চন্দ্র দাশ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ফুলতলা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মিলন চন্দ্র পাল, সাগরনাল ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শরফ উদ্দিন, ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ গফুর মারুফ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এলবিনটিলা খাসিয়া পুঞ্জির মন্ত্রী এনথনি পাটোয়াট, ফুলতলা জামে মসজিদের ইমাম সাইকুল ইসলাম সাদী, ফুলতলা চা বাগানের পুরোহিত রাজেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে, সাংবাদিক ইমরানুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম সুমন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মুজিবুর রহমান আজিজি, মাওলানা আব্দুল মছব্বির, ইউপি সদস্য জামাল উদ্দিন সেলিম, মাস্টার মোস্তাকিম আলী, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ফুলতলা ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক আতিতোষ রায় পাপ্পু, গাঙকুল পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় সহকারী প্রধান শিক্ষক দিবাকর দাস, পূজা উদযাপন পরিষদের ফুলতলা ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বপন মল্লিক, ফুলতলা বশিরউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক পিংকু চন্দ্র পাল, সরস্বতী বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল চন্দ্র পাল, ছাত্র প্রতিনিধি আফজাল হোসেন।

সুনামগঞ্জে ১২০ টাকায় পুলিশে চাকরি পেয়ে মহাখুশি ৭২ তরুণ-তরুণী

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : কোনো ধরণের তদবির ছাড়া মাত্র ১২০ টাকায় পুলিশে নিয়োগ পেয়ে মহাখুশি সুনামগঞ্জ জেলার ১২ থানার ৭২ জন তরুণ-তরুণী। নিয়োগ পাওয়া বেশির ভাগ তরুণ-তরুণী কৃষক, শ্রমজীবীসহ হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। পুলিশে চাকরি পেয়ে পরিবারের হাল ধরতে পেরে আবেগে আপ্লুত ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগপ্রাপ্তরা।

বৃহস্পতিবার বিকালে সুনামগঞ্জ পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত কনস্টেবল বরণ অনুষ্ঠানে পুলিশ বিভাগ ও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এই তরুণ তরুণীরা।

এক প্রেসবিফিংয়ে জেলা পুলিশ জানিয়েছেন, চলতি বছরের সেপ্টম্বরে পুলিশের ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) মোট ২৫১০ জন প্রার্থী আবেদন করেন। প্রাথমিক কাগজপত্র যাচাই ও মাঠ পরীক্ষার মাধ্যমে ৫৭৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। লিখিত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ ২০৩ জন প্রার্থী মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এরমধ্যে নিয়োগ পেয়েছেন ৭২ জন তরুণ-তরুণী। এরমধ্যে ৬৬ জন পুরুষ সদস্য ও ৬ জন নারী সদস্য রয়েছেন।

নিয়োগ পাওয়া শাল্লা উপজেলার বন্যা রাণী দাশ বলেন, আমার বাবা একজন কৃষক। তাঁর আয় দিয়ে আমাদের সংসার চলে। আমি মাত্র ১২০ টাকা খরচ করে নিয়োগ পেয়েছি। আমার পরিবার অনেক খুশি। আমি চাই আমি আমার পরিবার দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে।

জামলাগঞ্জ উপজেলার স্বর্মিলা বলেন, আমার বাবা একজন কাঠ মিস্তি। তিনি অনেক কষ্ট করে আমাদের মানুষ করেছেন। অভাব অনটনের মধ্যেও আমাদের পড়া শোনা ছাড়ননি। পুলিশের আসার আগে অনেকেই বলতো পুলিশে নিয়োগ পেতে লাখ লাখ টাকা ঘুষ লাগে। কিন্তু আমি মাত্র ১২০ টাকায় যোগ্যতা দিয়ে নিয়োগ পেয়েছি।

সাইফুল ইসলাম নামের আরেক নিয়োগপ্রাপ্ত তরুণ বলেন, আমার বাবা একটি মাদ্রাসার শিক্ষক। পুলিশে চাকরি করা ছিল আমার ও আমার বাবার জন্যে স্বপ্নের। আজ সেই স্বপ্ন পুরুন হয়েছে। আমি পুলিশ বিভাগের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার বলেন, সুনামগঞ্জ জেলা পুলিশ এ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল ধাপ যোগ্যতা ও মেধা ভিত্তিক সঠিক নিয়মে সম্পন্ন করা হয়েছে। সমাজের নানা স্তরের মানুষ, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেধাবী সন্তানেরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ পেয়েছেন। এ নিয়োগ তাদের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে।

হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলো বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা : বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার প্রচার ও সুরক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতিসংঘের প্রধান আন্তঃসরকারি সংস্থা হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়।

নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেনেভায় জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মানবাধিকার কাউন্সিলের ব্যুরোতে যোগ দেবেন।

ভাইস-প্রেসিডেন্সির জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া চলতি বছর অক্টোবরে শুরু হয়। তখন বাংলাদেশ এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপের (এপিজি) প্রতিনিধিত্বকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এপিজি সর্বসম্মতিক্রমে ভাইস-প্রেসিডেন্সির জন্য বাংলাদেশের প্রার্থিতাকে সমর্থন করে এবং কাউন্সিলের বৃহত্তর সদস্যপদ বিবেচনার জন্য মনোনয়ন প্রেরণ করে। অবশেষে প্রক্রিয়াটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সমগ্র কাউন্সিল সদস্যদের সর্বসম্মত সমর্থন অর্জন করে।

২০০৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতিসংঘের এই মর্যাদাপূর্ণ মানবাধিকার সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে।

‘জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় স্থগিত

বিশেষ সংবাদদাতা : ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। এর আগে ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।

২ ডিসেম্বর এ তথ্য জানান অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক। ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা চেয়ে ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. বশির আহমেদ রিট করেন।

২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর ওই রিটের শুনানি নিয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। রুলে ‘জয় বাংলা’কে কেন জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়েছিলেন হাইকোর্ট।

২০২০ সালের ১০ মার্চ জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে রায় দেন বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ।

পরে ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেয় শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভা।

মৌলভীবাজারে যুবলীগ নেতার বাড়িতে অগ্নিকান্ড : মা-চাচি নিহত

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের মোস্তফাপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের সহ সভাপতি শেখ রুমেল আহমদের বাড়িতে আগুন লেগে মা ও চাচির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

গত শনিবার দিবাগত রাতে শহরতলীর মোস্তফাপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের মা মেহেরুন্নেসা (৭০) ও চাচি ফুলেছা বেগম (৬৫) নিজ বাড়িতেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান।

মৌলভীবাজার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের অফিসার যীশু তালুকদার বলেন, রাতে অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছি। এসময় বাড়িতে থাকা শেখ রুমেল আহমদের মা মেহেরুন্নেসা ও চাচি ফুলেছা বেগমকে আগুনের ধোঁয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পাই।

পরে তাদেরকে উদ্ধার করে মৌলভীবাজার হাসপাতালে পাঠানো হলে কর্তব্য চিকিৎসক তাদেরকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, ডুপলেক্স বাড়িটি বিভিন্ন জাতের বোর্ড দিয়ে ডেকোরেশন করা ছিল। বৈঠক খানায় আগুনের সূত্রপাত। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সিলেট জেলার আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন

সিলেট অফিস : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সিলেট জেলা শাখার ২৭২ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) রাত ১১ টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সদস্য সচিব আরিফ সোহেল এই কমিটি অনুমোদন দেন।

কমিটিতে আকতার হোসেনকে আহ্বায়ক, নুরুল ইসলামকে সদস্য সচিব, নাইম শেহজাদকে মুখ্য সংগঠক ও মালেকা খাতুন সারাকে মুখপাত্র হিসেবে রাখা হয়েছে। কমিটির তালিকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে প্রকাশ করে লিখা হয় "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সিলেট জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি আগামী ছয় মাসের জন্যে অনুমোদন দেওয়া হলো।"

কমিটির আহ্বায়ক আকতার হোসেন বলেন, আমরা সাম্য মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচারের বাংলাদেশ চাই। সিলেটবাসীর উদ্দেশ্যে একটাই মেসেজ থাকবে, আপনারাই হচ্ছেন আমাদের মেরুদণ্ড। আপনারা বিগত দিন এই দেশের স্বার্থে , বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের স্বার্থে যেভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, আমরা আশাবাদী আগামী দিনগুলাতেও আপনাদের সেই অগ্রণী ভূমিকা অব্যাহত থাকবে এবং সেটা বাংলার ছাত্র সমাজ প্রত্যাশা করে।

তাছাড়া উক্ত কমিটির মুখপাত্র মালেকা খাতুন সারা বলেন, 'আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের সিলেট জেলার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব পেয়েছি। এই দায়িত্বি কেবল আমার জন্য নয়, আমাদের প্রজন্মের জন্য একটি সুযোগড় বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করার।

বিমানের সিটের নিচ থেকে সোয়া কোটি টাকার স্বর্ণ উদ্ধার

সিলেট অফিস : ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানের সিটের নিচ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা প্রায় সোয়া কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের চালান জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দারা। গত শুক্রবার (০৬ ডিসেম্বর) এ তথ্য জনান কাস্টমস বিভাগের ওসমানী বিমানবন্দর এয়ার ফ্রেডের সহকারী কমিশনার বিকাশ চন্দ্র দেবনাথ। তিনি বলেন, ‘শুক্রবার সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে দুবাই থেকে ছেড়ে আসা বিমানের ফ্লাইটে (বিজি-২৪৮) সিটের নিচে পলিথিনে রাখা স্বর্ণের চালানটি জব্দ করেন কাস্টমস কর্মকর্তারা। এর মধ্যে রয়েছে ১৮ পিস চুড়ি ও তিন পিস চেইন। জব্দকৃত স্বর্ণের মোট ওজন এক কেজি ১৬৬ গ্রাম। এর বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ টাকা। চোরাচালানে জড়িত যাত্রী কাস্টমস কর্মকর্তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে স্বর্ণ ফেলে রাখে। তবে ওই ঘটনায় কাউকে শনাক্ত করা যায়নি।’ এর আগে বুধবার (৪ ডিসেম্বর) দুবাই থেকে ছেড়ে আসা বিজি-২৪৮ বিমানের অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১১ পিস স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়। যার ওজন এক কেজি ২৮৩ গ্রাম। বাজারমূল্য এক কোটি ৩৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। এর দুই দিনের ব্যবধানে আবারও ওসমানী বিমানবন্দরে ধরা পড়ল স্বর্ণের চালান।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

জুলাই আগস্টের ঐক্য ধরে রাখা জরুরী

ছাত্র জনতার এক বিশাল ঐক্যের মাধ্যমে আগস্ট বিপ্লব সফল হয়েছে।

জনগণের উপর চেপে বসা সরকার প্রধান ক্ষমতা ছাড়তে বাদ্য হয়েছে।ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ১০০ দিন পেরোতে না পেরোতে এই অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রাণশক্তি 'অন্তর্ভুক্তিমূলকতা' শব্দটি খানিকটা যেন সাইডলাইনের শব্দ হয়ে উঠেছে। বলা যায় এই শব্দটির মানে অনেকের কাছে তাদের নিজেদের মতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া হয়ে উঠেছে। অথচ শেখ হাসিনার দীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসন ও অপমান, তার অলিগার্ক ও আমলাদের সম্পদ লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও পাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। জীবন দিতে হতে পারে সেটি অনিবার্য জেনেও তাঁরা হাসিনার পুলিশ, র‍্যাব ও নিরাপত্তা বাহিনী ও ভাড়াটে অস্ত্রধারীদের বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অভ্যুত্থানের জনপ্রিয় স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই, 'তুমি কে, আমি কে, বিকল্প বিকল্প'।

অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে এবং পরের দিনগুলোতে শিক্ষার্থীরা নতুন বাংলাদেশ কেমন হবে দেয়ালে দেয়ালে তার যে ছবি এঁকেছে, সেখানে একটি প্রধান সুরই ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলকতা। শুধু ঢাকায় নয়, সারা দেশের শিক্ষার্থী গ্রাফিতিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন। সম্প্রতি আমি যশোরে গিয়েছিলাম। এম এম কলেজের দেয়ালে দেখে এসেছি, 'কল্পনা চাকমা কোথায় গেল জবাব দাও' লেখা গ্রাফিতি। 'পাতা ছেঁড়া নিষেধ' শিরোনামে একটি গাছের পাঁচটি পাতায় আদিবাসী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম লেখা অন্তর্ভুক্তিমূলকতার আইকনিক সেই গ্রাফিতিটিও সেখানে ঠাঁই পেয়েছে।

একটি বিপ্লব, একটি অভ্যুত্থান সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গাটিই হলো মানুষে মানুষে সংহতিবোধ। কার কী দল, কার কী মত, কার কী পরিচয় সেটিকে পেছনে রেখে মানুষ পথে নামে, পথেই তৈরি হয় অভূতপূর্ব সংহতি। অভ্যুত্থান তাই সমাজের ভেতরে প্রচণ্ড এক শক্তির জন্ম দেয়। সেই শক্তি সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিপুল এক সম্ভাবনা তৈরি করে; কিন্তু সেটি ব্যবহার করা না গেলে সেই শক্তিই সমাজে নানা সংঘাত ও হানাহানির জন্ম দিতে পারে।

জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানও আমাদের সমাজে বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপুল সম্ভাবনার শক্তি তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও দলটির মিত্রদের সুবিধাভোগী অংশ ছাড়া এই অভ্যুত্থানে কে অংশ নেয়নি। এমনকি যাঁদের মা-বাবা আওয়ামী লীগের সমর্থক, তাঁদের সন্তানেরাও রাস্তায় নেমে স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা করেছেন। সবাই আশা করেছেন, এমন এক বাংলাদেশ যেন তৈরি হয়, যেটি হবে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও বহুত্ববাদী।

অভ্যুত্থানের ১০০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর যে প্রশ্নটি উঠতে শুরু করেছে-অভ্যুত্থানে যে বিশাল শক্তির জন্ম হলো, সেটিকে কি সমাজের ইতিবাচক বিকাশের কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে? শুরুটা করা যাক, গত মাসে ঢাকার কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সংঘাতের দৃষ্টান্ত দিয়ে। ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে বাসে ওঠা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে মারামারি শুরু হলো। এরপর দুই কলেজের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী রাস্তায় নেমে পরস্পরের দিকে ইটপাটকেল ছুড়তে লাগল। লাঠিসোঁটা নিয়ে মারামারি করতে শুরু করল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে যৌথ বাহিনীকে বাড়াবাড়ি রকমের পিটুনি দিতেও দেখেছি আমরা ফেসবুকের ভিডিওতে।যাহোক, আমরা কি খুঁজে দেখেছি, যে শিক্ষার্থীরা অভ্যুত্থানের ভ্যানগার্ড হয়েছিলেন, তাঁরাই কেন নিজেদের মধ্যে এমন অর্থহীন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন? বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোনো কোনো নেতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিক থেকে বলা হয়েছে, এর পেছনে ইন্ধন আছে, ষড়যন্ত্র আছে।

উপমহাদেশে সংখ্যালঘু যে কারণে দুর্দশাগ্রস্ত

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

যে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক নয়, তার পক্ষে নাগরিকদের মিত্র হওয়া কঠিন, বিশেষ করে দুর্বল নাগরিকদের সঙ্গে তো তার সম্পর্কটা দাঁড়ায় সরাসরি শত্রুতারই। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রের গুণাগুণের পরীক্ষা অন্য কোথাও তেমন হয় না, যেমনটা হয় ব্যক্তি-নাগরিকের জীবনে। কার সুবিধা হচ্ছে, কার জন্য ঘনিয়ে আসছে বিপদ, তা দেখেই জানা যায় রাষ্ট্রের চরিত্রটা কেমন ভালো, নাকি মন্দ। বাংলাদেশে আমরা দু-দুইবার স্বাধীন হয়েছি। ভেবেছি, স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম। রাষ্ট্র কেমনতর স্বাধীনতা এনেছে, তার পরীক্ষা নাগরিকদের জীবনে যথারীতি হয়ে গেছে। সাতচল্লিশে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সে পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। একাত্তরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশও যে খুব সুবিধা করতে পারছে এমনটা বলা যাবে না। বিশেষভাবে বিপদ ঘটেছে গরিব মানুষ এবং সংখ্যালঘুদের। সংখ্যালঘুদের মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়ে যারা সংখ্যাগুরুদের থেকে ভিন্ন, তারা আছে; এই সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কম নয়। জাতিগত পরিচয়ের সংখ্যালঘুরাও রয়েছে; এরা বাঙালি নয়। এদের সংখ্যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তুলনায় কিছু কম। সংখ্যালঘুদের ভেতর যারা গরিব, তারা আবার একবার নয় দু'বার পীড়িত হয় একবার গরিব হিসেবে, আরেকবার সংখ্যালঘু হিসেবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে নীরবে দেশত্যাগের যে প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত, তা রাষ্ট্রের জন্য মোটেই গৌরবজনক নয়।

সংখ্যালঘু সমস্যার চাপেই কিন্তু সাতচল্লিশে ভারত বিভক্ত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগুরু ছিল; তবে মুসলমানদের সংখ্যাও কম ছিল না এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি হবে। ব্রিটিশ শাসনের যখন অবসান হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা দেখল 'স্বাধীন' রাষ্ট্রে তাদের পক্ষে স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা; তখন তারা বলল, তারা স্বতন্ত্র জাতি। তাই তাদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রয়োজন। অবিভক্ত ভারতের কাঠামোতে ওই সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। ব্রিটিশের প্ররোচনা এবং দুই সম্প্রদায়ের বিত্তবান অংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয় কারণেই সমস্যা রক্তাক্ত সংঘর্ষে রূপ নিচ্ছিল, যার ফলে ভারত বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাতে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হলো না। আসলে ভাগ হলো পূর্বে বাংলা এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব। এই দুই খণ্ডাংশের সঙ্গে পশ্চিমের সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে যুক্ত করে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তাতে অমুসলিম সংখ্যালঘুরা যেমন রয়ে গেল; তেমনি অবিভক্ত ভারতের যে অংশ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলো, সেখানকার মুসলমানরা পরিণত হলো সংখ্যালঘুতে। দলে দলে শরণার্থীরা ওপার থেকে এপারে আসতে এবং এপার থেকে ওপারে যেতে বাধ্য হলো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে অবসান ঘটল তাও নয়। এক কথায় বলতে গেলে স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে বহু মানুষের প্রাণবিয়োগ ও আশ্রয়হানির ঘটনা ঘটল।

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত নতুন রাষ্ট্রও তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা এখন আর রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত নয়। উপরন্তু রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের অনুপ্রবেশও ঘটে গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘুরা নিরাপদে নেই। এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে উর্দুভাষীর সংখ্যা অল্প। যেহেতু তারা সংখ্যালঘু এবং তাদের অধিকাংশ দরিদ্রও বটে, তাই তাদের দুর্দশাটা অত্যন্ত কঠিন। এদের খবর আমরা বড় একটা রাখি না। তার কারণ আছে। ভাষাগতভাবে এরা বিচ্ছিন্ন; তদুপরি রয়েছে জাতিগত বিদ্বেষ। উর্দুভাষীরা, বিশেষ করে 'বিহারি' বলে যারা পরিচিত তারা পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের সঙ্গে সদাচরণ করেনি। একাত্তর সালে তাদের ভূমিকা ছিল সরাসরি শত্রুতার। কিন্তু বিহারিরা কেউ কেউ এখনও বাংলাদেশে আছে। যারা অবস্থাপন্ন, তারা চলে গেছে। রাজনৈতিকভাবে যারা এদের ব্যবহার করত, সেই নেতৃস্থানীয় বিহারিরাও এখন আর বাংলাদেশে নেই। অধিকাংশই গেছে পাকিস্তানে; কেউ কেউ ভারতে ফিরে গেছে। বাংলাদেশে যারা রয়ে গেছে, তারা নিরুপায় ও অসহায়। কেউ থাকে ক্যাম্পে, কেউ অনুন্নত নির্দিষ্ট এলাকায়। অনেকের দুর্দশা বাংলাদেশের বস্তিবাসীদের মতোই। বস্তিবাসীরা তবু সহজে চলাফেরা করতে পারে; অন্বেষণ করতে পারে জীবিকার। বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারিদের সে সুযোগ সীমিত।

'বিহারিজ, দি ইন্ডিয়ান এমিগ্রিজ ইন বাংলাদেশ, অ্যান অবজেকটিভ অ্যানালিসিস' নামে আহমেদ ইলিয়াস একটি বই লিখেছেন। যেখানে এই দুর্দশা ও তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পুরো বইতে একটি দীর্ঘশ্বাস আছে, যেটি পাঠককে অনায়াসে স্পর্শ করে। কিন্তু শুধু ওই দীর্ঘশ্বাসের জন্য নয়; বইটি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যও যে, এতে এই উপমহাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। জাতি ও জাতীয়তা, ধর্ম ও ভাষা, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপ, সংখ্যালঘুদের অবস্থান এসবই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে বিবেচনার মধ্যে এসে গেছে। সর্বোপরি এসেছে ব্যক্তির কথা, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে বসবাস করে, যাকে সম্প্রদায় ও জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হয় এবং যে তার ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই বিভিন্ন সংকটে পতিত হয়। বইটি যা বলে, তার চেয়েও বেশি জিজ্ঞাসা তুলে ধরে। সেই জিজ্ঞাসাগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য।

আহমেদ ইলিয়াস নিজেও একজন বিহারি। দুই পুরুষ আগে তারা বিহারের মুঙ্গের জেলা থেকে কলকাতা আসেন। সেখানেই ছিলেন তিনি ১৯৫৩ পর্যন্ত। তারপর তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন সাংবাদিকতার সঙ্গে। একাত্তরের পরে যোগ দেন একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থায়। বইটি লিখেছেন যত্ন করে। তথ্য সংগ্রহ করেছেন আগ্রহভরে। তিনি উর্দু ভাষায় কবিতা লেখেন। তাঁর কাব্যিক সংবেদনশীলতাও এ বইতে খুব সহজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছেন যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে বিষয়গুলোকে দেখতে; যদিও সেটা কষ্টসাধ্য ছিল তাঁর পক্ষে। কেননা, একে তো তিনি সংবেদনশীল; তদুপরি যা নিয়ে লিখেছেন, তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তবুও পড়তে গিয়ে মনে হবে না বইটি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

সমস্ত বই এবং বইয়ের আলোচ্য পূর্ববঙ্গনিবাসী উর্দুভাষী মানুষদের জীবনজুড়ে যে প্রশ্নটি কখনও সরবে, অধিকাংশ সময়ে নীরবে উচ্চারিত, সেটা হলো কেন এমনটা ঘটল। ওই অত দূর থেকে জন্মভূমি সেই বিহার ছেড়ে এতগুলো মানুষ কেন শরণার্থী হয়ে এমন একটি দেশে এলো, যার সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক দূরত্ব খুবই বড় এবং একবার শরণার্থী হয়ে এসে কেনইবা তারা পুনরায় শরণার্থী হয়ে পড়ল; বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হলো তখন? এসব প্রশ্নের জবাব তো আমাদের জানাই আছে। সেটা হলো উপমহাদেশের রাজনীতি। ওই রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে বিত্তবানদের নেতৃত্বে। তাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। নেতারা সে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন কিন্তু ওই রাজনীতি বহু মানুষকে বিপদে ফেলেছে। কারও কারও সর্বনাশ ঘটিয়ে দিয়েছে।

সিলেট আওয়ামী লীগের ৪ নেতা কলকাতায় গ্রেপ্তার

সিলেট অফিস : ভারতে গ্রেফতার হয়েছেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের এক শীর্ষনেতাসহ ৪ দলীয় নেতাকর্মী। রোববার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের অপসারিত চেয়ারম্যান এডভোকেট নাসির উদ্দিন খান, সিলেট মহানগর যুবলীগের সভাপতি আলম খান মুক্তিসহ ৪ দলীয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে মেঘালয় রাজ্যের শিলং পুলিশ। গ্রেফতারকৃত অন্যরা হলেন- সিলেট মহানগর যুবলীগের সহ-সভাপতি রিপন ও সদস্য জুয়েল। গত রোববার দুপুরের দিকে কলকাতার নিউটাউন এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে কলকাতা পুলিশের সহায়তায় তাদেরকে আটক করে শিলং পুলিশ। এরপর রোববার রাতেই তাদেরকে মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে আনা হয়েছে।

শিলং পুলিশের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের নেতারা সিলেট থেকে পালিয়ে শিলংয়ে অবস্থান করার সময় তাদের অবাসস্থলে একটি ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় শিলং থানায় ৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের হয়। এই মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হলেও আরো দুইজন আসামী পলাতক রয়েছেন। তারা হলেন- সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আফসর আজিজ ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক দেবাংশু দাশ মিটু।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, কলকাতার এই ফ্ল্যাট থেকে নাসির, মুক্তি, রিপন ও জুয়েল ছাড়াও সুনামগঞ্জের এক ইউপি চেয়ারম্যানকেও গ্রেফতার করেছিল শিলং পুলিশ। পরে সেখানে অবস্থানরত আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গির কবির নানক ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল

তাদেরকে ছাড়াতে তদবির শুরু করেন। এরপর মামলার এজহারে নাম না থাকায় সেই ইউপি চেয়ারম্যানকে ছেড়ে দেয়া হয়। অন্যদের মুক্ত করতে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন নানক ও নাদেল।

কলকাতায় বসবাসরত সিলেট আওয়ামী লীগের একাধিক দলীয় নেতা এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে একটি সূত্র বলেছে ঘটনায় জড়িত ছিলেন মূলত সিলেট মহানগর যুবলীগের সহ-সভাপতি রিপন ও সদস্য জুয়েল। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা নাসির ও যুবলীগ সভাপতি মুক্তিসহ সবাই এক ফ্ল্যাটে অবস্থান করায় তাদেরকেও মামলার আসামী করা হয়েছে। তাই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে।

যা বলছে পুলিশ : সম্প্রতি কলকাতা থেকে পতিত স্বৈরাচার হাসিনার দোসর আওয়ামী লীগের ৪ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এ নিয়ে দেশটির উত্তরপূর্ব রাজ্য মেঘালয়ের পুলিশ বলছে, তাদের রাজ্যের একটি ফৌজদারি মামলায় পালিয়ে থাকা চারজন বাংলাদেশিকে তারা গ্রেপ্তার করেছে। এরা সবাই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

তবে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে মেঘালয়ে ধর্ষণের অভিযোগ আছে বলে যে খবর রটেছে, তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন মেঘালয় পুলিশের মহাপরিচালক ইদাশিশা নংরাং।

তিনি জানান, ওই চারজনের বিরুদ্ধে ডাউকি থানার একটা মামলা ছিল। কোনো ধর্ষণের অভিযোগ নেই এদের বিরুদ্ধে। ডাউকি থানায় এদের বিরুদ্ধে ভারতীয় আইনের সংহিতার চারটি ধারা এবং বিদেশি আইনের ১৪ নম্বর ধারায় অভিযোগ ছিল। সেই মামলাতেই কলকাতা থেকে এদের গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া নেতারা হলেন, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের অপসারিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান, সিলেট মহানগর যুবলীগের সভাপতি আলম খান মুক্তি, সিলেট মহানগর যুবলীগের সহ-সভাপতি রিপন ও মহানগর যুবলীগের সদস্য জুয়েল।

যেসব ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে : ভারতীয় আইনে দেখা যায়, ১১৮(১) বিএনএস : এটি বিপজ্জনক অস্ত্র বা উপায় দ্বারা স্বেচ্ছায় ক্ষতি করার সঙ্গে সম্পর্কিত। ধারা ৩০৯(৪) বিএনএস : এটি ডাকাতির শাস্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও উপধারা (৪)-এর সুনির্দিষ্ট বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হয়নি, সাধারণত ডাকাতির মধ্যে চুরি এবং সহিংসতার ব্যবহার বা হুমকি অন্তর্ভুক্ত থাকে। ধারা ৩১০(২) বিএনএস : এটি ডাকাতির সঙ্গে সম্পর্কিত, যা পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তির মাধ্যমে সংঘটিত ডাকাতি। ধারা ৩২৪(৪) বিএনএস : এটি ডাকাতি করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষতি করার সঙ্গে সম্পর্কিত।

সিলেট চেম্বারে প্রশাসক নিয়োগ

সিলেট অফিস : অবশেষে ব্যবসায়ীদের ৪ দিনের আল্টিমেটামের মুখে ২০২৪-২৫ সালের কমিটি বিলুপ্ত করে সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-১ শাখার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ স্বাক্ষরিত এক আদেশে জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে সিলেট চেম্বারের প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এর আগে রোববার (৮ ডিসেম্বর) সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের ২০২৪-২৫ সালের কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ৪ দিনের আল্টিমেটাম দেন সিলেটের ব্যবসায়ীরা। আল্টিমেটামের দুদিনের মাথায় চেম্বারে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সিলেট চেম্বারের সচিব গোলাম আখতার ফারুক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান কমিটিকে 'বিনা ভোটের কমিটি' আখ্যায়িত করে বেশ কয়েক দিন ধরে প্রশাসকের মাধ্যমে নির্বাচন দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। গত রোববার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে চেম্বার ভবনের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন সিলেটের ব্যবসায়ীরা।

এই কর্মসূচিতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন তারা। দাবি না মানা হলে ব্যবসায়ীরা বৃহস্পতিবার কঠোর কর্মসূচির ডাক দেওয়ার হুশিয়ারি দেন। তবে আল্টিমেটামের দুদিনের মাথায় প্রশাসক দেওয়া হলো সিলেট চেম্বারে।

সিলেট জেলা হাসপাতাল তুমি কার?

সিলেট অফিস : পঁচাশি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ২৫০ শয্যা সিলেট জেলা হাসপাতালের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও হাসপাতাল ভবনটি বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কর্তৃপক্ষ পাচ্ছে না গণপূর্ত বিভাগ। সমন্বয়হীনতার কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জেলা সিভিল সার্জন অফিসসহ কেউই এর দায়িত্ব নিতে রাজি হচ্ছে না! ফলে হাসপাতাল চালু নিয়ে রয়েছে শঙ্কা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন- এই চালু হলে পার্শ্ববর্তী এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর চাপ কমবে। সিলেট অঞ্চলের রোগীরা এখান থেকেও নিতে পারবেন উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা।

জেলা গণপূর্ত অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে প্রায় সাত একর ভূমির ওপর হাসপাতাল নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণপূর্ত অধিদপ্তর হাসপাতালটির অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব দেয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান পদ্মা অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডকে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে কাজ শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ শেষ হলে সিভিল সার্জন কার্যালয় নাকি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তা পরিচালনা করবে, সেটি এখনও নির্ধারণ হয়নি। হাসপাতাল হস্তান্তরের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ না পাওয়ায় গণপূর্ত বিভাগ এরই মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দিয়েছে।

সম্প্রতি হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে দেখা যায়, ১৫ তলা হাসপাতাল ভবনে আটতলা পর্যন্ত নির্মাণকাজ শেষ। রঙের কাজ, ইলেকট্রিক, টাইলস, গাস, দরজা, জানালা লাগানোও সম্পন্ন। মাসখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে লিফটেরও কাজ। হাসপাতাল ভবনের বেজমেন্টে রয়েছে কারপার্কিং; প্রথম তলায় টিকিট কাউন্টার, ওয়েটিং রুম; দ্বিতীয় তলায় আউটডোর, রিপোর্ট ডেলিভারি ও কনসালট্যান্ট চেম্বার; তৃতীয় তলায় ডায়াগনস্টিক; চতুর্থ তলায় কার্ডিয়াক ও জেনারেল ওটি, আইসিসিইউ, সিসিইউ; পঞ্চম তলায় গাইনি বিভাগ, অপথালমোলজি, অর্থপেডিক্স ও ইএনটি বিভাগ এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম তলায় ওয়ার্ড ও কেবিন। এর মধ্যে আইসিইউ বেড ১৯টি, সিসিইউ বেড ৯টি এবং ৪০টি কেবিন রয়েছে।

তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালকের দাবি শুরু থেকেই তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেওয়ার কথা থাকলেও গণপূর্ত তা আমলে নেয় নি। ফলে শুরু থেকেই সমস্যা ছিলো। এখন দায়িত্ব নিলেও পর্যাপ্ত লোকবল নেই বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক ডা. আনিসুর রহমান।

তিনি জানান, একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে হাসপাতালটি পরিচালনা বা তদারকির কথা ছিল। আমরা মন্ত্রণালয়কে সেভাবেই চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা আমরা পাইনি।

হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাব যখন মন্ত্রণালয়ে যায়, তখন গণপূর্ত বিভাগ আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেনি। এখন তারা আমাদের গছাতে চাচ্ছে। আমার কাছে এতো লোকবলও নাই যে আমি এটা চালাতে পারবো। তাই এ অবস্থায় আমরা হাসপাতালের দায়িত্ব নিতে পারি না।

তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন জেলা গণপূর্ত অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু জাফর। তিনি জানান, আমাদের কাজ শেষ। এখন আর আমাদের দায়িত্ব নেই। আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে দ্রুতই হস্তান্তর করবো। গণপূর্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শ নেয়নি বিষয়টি সঠিক নয় বলে দাবি করেন প্রকৌশলী আবু জাফর।

হাসপাতালের স্থাপত্য নকশা, কর্মপরিকল্পনা কোন কিছুতেই সমন্বয় করা হয়নি সিভিল সার্জন অফিসকে। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যে নির্দেশনা দিবে সেটি আলোকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানিয়ে সিলেটের ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. জন্মেজয় দত্ত বলেন, হাসপাতালের স্থাপত্য নকশা, কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদানের জন্য সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় কক্ষের সুবিন্যাসকরণ ইত্যাদির কাগজপত্র আমাদের কাছে দাখিল করা হয়নি।

পাঁচ মিনিটের ব্যায়ামে ঠিক হতে পারে রক্তচাপ

পোস্ট ডেস্ক : দৈনিক মাত্র পাঁচ মিনিট ব্যায়াম করা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। বিশেষ করে যদি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ বা কমানোর বিষয় হয়।

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ কলেজ লন্ডনের 'স্পোর্টস, এক্সরসাইজ অ্যান্ড হেল্‌থ'য়ের করা গবেষণায় এমন তথ্যই মিলেছে।

পর্যবেক্ষণমূলক এই গবেষণার প্রধান ডা. জো ব্লজেট সিএনএন ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, উচ্চমাত্রার শারীরিক কর্মকাণ্ড যেমন- দ্রুত হাঁটা বা সাইকেল চালানোর মতো বিষয় দৈনিক রুটিনে রাখতে পারলে রক্তচাপে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে।

প্রায় ১৫ হাজার মানুষকে 'অ্যাক্টিভিটি মনিটরস' পরিয়ে তাদের রক্তচাপ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

'সার্কুলেশন' সাময়িকীতে প্রকাশিত এই গবেষণায় শারীরিক কর্মকাণ্ডকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হল- ঘুমানো, অলস স্বভাব, ধীরে হাঁটা, দ্রুত হাঁটা, দাঁড়িয়ে থাকা এবং অধিক মাত্রার বলিষ্ঠ ব্যায়াম।

গবেষকরা এসব তথ্য অলস স্বভাবের সঙ্গে কর্মক্ষম থাকার প্রভাবের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন।

ব্লজেট বলেন, আমরা দেখতে পাই দিনে মাত্র পাঁচ মিনিট ব্যায়ামের সাথে রক্তচাপ কমার সম্পর্ক রয়েছে।

আরও ১০ থেকে ২০ মিনিট বেশি সময় ব্যায়ামের সঙ্গে 'ক্লিনিকালি' গুরুত্বপূর্ণভাবে রক্তচাপ পরিবর্তিত হয়।

'ক্লিনিকালি' রক্তচাপ পরিবর্তনের মানে হল- এটা হৃদরোগ এবং স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমাতে পারে।

এই তথ্য জানিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস'য়ের 'সিডার্স-সিনাই মেডিকেল সেন্টার'য়ের 'স্মিড হার্ট ইন্সটিটিউট'য়ের হৃদরোগ বিভাগের গবেষণা-সহ-সভাপতি ও অধ্যাপক ডা. সুসান চেং ইমেইলে সিএনএন'কে বলেন, এই গবেষণা আমাদের বিস্তারিত ভাবে জানায় যে, বেশিরভাগ সময় অলস সময় কাটানো হলেও ছোট পরিবর্তনে কত বড় প্রভাব রাখতে পারে জীবনে।

মাইগ্রেনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে যে উপায়ে

পোস্ট ডেস্ক : যাদের মাইগ্রেন রয়েছে তারাই বোঝেন কষ্ট কতটা। সাধারণ মাথার যন্ত্রণার মতো নয়, বরং ১২-১৪ ঘণ্টাও স্থায়ী হয় মাইগ্রেনের যন্ত্রণা। মাথায় যেমন অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তেমনই বমি পায়, ঘুম হয় না, গোটা শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, আবহাওয়া পরিবর্তন, অস্বাস্থ্যকর ডায়েট, একাধিক কারণে মাইগ্রেন কাবু করতে পারে।

স্বাস্থ্যকর ডায়েটই মাইগ্রেনে ভুক্তভোগীদের সাহায্য করতে পারে। তাই মাইগ্রেন থাকলে কী খাবেন, কী খাবেন না, সে বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক।

চিকিৎসকদের মতে, মাইগ্রেন থাকলে সব সময় তাজা খাবার খাওয়া উচিত। সবুজ শাক-সবজি, ফল, দানাশস্য, ডাল, খেতে হবে।

ডায়েটে রাখতে পারেন দই। জীবন থেকে বাদ দিন মিষ্টি, প্রসেসড ফুড। তবে সব স্বাস্থ্যকর খাবার আবার মাইগ্রেন রোগীর জন্য আদর্শ নয়। সাইট্রাস যুক্ত ফল এড়িয়ে চলুন।

বাদাম, বিনস বাদ দিন ডায়েট থেকে। চিজ, সাওয়ার ক্রিম, কটেজ চিজ, বাটারমিল্ক না মুখে তোলাই ভালো।

ডায়েটে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডযুক্ত খেলে যন্ত্রণার তীব্রতা কমে। সূর্যমুখীর বীজ, পনির, ডিম, আমন্ড রাখতে পারেন ডায়েটে।

মোনোসোডিয়াম গুটামেট যুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

প্যাকেট জাত খাবার, প্যাকেট জাত সবজি, প্যাকেট জাত মাংস, রেস্তোরাঁর মসলাদার খাবার না খাওয়াই ভালো। অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করুন। পানিশূন্যতা থেকেও মাইগ্রেন দেখা দেয়। যেখানেই যান না কেন, সঙ্গে পানির বোতল রাখুন। ঘন ঘন পানি পান করুন। একটানা পানি পানে আপত্তি থাকলে, হার্বাল টি, গ্রিন টি পান করুন।

বেশি মাত্রায় ক্যাফিন যেন শরীরে না যায়। এমনিতে ক্যাফিনে যন্ত্রণা উপশমের উপাদান থাকলেও বেশি মাত্রায় ক্যাফিন শরীরে গেলে যন্ত্রণা সহ্যের ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু যখন হাতের কাছে ক্যাফিন পাবেন না সেই সময় মাইগ্রেনের যন্ত্রণা শুরু হলে সহ্য করা কঠিন হয়ে যায়। ক্যাফিনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লে তা ছাড়ার সময়ও সমস্যা দেখা দেয়।

খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম করবেন না। সময়ে খাবার খেয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অনেকক্ষণ পেটে কিছু না গেলেও মাইগ্রেনের যন্ত্রণা শুরু হয়।

নিজের শরীরের সমস্যা নিজেকেই বুঝতে হবে। কোন খাবার খেলে সমস্যা বাড়ছে বোঝার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে ডায়েরি রাখুন। যে দিন মাইগ্রেনের যন্ত্রণা হবে, ঠিক কী খেয়েছিলেন মাথায় রাখতে হবে। প্রতিদিনের তুলনায় অন্য কিছু হলে সেটিকে চিহ্নিত করুন। মাইগ্রেনের যন্ত্রণা লাগাতার ভোগালে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

শীতে কাশি- গলা ব্যথা কমাতে কী করবেন

পোস্ট ডেস্ক : ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। এই সময় অনেকেরই সর্দি- কাশির সমস্যা লেগে থাকে। তাছাড়া কারও কারও শুকনো কাশি, গলা ব্যথাও হয়। এই সময়ে যারা ঘন ঘন ঠান্ডার সমস্যায় ভোগেন তারা কিছু টিপস মেনে চলতে পারেন। এতে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও বাড়বে।

কী করবেন

গোলমরিচ, মধু

এক চামচ মধুর সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে গলা ব্যথা কমে যায়। শুধু তাই নয়, গলায় যদি কোনও ব্যাকটেরিয়া থাকে তাও ধুর হয়য়। কফ হলে কিন্তু দ্রুত কমবে। এমন কি শুকনো কাশির সমস্যা থাকলে তাও দ্রুত কমবে।

কুলিকুচি করুন

গলা ব্যথা দ্রুত কমাতে গরম পানিতে ৪ থেকে ৫ বার রোজ কুলিকুচি করুন। এতে গলা ব্যথা কমে। কাশির সমস্যা থাকলে তা থেকে মুক্তি পাবেন। এমনকি সর্দির সমস্যা থাকলে তাও কিছুটা কমবে।

আদা

ব্যথা কমাতে আদা খুব কার্যকরী। আদায় প্রচুর পরিমাণে আন্টিইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য আছে। যা শরীরের যেকোনও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। শুকনো কাশি কমাতেও আদা খেতে পারেন। আদা চায়ে দিয়ে খেতে পারেন। কাঁচা আদা চিবিয়ে খাওয়াও স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো।

মধু ও লেবুর রস

শুকনো কাশি এবং গলা ব্যথা কমাতে মধু ও লেবু খুব উপকারী। এক চামচ মধুর সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে অন্তত দিনে ৫ থেকে ৬ বার খান। লেবু মধুতে প্রচুর পরিমাণে আন্টিইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো।

দুধ ও হলুদ

দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে দ্রুত গলা ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন। হলুদে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যা শুকনো কাশি ও সর্দি কমাতে সাহায্য করে। তবে গরম দুধের সঙ্গে হলুদ রাতে খেলে সব থেকে বেশি ভালো হয়।

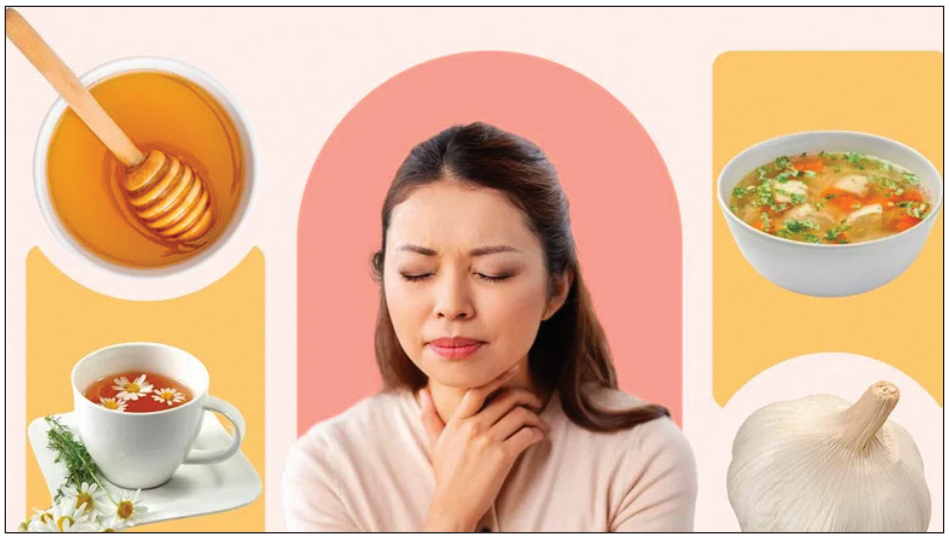

রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ছে কিনা বুঝবেন যেভাবে

পোস্ট ডেস্ক : অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে যে অসুখগুলো সবচেয়ে বেশি হয় তার মধ্যে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া অন্যতম। শরীরে কোলেস্টেরল থাকলেই যে বিপদ, এমন কিন্তু নয়। ভালো-খারাপ দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে ভালো কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়। তবে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়।

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় শরীরের বিপাক হারের ওপরেও। তবে কারণ যা-ই হোক, কোলেস্টেরল বাড়ছে কি না, সেটা সব সময় বোঝা যায় না। তবে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন লক্ষণগুলো দেখে বুঝবেন কোলেস্টেরল বাড়ছে?

১. হাতের তালু দেখেও চিনতে পারেন কোলেস্টেরলের সমস্যা। হাতের তালু কি হলদে হয়ে যাচ্ছে? জন্ডিসেরও একটি লক্ষণ হতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে হাতের তালুর বর্ণ পরিবর্তন হলে চিকিৎসকের কাছে যান।

২. ট্রাইগিসারাইডের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে, হাত এবং পায়ে ছোট ছোট ফুসকুড়ি বেরোতে পারে। ত্বকের কোনো এমন সমস্যা থাকলে অতি অবশ্যই এই লক্ষণটি নিয়ে সচেতন হন।

৩. শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে অনেক সময়ে চাকা চাকা ফ্যাটভর্তি র‍্যাশ দেখা দেয় ত্বকে। তবে এগুলো সাধারণ র‍্যাশের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। র‍্যাশগুলোতে হলদেটে ভাব থাকে। বিশেষ করে চোখের উপরে দেখা যায় এই ধরনের ফোলা ভাব।

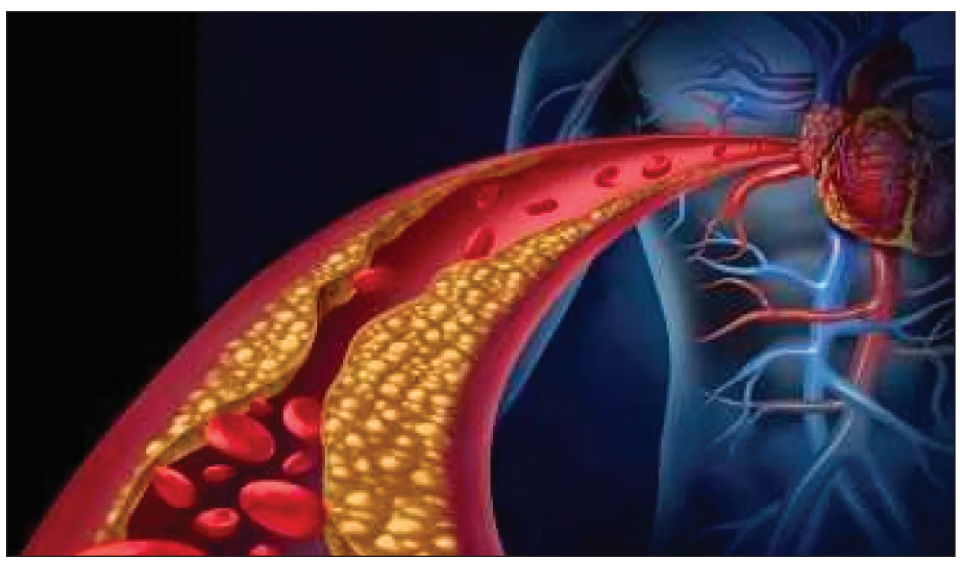

বাসার আল আসাদ পতনের আদ্যপ্রান্ত রাশিয়া এখন কি করবে?

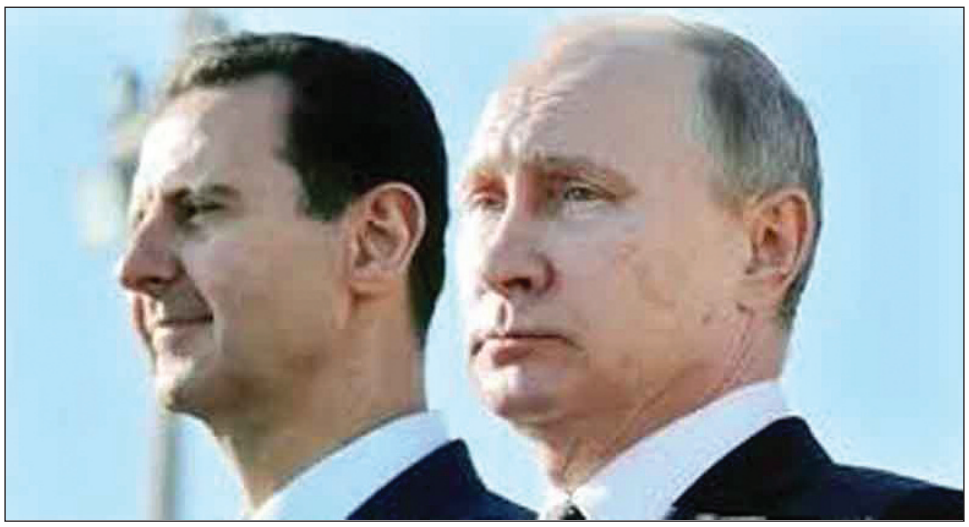

পোস্ট ডেস্ক : সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার ফলে সিরিয়ার কতোটুকু লাভ বা ক্ষতি হয়েছে, তা সামনের দিনগুলোতেই প্রমাণ হয়ে যাবে। এখন আলোচনায় আবু মোহাম্মদ আল জোলানি। কিন্তু আল কায়েদা ও আইসিলের সঙ্গে তার অতীত সম্পর্ক নিশ্চয়ই পশ্চিমাদের কাছে স্বস্তির নয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে আসাদ পালিয়ে যাওয়ার পরই সিরিয়ায় দেদারছে হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। তারা গোলান মালভূমির বড় একটি অংশ বাফার জোন নাম দিয়ে দখল করে নিয়েছে। হাসিমুখে টেলিভিশনে এ ঘোষণা দিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি বা তার দেশ একবার যে ভূখণ্ড দখল করে তা ছেড়ে দেয়ার নজির খুব কমই। ফলে আসাদ থেকে মুক্তি পেলেও সিরিয়াবাসী ইসরাইল ও তার পশ্চিমা দোসরদের কব্জা থেকে সহজে মুক্তি পাবে বলে মনে হয় না। এরই মধ্যে আলোচনায় ফিরেছে আসাদকে উৎখাতের পর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি বদলে যাবে। বিশেষ করে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে হামাস, হিজবুল্লাহ, হুতি, ইরান বা ইরাক লড়াই করছে- তারা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়বে।

এ অবস্থা আসাদকে সমর্থনকারী রাশিয়ার জন্যও তার আভিজাত্যের প্রতি একটি বড় আঘাত বলে মনে করছেন বিবিসি'র রাশিয়া বিষয়ক সম্পাদক স্টিভ রোজেনবার্গ। তিনি বলছেন, প্রায় এক দশক ধরে বিষয়টি ছিল রাশিয়ার 'ফায়ারপাওয়ার', যা প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে ক্ষমতায় রেখেছিল। অবশেষে দামেস্কের পতন হয়েছে। বাশার আল আসাদ পালিয়ে মস্কো গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। রাশিয়া থেকে বলা হয়েছে, সেখানে আসাদ, তার পরিবারকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হয়েছিল।

এর আগে তিনি শনিবার দিবাগত রাতে পালিয়ে কোথায় চলে যান, তার কি পরিণতি হয়েছে- তা নিয়ে বিশ্ব মিডিয়ার ছিল সতর্ক দৃষ্টি। রাশিয়ার একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে রাশিয়ার নিউজ এজেন্সিগুলো এবং রাষ্ট্রীয় টিভি রিপোর্টে বলেছে, মানবিক কারণে আসাদ ও তার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছে রাশিয়া। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ক্রেমলিনের সিরিয়া-প্রজেক্ট সবচেয়ে নাটকীয় মোড় নেয়। সিরিয়াকে, আসাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে মস্কো ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।

এক বিবৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দিয়েছে যে, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে সিরিয়ার নাটকীয় পটপরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি রাখছে মস্কো। আসাদ শাসকগোষ্ঠীর পতন রাশিয়ার আভিজাত্যের জন্য বা ইমেজের ওপর এক বড় রকম আঘাত। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে টিকিয়ে রাখতে সেখানে ২০১৫ সালে হাজার হাজার সেনা পাঠায় রাশিয়া। এর মধ্যদিয়ে রাশিয়া বিশ্বে নিজেকে অন্যতম শক্তিধর হিসেবে দেখাতে চেয়েছে। পশ্চিমা শক্তি এবং তাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এটাই ছিল ভ্লাদিমির পুতিনের বড় বড় চ্যালেঞ্জ। এর বড় সফলতা দেখা যায়।

২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুতিন সিরিয়ায় অবস্থিত রাশিয়ার হমেইমিম বিমান ঘাঁটি পরিদর্শন করেন এবং ঘোষণা দেন, মিশন সম্পন্ন হয়েছে। নিয়মিত রিপোর্টে বলা হচ্ছিল, রাশিয়ার বিমান হামলায় বিপুল পরিমাণ নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় খুব আত্মবিশ্বাসী ছিল। রাশিয়ার সামরিক অভিযান প্রত্যক্ষ করার জন্য তারা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সাংবাদিকদেরকে নিয়ে যায় সিরিয়ায়। এমন এক সফরে গিয়েছিলেন সাংবাদিক স্টিভ রোজেনবার্গ। তিনি বলেন, একজন কর্মকর্তা আমাকে তখন বলেন- সিরিয়ায় দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান করছে রাশিয়া। তবে এ বিষয়টি ছিল আভিজাত্যের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। সামরিক সহায়তা পাওয়ার বিনিময়ে রাশিয়াকে হমেইমিমে একটি বিমান ঘাঁটি ও তারতোউসে একটি নৌঘাঁটি স্থাপনের জন্য তা রাশিয়াকে ৪৯ বছরের জন্য লিজ দেয় সিরিয়া কর্তৃপক্ষ। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে পা রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান পেয়ে যায় রাশিয়া। আফ্রিকার ভেতরে এবং বাইরে সামরিক কন্ট্রাক্টরদের স্থানান্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এই ঘাঁটি দু'টি। স্টিভ রোজেনবার্গ লিখেছেন- এখন মস্কোর ওই ঘাঁটি দু'টির কী হবে? বাশার আল আসাদ মস্কো পৌঁছেছেন এই ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি রাশিয়ার কর্মকর্তারা এটাও উল্লেখ করেছে যে, তারা সিরিয়ার সশস্ত্র বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। রাষ্ট্রীয় টিভির উপস্থাপক বলেন, রাশিয়ান সামরিক ঘাঁটির নিরাপত্তা এবং সিরিয়ায় কূটনৈতিক মিশনগুলোর নিরাপত্তা দেয়ার বিষয়টি।

বাংলাদেশে-মিয়ানমারের ২৭০ কিলোমিটার সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আরাকান আর্মি

পোস্ট ডেস্ক : মিয়ানমারের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মংডু শহর দখলের দাবি করেছে দেশটির সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। কয়েক মাস ধরে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের পর মংডু শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তারা।ফলে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের প্রায় পৌনে তিনশ কিলোমিটার সীমান্তের পুরোটাই আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। সোমবার (৯ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম ইরাবতী।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, জানায়, ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ), আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) এবং রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) এর সরকার এবং সহযোগী রোহিঙ্গা মিলিশিয়াদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

রাখাইনের মিডিয়া সোমবার জানিয়েছে, মংডুর এই যুদ্ধের পরে প্রায় ৮০ জন রোহিঙ্গা বিদ্রোহীসহ সরকারি সৈন্যদের পাশাপাশি সামরিক অপারেশন কমান্ড ১৫ এর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থুরেইন তুনকে গ্রেপ্তার করেছে

রোববার(০৮ডিসেম্বর) মংডু শহর দখল করে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের ২৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আরাকান আর্মি (এএ)। সশস্ত্র এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, তারা জান্তার শেষ অবশিষ্ট সীমান্ত ঘাঁটি মংডু শহরের বাইরে অবস্থিত বর্ডার গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন নং ৫ বেশ কয়েক মাস লড়াইয়ের পর রোববার সকালে দখল করেছে।

এর আগে রোববার আরাকান আর্মি আরাকান আর্মি।আরাকান আর্মি মে মাসের শেষের দিকে মংডু আক্রমণ শুরু করে। আর সীমান্তবর্তী এই শহরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেতে ছয় মাস সময় লাগল গোষ্ঠীটির।

ইরাবতী বলছে, আরাকান আর্মি এখন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের তিনটি শহরেরই নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি করছে। এগুলো হচ্ছেড় রাখাইন প্রদেশের মংডু ও বুথিডাং এবং চিন প্রদেশের পালেতোয়া। পালেতোয়ার সঙ্গে ভারতের সীমান্তও রয়েছে।রাখাইনে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণকারী একজন সামরিক বিশ্লেষক বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য পুনঃস্থাপন পশ্চিমাঞ্চলীয় এই প্রদেশে বসবাসকারী মানুষের দুর্দশা কমাতে সাহায্য করবে।

অন্যদিকে রাখাইনে ২০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন বলে জাতিসংঘ গত মাসে জানিয়েছে।

জান্তা বাহিনী এই প্রদেশের দিকে যাওয়ার রাস্তা ও নৌপথ অবরোধ করেছে এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তাসহ খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধ সরবরাহেও বাধা দিয়েছে।

ওই বিশ্লেষক আরও বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার রাখাইন প্রদেশের জটিল রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করতে চাইলে জাতিগত সেনাবাহিনীর (আরাকান আর্মি) সাথে অর্থপূর্ণ সংলাপে যুক্ত হতে হবে।আরাকান আর্মি এখন দক্ষিণ রাখাইনের গয়া, তাউনগুপ এবং আন শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য লড়াই করছে বলেও জানিয়েছে ইরাবতী।

বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি জাপানের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের চলমান সংস্কার কার্যক্রমে সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপানি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে তাদের অবস্থান অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি।

বুধবার (১১ ডিসেম্বর) ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎকালে জাপানি রাষ্ট্রদূত একথা বলেন। ড. ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসা করে রাষ্ট্রদূত কিমিনোরি বলেন, জাপান সরকার শান্তি ও স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক- এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করবে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা এই তিনটি স্তম্ভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। পাশাপাশি নির্বাচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া নানা সংস্কার উদ্যোগে টোকিওর 'দৃঢ় সমর্থন' পুনর্ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত।

অধ্যাপক ইউনূস উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রাখায় জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

লেখা আহ্বান

সিলেট লেখক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি নাজমুল ইসলাম মকবুল স্মরণে একটি স্মৃতি স্মারক শীঘ্রই বের হচ্ছে।

সিলেট লেখক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রতিশ্রুতিশীল কবি, গীতিকার, লেখক ও সাংবাদিক **নাজমুল ইসলাম মকবুল** স্মরণে একটি স্মৃতি স্মারক শীঘ্রই বের হচ্ছে। সদ্য প্রয়াত মরহুম কবিকে নিয়ে আপনার স্মৃতি বা অনুভূতি নিয়ে যে কোন লেখা দ্রুত পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

ইমেইল- monthly.avijatrik@gmail.com

ওয়াটসঅ্যাপ- 01711 950686, +44 7506 826137 (যুক্তরাজ্য)

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

অর্থ পাচার মামলায় তারেক রহমানের সাজা স্থগিত

বিশেষ সংবাদদাতা : সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচার অভিযোগের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাত বছরের সাজা স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। একই মামলায় তারেক

রহমানের বন্ধু ও ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের সাত বছরের সাজাও স্থগিত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন।

আদালতে তারেক রহমানের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম, ব্যারিস্টার মো. জাকির হোসেন, অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন, অ্যাডভোকেট আজমল হোসেন।

আইনজীবীরা জানান, সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলায় ২০১৩ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকার একটি আদালত তারেক রহমানকে খালাস দেন।

ওই মামলায় তারেক রহমানের বন্ধু ও ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিচারিক আদালতের ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে দুদক। ২০১৬ সালে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে তারেক রহমানকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি ২০ কোটি টাকা জরিমানা করেন। এটি ছিল তারেক রহমানের প্রথম সাজা।

ভোটার হওয়ার আহ্বান জানাল ইসি

বিশেষ সংবাদদাতা : আগামী ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ১৮ বছর হবে বা ইতোমধ্যে যাদের বয়স ১৮ পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ভোটার হননি, তাদের ভোটার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিজ নিজ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলেছে নির্বাচন কমিশন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ২ জানুয়ারি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। যাদের জন্ম ১ জানুয়ারি ২০০৭ বা তার পূর্বে তারা যদি ভোটার না হয়ে থাকেন, তাদের সংশ্লিষ্ট উপজেলা অথবা থানা নির্বাচন অফিসে যোগাযোগপূর্বক ভোটার হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গতকালের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিটি ওপরের তথ্য দ্বারা সংশোধন করা হলো।

এর আগে গত রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশের লক্ষ্যে যাদের এনআইডিতে ভুল আছে, তারা যেন সংশোধনের আবেদন করেন।

আইন অনুযায়ী, প্রতিবছর ২ জানুয়ারি খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি করে ২ মার্চ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে ইসি।

নেচারের শীর্ষ ১০ ব্যক্তিত্বের তালিকায় ড. ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা : জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রাখায় বিশ্বের শীর্ষ ১০ ব্যক্তিত্বের তালিকা প্রকাশ করেছেন খ্যাতনামা বিজ্ঞান সাময়িকী 'নেচার'। এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ড. ইউনূসের বিষয়ে নেচারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বৈরাচারী সরকারের পতনে যারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের একটাই দাবি ছিলড়নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দেশের নেতৃত্ব দিতে আমন্ত্রণ জানানো হোক। এছাড়া নেচারে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে 'নেশন বিল্ডার' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

নেচারের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেচারের শীর্ষ ১০ ব্যক্তিত্বের তালিকায় গত এক বছরে বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা লোকদের বাছাই করেছে। এই তালিকা করেছেন নেচারের সম্পাদক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে কীভাবে গবেষকেরা আমাদের পৃথিবীকে গড়ছেন তার স্বীকৃতি এই তালিকা। এ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হলোড় আবহাওয়া পূর্বাভাসের নতুন ধারণা থেকে শুরু করে একটি জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি।

ছয় দশকের পেশাগত জীবনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নতুন ধারণা পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিস্টেম বুঝে সমস্যার সমাধান করা ইউনূসের কাজের মূল ভিত্তি। ড. ইউনূসের সঙ্গে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন অ্যালেক্স কাউন্টস। তিনি ড. ইউনূস সম্পর্কে বলেন, 'তিনি আশির কোঠায়, কিন্তু তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উজ্জ্বল। তার সহানুভূতি রয়েছে এবং তিনি একজন চমৎকার

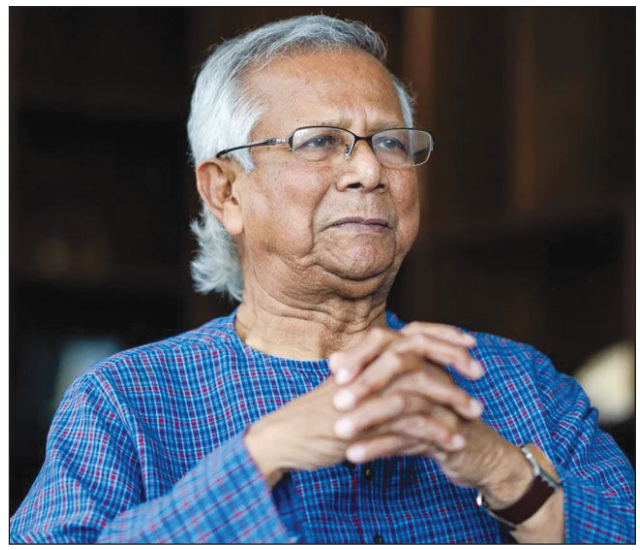

যোগাযোগকারী।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া ড. ইউনূস ১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পরিবেশগত অর্থনীতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নিকোলাস জর্জেসকু-রোগেনের অধীনে পড়াশোনা করেন। সে সময়ই তার মধ্যে অর্থনীতি ও প্রকৃতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে স্পষ্ট বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তিনি দ্রুত দেশে ফিরে আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পর নতুন দেশ গঠনে অংশীদার হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

ড. ইউনূসের সবচেয়ে আলোচিত উদ্ভাবন হলো 'মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ', যার পরিমাণ প্রায়শই ১০০ ডলার বা তার চেয়ে কম হয়ে থাকে। ড. ইউনূস দেখিয়েছেন যে সঠিক ব্যবস্থাপনা থাকলে, ক্ষুদ্রঋণ সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র অংশের জীবন বদলে দিতে পারে।

ড. ইউনূস ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালে পরীক্ষা করতে শুরু করেন যে, ক্ষুদ্রঋণ কীভাবে ফেরত পাওয়া যায় এবং ঋণগ্রহীতারা কীভাবে এটি থেকে লাভবান হতে পারে। এরপর তিনি একটি মডেল তৈরি করেন, যেখানে নারীদের ঋণ দেওয়া হতো তাদের ব্যবসা উন্নত করার জন্য। প্রথম পরীক্ষায় সব ঋণগ্রহীতাই তাদের ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হন। ১৯৮৩ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তার ক্ষুদ্রঋণের ধারণা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে। তবে অনেকে এর সমালোচনাও করেন।

তবে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা এবং ১৭ কোটি জনসংখ্যার একটি দেশ পরিচালনার মধ্যে ফারাক রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সবাই প্রশ্ন করছেন, ড. ইউনূস কি সত্যিই ছাত্রদের দাবির প্রতি যে প্রতিশ্রুতি তা রক্ষা করতে পারবেন? এসব দাবির মধ্যেড়দুর্নীতি নির্মূল, নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সমতা প্রদান এবং যারা প্রতিবাদে নিহত হয়েছেনতাদের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতিবিদ মুশফিক মোবারক বলেন, 'আগস্টের বিপ্লবের আগে দেশের পুলিশ, নাগরিক সেবা, বিচারব্যবস্থাসহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি ব্যাংকগুলোও শাসক দলের শাখা হয়ে উঠেছিল। ইউনূস এবং ছাত্ররাড়্যারা অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় সদস্য হিসেবে আছেনড়বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গ্রুপ তৈরি করেছেন, যাতে যে দলই ক্ষমতায় থাক না কেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পায়।'

কুমিল্লার বাংলাদেশ একাডেমি অব রুরাল ডেভেলপমেন্টের (বার্ড) গবেষণা পরিচালক ফৌজিয়া সুলতানা বলেন, 'কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার তাড়াতাড়ি হতে পারে না। এটি একটি জটিল ও ধীরগতির প্রক্রিয়া।

অন্তর্বর্তী নেতা হিসেবে ড. ইউনূসের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে সেই সব ছাত্রের ওপর, যারা তাকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলেন। তারা একটি শক্তিশালী দল, যাদের ভূমিকা ২০১০-২০১১ সালের আরব বসন্তের সময় স্বৈরশাসনবিরোধী সংগ্রামকারী যুবকদের মতো। সেই বিদ্রোহ সহিংসভাবে দমন করা হলেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের গল্পটি ভিন্ন।

সেনাবাহিনী এবং ইউনূস উভয়েই ছাত্রদের সমর্থন করছেন। তবে এর মানে হলোড়একটি বড় দায়িত্ব এক ব্যক্তির ওপর অর্পিত, যাকে অধিকার রক্ষা এবং সেই সব সুযোগ তৈরি করার প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে, যেগুলো ছাত্রদের অনেক বন্ধু ও সহকর্মী জীবিত থাকতে দেখতে পাননি।

উল্লেখ্য, শেখ হাসিনাবিরোধী আন্দোলনের সময় তার সরকারের নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে আট শতাধিক মানুষ নিহত এবং কয়েক হাজার আহত হয়। এরপর ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে অবশেষে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান।

হাসিনা-রেহানার ব্যাংক হিসাব তলব

বিশেষ সংবাদদাতা : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হয়েছে। এ ছাড়া 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরাফাতের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করা হয়েছে। বিএফআইইউর সংশ্লিষ্ট এক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

লেনদেন তলব করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে তলব করা ব্যক্তির নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

বিএফআইইউর নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে, হিসাব তলব করা ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে ৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয়েছে।

বিএফআইইউর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, জাতির

জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে কোথা থেকে কীভাবে টাকা এসেছে, তা জানাতে বলা হয়েছে।

আবার সেই অর্থ পরবর্তীতে কোথায় খরচ হয়েছে, নগদে উত্তোলন হয়েছে কিনা, এসব বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে।

চিঠিতে এই ট্রাস্টের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু ভবন। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা। তার বোন শেখ রেহানা অন্যতম ট্রাস্টি।

এ ছাড়া অন্য যারা এই ট্রাস্টের সঙ্গে জড়িত কিংবা যেসব অ্যাকাউন্টে ট্রাস্টের হিসাব থেকে অর্থ স্থানান্তর হয়েছে, জমা হয়েছে, তাদের তথ্যও দিতে বলা হয়েছে।

ব্যাংকগুলোতে পাঠানো বিএফআইইউর আরেক চিঠিতে গোপালগঞ্জের বাসিন্দা ও ধারাভাষ্যকার চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরাফাত, তার ভাই চৌধুরী হাবিবুল্লাহ সরাফাত, তাদের মা ডালিয়া চৌধুরীর হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। এর আগে তাদের আরেক ভাই ও পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে বিএফআইইউ। তাদের পরিবার শেখ হাসিনা পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে টানা ১৬ বছরের আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন দুঃশাসন ও স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটে।

বাংলাদেশের ৭৯ জেলে-নাবিকসহ ২টি জাহাজ ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড

বিশেষ সংবাদদাতা : বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা থেকে ৭৯ জেলে-নাবিকসহ বাংলাদেশি ২টি মাছ ধরার জাহাজ ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড। জাহাজ দুইটি হল এফভি মেঘনা-৫ ও এফভি লায়লা-২। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর। কর্মকর্তারা জানায়, জাহাজ দুটির মালিকপক্ষ চিঠি দিয়ে তাদেরকে ঘটনাটি অবহিত করেছে। জানানো হয়, খুলনা অঞ্চলে সাগরে মাছ ধরার সময় সোমবার (৯ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের জলসীমা থেকে ৩৭ নাবিকসহ এফভি মেঘনা-৫ ও ৪২ জনসহ এফভি লায়লা-২কে ধরে নিয়ে যায় ভারতের কোস্টগার্ড।

তবে কি কারণে ট্রলারগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা জানা যায়নি।

নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডোর মাকসুদ আলম জানান, তিনি বিষয়টি জেনেছেন। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়া

‘১৫ মিনিটে বাংলাদেশ ক্লিয়ার’ করবেন বিজেপি নেতা, ছিঁড়লেন

পোস্ট ডেস্ক : বিজেপি নেতা ও তেলেঙ্গানার বিধায়ক টি রাজা সিং এক জনসভার মঞ্চে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ছিঁড়েছেন। বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের দোকান লুট করা হচ্ছে দাবি করে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে বলেন, ‘১৫ মিনিটের জন্য বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিন, যাতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ‘নির্যাতন’ চলছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে পরিস্থিতি পরিষ্কার (ক্লিয়ার) করতে পারি।’

টি রাজা সিং এসময় বাংলাদেশকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘যারা ভারতের বিরুদ্ধে যাবে, তারা একই পরিণতির শিকার হবে।’ এ সময় তিনি একটি তলোয়ারও বের করেন এবং বলেন, ‘এই তলোয়ার কেবল খাপের মধ্যে পুরে রাখার জন্য নয়। এটি প্রতিটি হিন্দুর বাড়িতে থাকা উচিত।’

রোববার (৮ ডিসেম্বর) দক্ষিণ গোয়ার কুরচোরেমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি এই আহ্বান জানান। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদের গোশামহল কেন্দ্রের বিধায়ক টি রাজা সিং বলেছেন, গোয়ায় হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং দাবি করেছেন, ‘যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে, সেখানেই হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।’

রাজা টি সিং বলেন, ‘আমি এই রাজ্যের গভর্নরের একটি বক্তব্য পড়ছিলাম। তিনি বলেছেন, গোয়ায় মুসলিম জনসংখ্যার শতাংশ, অথচ ১০-১৫ বছর আগে ৩ শতাংশ ছিল। এখন বেড়ে ১২ শতাংশে পৌঁছেছে। এটি এমন একটি বিষয় যা আমাদের বিবেচনা ও চিন্তা করা উচিত...।’

রাজা সিং আরও দাবি করেন, ‘আগামী ২০-২৫ বছর যদি হিন্দুরা “হাম দো হামারে দো” নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তারা পাকিস্তানের হিন্দুদের মতোই পরিস্থিতি এবং নির্যাতনের শিকার হবে।’

সিরিয়ায় সুন্নীদের বিজয় নতুন সরকারের যাত্রা শুরু

পোস্ট ডেস্ক : সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারের পতন ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে একটি অন্ধকার যুগের সমাপ্তি হলো। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কাঙ্ক্ষিত বিজয় এলো সুন্নীদের। এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে ইসলামপন্থী সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)। এইচটিএসের প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বংশধর বলে জানা গেছে।

৮ ডিসেম্বর রোববার এইচটিএস এক বিবৃতিতে সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের ঘোষণা দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, জালিম শাসক বাশার আল-আসাদ দেশ থেকে পালিয়েছেন। সিরিয়া এখন মুক্ত। এর মধ্য দিয়ে একটি অন্ধকার যুগের সমাপ্তি হলো। আর সূচনা হলো একটি নতুন যুগের।

বাশার আল-আসাদের দেশ থেকে পালানো, তার টানা দুই যুগের সরকারের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে এইচটিএসের প্রধান জোলানিকে নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এই বিদ্রোহী নেতার অতীত-বর্তমান নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে তাঁর কার্যক্রমের একাল-সেকাল তুলে ধরেছে।

আবু মোহাম্মদ আল-জোলানির আসল নাম আহমেদ হুসাইন আল-শারা। ১৯৮২ সালে তিনি সৌদি আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর বাবা সেখানে পেট্রোলিয়াম প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৮৯ সালে তাঁর পরিবার সিরিয়ায় ফিরে আসে। দামেস্কের অদূরে বসতি স্থাপন করে।

দামেস্কে থাকাকালে জোলানি কী করতেন, তা জানা যায় না। ২০০৩ সালে সিরিয়া থেকে ইরাকে এসে তিনি আল-কায়েদায় যোগ দেন। এই বছরই ইরাকে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তিনি সেখানে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। তখন থেকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

২০০৬ সালে জোলানি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হন। পাঁচ বছর আটক থাকেন।

গণতন্ত্রের দাবিতে ২০১১ সালে সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণ

বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভ দমনে বাশার আল-আসাদ সহিংসতার পথ বেছে নেন। এর জেরে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় জোলানি ছাড়া পান। এরপর তাঁর নেতৃত্বে সিরিয়ায় আল-কায়েদার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আল-নুসরা ফ্রন্ট নামে পরিচিত। সশস্ত্র গোষ্ঠীটি সিরিয়ার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে, বিশেষত ইদলিবে শক্তিশালী হতে থাকে।

প্রথম দিকের কয়েক বছর জোলানি আবু বকর আল-বাগদাদির সঙ্গে কাজ করেন। বাগদাদি ছিলেন ইরাকের ইসলামিক স্টেটের (আইএস) প্রধান। এই সশস্ত্র গোষ্ঠী পরে আইএসআইএল (আইএসআইএস) নাম ধারণ করে।

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে বাগদাদি আকস্মিকভাবে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন। সিরিয়ায় নিজেদের তৎপরতা বৃদ্ধিতে কাজ শুরু করেন। একটা পর্যায়ে আইএসআইএল আল-নুসরা ফ্রন্টকে বেশ ভালোভাবে নিজেদের সঙ্গে একীভূত করে ফেলে। তখনই আইএসআইএলের জন্ম হয়।

জোলানি এ পরিবর্তন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। এ অবস্থায় ২০১৪ সালে আল-জাজিরাকে প্রথমবারের মতো টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দেন জোলানি। এতে তিনি বলেছিলেন, তাঁর গোষ্ঠী ‘ইসলামিক আইনের’ যে ব্যাখ্যা দেবে, সিরিয়া সেই অনুযায়ী শাসিত হবে।

তবে কয়েক বছর পর জোলানির মধ্যে পরিবর্তন আসে। তিনি আল-কায়েদার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোয় ‘বিশ্বব্যাপী খেলাফত’ প্রতিষ্ঠার প্রকল্প থেকে সরে আসেন। এমন কিছুর পরিবর্তে সিরিয়া সীমান্তের ভেতরে নিজের গোষ্ঠীর তৎপরতা সীমাবদ্ধ করেন জোলানি। জোলানির এ পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা মনে করেন, এর মধ্য দিয়ে জোলানির গোষ্ঠীটি বহুজাতিক বা আন্তদেশীয় গোষ্ঠীর বদলে একটি জাতীয় গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

২০১৬ সালের জুলাইয়ে বাশার সরকার আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ নেয়। তখন বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ইদলিবের দিকে চলে যায়। সিরিয়ার এ অঞ্চল তখনো বিদ্রোহীদের দখলে। এই বছরই জোলানি প্রকাশ্যে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি আল-নুসরা বিলুপ্ত করেন। গঠন করেন নতুন সংগঠন জাভাত ফাতেহ আল-শাম।

২০১৭ সালের শুরুর দিকে আলেপ্পো থেকে হাজার হাজার যোদ্ধা ইদলিবে পালিয়ে আসেন। এ সময়ে বিদ্রোহীদের ছোট ছোট অনেক গোষ্ঠী ও নিজের জাভাত ফাতেহ আল-শাম নিয়ে এইচটিএস গঠন করেন জোলানি।

এইচটিএসের ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল বাশার আল-আসাদের স্বৈরাচারী শাসন থেকে সিরিয়াকে মুক্ত করা। এইচটিএস আজ এই লক্ষ্য অর্জনের ঘোষণা দিল। এইচটিএসের অন্য লক্ষ্যের মধ্যে আছেড়সিরিয়ায় ‘ইরানের সব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করা’। নিজেদের দেওয়া ‘ইসলামি আইনের’ ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ‘সবচেয়ে কার্যকর’ ভূমিকা পালন করেছে এইচটিএস ও এর প্রধান জোলানি।

এদিকে সিরিয়ার ইসলামপন্থী বিদ্রোহীরা দামেস্ক দখল করে দেশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তাদের নেতা আহমেদ আল-শারা (আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি) ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আল-জালালি এক বৈঠকে সরকারের হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

মঙ্গলবার(১০ ডিসেম্বর) সিরিয়ার বিরোধী বাহিনী দামেস্ক দখল করার পর দেশটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সিরিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আল-জালালি, যিনি প্রেসিডেন্ট আল-আসাদের অধীনে কাজ করতেন, তিনি এক বৈঠকে সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্ট (SSG)-কে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্মতি জানান। নতুন সরকারের নেতৃত্বে থাকবেন মোহাম্মদ আল-বাশির, যিনি হায়াত তাহরির আল-শাম (HTS) দলের সদস্য এবং তাদের ইদলিবভিত্তিক স্যালভেশন গভর্নমেন্টের প্রধান।

জাতিসংঘের বিশেষ দূত গেইর পেডারসেন সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন, এটি এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো স্থিতিশীল থাকে এবং জনগণের বৈধ আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হয়। নতুন সরকারের প্রথম লক্ষ্য হবে, সদ্য মুক্ত হওয়া অঞ্চলগুলোতে শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুতদের ফিরিয়ে আনা। সিরিয়ার ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধের পর, বিরোধী পক্ষের দ্রুত অগ্রগতি দেশের ভবিষ্যতকে নতুন দিশা দেখাতে পারে, যদিও এটি একটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। সিরিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও, HTS একটি মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তারা যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বিচার করবে এবং জনগণের প্রতি অমানবিক আচরণে জড়িতদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। HTS, যা একসময় আল-কায়েদার একটি সহযোগী দল ছিল, তারা তাদের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নরম করতে চেষ্টা করছে এবং সেনাবাহিনীতে সেবায় বাধ্য করা সৈন্যদের জন্য ক্ষমা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে।

সিরিয়ার মানুষ ১৪ বছর ধরে অমানবিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন যা বাশার আল-আসাদের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো। এখন নতুন সরকার তাদের জন্য একটি ন্যায় ও শান্তির পথ প্রস্তুত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বাংলাদেশ সীমান্তে অ্যান্টি-ড্রোন ইউনিট মোতায়েন করছে ভারত

পোস্ট ডেস্ক : শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। উত্তেজনা বাড়ছে এই দুই দেশের সম্পর্কে। আর এই অবস্থায় বাংলাদেশ সীমান্তে অ্যান্টি-ড্রোন ইউনিট মোতায়েন করার ঘোষণা দিয়েছে ভারত। একইসঙ্গে দেশটি এই পদক্ষেপ নিয়েছে পাকিস্তান সীমান্তেও।

সীমান্তের অপর পাশ থেকে ড্রোনের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় ব্যাপকভাবে অ্যান্টি-ড্রোন ইউনিট মোতায়েন করবে ভারত। মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সীমান্তে অ্যান্টি-ড্রোন ইউনিট মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছে ভারত। সীমান্তের অপর পাশ থেকে আসা মনুষ্যবিহীন আকাশযানের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান হুমকির প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সীমানা সুরক্ষিত করার জন্য ব্যাপকভাবে অ্যান্টি-ড্রোন ইউনিট স্থাপন করবে নয়াদিল্লি।

ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সেনাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় ড্রোন হুমকির গুরুত্ব এবং ভারতের সক্রিয় পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

অমিত শাহ বলেন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সাথে সমগ্র সীমান্তে ‘সংবেদনশীল এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ’ করার জন্য ব্যাপকভাবে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করবে ভারত। তিনি বলেন, মানববিহীন আকাশযানের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান হুমকির প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সীমানা সুরক্ষিত করতে বিস্তৃত অ্যান্টি-ড্রোন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করবে ভারত।

শাহ আরও বলেন, ‘লেজার-সজ্জিত অ্যান্টি-ড্রোন গান-মাউন্টেড’ ম্যাকানিজমের প্রাথমিক ফলাফল বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক, যার ফলে পাঞ্জাবের পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে ড্রোন নিষ্ক্রিয়করণ এবং শনাক্তকরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতীয় একটি সংবাদপত্র দেশটির সরকারি তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ২০২৩ সালে প্রায় ১১০টির তুলনায় এই বছর ২৬০টিরও বেশি ড্রোন পাকিস্তানের কাছে ভারতের সীমান্ত থেকে ভূপাতিত বা উদ্ধার করা হয়েছে। ড্রোন আটকানোর এই ঘটনাগুলোর বেশিরভাগই হয়েছে পাঞ্জাবে। তবে রাজস্থান এবং জম্মুতে এই সংখ্যা খুব কম।

পাকিস্তানের সাথে ভারতের ২ হাজার ২৮৯ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। বিএসএফের ওই অনুষ্ঠানে অমিত শাহ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য চলমান কম্পিহেনসিভ ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিআইবিএমএস) নিয়েও আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, এই কাজটি চলমান রয়েছে। তার ভাষায়, ‘আসামের ধুবরি (ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত) সীমান্তের নদী এলাকায় মোতায়েন করা সিআইবিএমএস থেকে আমরা উৎসাহজনক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি, তবে এক্ষেত্রে আরও কিছু উন্নতি করা প্রয়োজন।’

অন্যদিকে ভারতের একটি সরকারি বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ‘আরও কিছু উন্নতির পর এই ব্যবস্থা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে সমগ্র সীমান্তজুড়ে প্রয়োগ করা হবে।’

সম্পর্কে ‘বরফ গলছে না’ ভারত-বাংলাদেশের

দাবি দিল্লির সব বাজার কমিটি, আবাসিক এলাকার বাসিন্দাদের সংগঠন, চিকিৎসক, আইনজীবী, ছাত্রসংগঠন ও দুর্গাপূজা, ছটপূজা, রামলীলার আয়োজক এবং শিখ ধর্মস্থান গুরুদ্বার পরিচালন কমিটির সদস্যরা ওই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন।

এদিকে ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে সম্প্রতি হামলা চালিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভাঙচুর করে এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলে অবমাননা করে। এ ঘটনায় ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। এই হামলাকে ভিয়েনা কনভেনশনের লঙ্ঘন বলে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এরই মধ্যে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে হামলার ঘটনা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নজরে এসেছে। সেখানে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ব্রিফিংয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত শান্তিপূর্ণভাবে তাদের মধ্যকার বিবাদমান মতপার্থক্য দূর করবে বলে যুক্তরাষ্ট্র আশা করে।

অপরদিকে ভারত ও বাংলাদেশের অবনতি হওয়া সাম্প্রতিক সম্পর্কের মধ্যেই দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে সোমবার। আলোচনা হয়েছে তিক্ততা বৃদ্ধি করা নানা ইস্যুসহ পারস্পরিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি। পুরো বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসাবে দেখছেন কূটনৈতিকসহ সংশ্লিষ্টরা। তাদের মতে, আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বা কর্মপরিকল্পনা না থাকায় দুই দেশকেই সামনের দিনগুলোর দিকে লক্ষ রাখতে হবে। তবে এ বৈঠককে ‘আইস ব্রেকিং’ হিসাবে আখ্যায়িত করছেন তারা।

গত সোমবার দু’দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকের বিষয়টি স্পষ্ট না হলেও অনেকে এ নিয়ে আশার আলো দেখছেন। একটি সূত্র জানায়, দৃশ্যমান টানাপড়েন পেছনে ফেলে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত। বাংলাদেশের কোনো বিশেষ দল নয়, জনগণকে গুরুত্ব দিয়েই এ সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতা চাইছে দেশটি। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিন ও ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির সঙ্গে গত সোমবার ঢাকায় বৈঠকে শান্তিপূর্ণ ও খোলামেলা আলোচনা হয়েছে।

ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ইতিবাচক বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সেগুলোর ধারাবাহিকতায় ইতিবাচক ও গঠনমূলক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার জোরালো আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বেগ নিয়েও দুই পক্ষ খোলামেলা আলোচনা করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অর্জনগুলো আওয়ামী লীগ কেন্দ্রিক নয়। প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে ভারত। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে ভারত প্রতিবছর বৃত্তি দিচ্ছে। প্রতিবছর ১০০ জন বাংলাদেশি তরুণ প্রতিনিধিকে ভারত সরকার ভারত সফরে নিয়ে যায়। এগুলোর কোনোটিই রাজনৈতিক বা দলীয় পরিচয় বিবেচনায় হচ্ছে না। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ কমিউনিটি উন্নয়ন খাতে সহযোগিতাও দিচ্ছে ভারত।

এটিও সুনির্দিষ্ট কোনো দল বা সরকার নয়, জনগণের প্রতি অঙ্গীকার থেকে সহযোগিতা। সব দল, শ্রেণি ও মতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আছে। সব মতের প্রতিনিধিরাই ভারত সফর করেন।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, আজমির শরিফ, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামের মতো ব্যক্তিরা দুই দেশের অভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির অংশ। মৈত্রী পাইপলাইনের মতো জ্বালানি খাতে দুই দেশের সহযোগিতাও সম্পর্কে নতুন মাত্রা শুরু করেছিল।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব ঢাকায় সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য দেওয়ার সময় স্পষ্টভাবেই বলেছেন, ভারত সরকার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে জোরালোভাবে কাজ করতে চায়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা ভারত আমলে নিয়েছে। শেখ হাসিনাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই দেখেছে ভারত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং এতে ভারত ও তার জনগণের ভূমিকাকে নয়াদিল্লি ও ভারতের জনগণ গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কতটা গুরুত্ব পায় সেদিকে তাদের দৃষ্টি থাকবে। মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য ভারত সরকার বৃত্তি দিয়ে আসছে। নতুন মৈত্রী স্কিমের আওতায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির সদস্যদের সন্তানদের জন্য বৃত্তিসহ বিনিময় কর্মসূচি আছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের বাংলাদেশ সফর দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান উদ্বেগগুলো নিরসনসহ টেকসই সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারতের সঙ্গে এবারের বৈঠকে সীমান্তে হত্যা, পানিবণ্টন চুক্তিসহ ঝুলে থাকাসহ অনিষ্পন্ন অনেক বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও জনগণ পছন্দ করছে না এমনটি উল্লেখ করে তা শেখ হাসিনাকে জানাতে ভারতকেই অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ। তবে ভারতের পক্ষ থেকে আশ্বাস মিলেছে, শেখ হাসিনার ভারতে থাকা বাংলাদেশ-ভারত সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে বাধা হবে না। আবার নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে ভারত বাংলাদেশে টেকসই শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছে।

এদিকে বুধবার ভারতের আগ্রাসী ভূমিকার প্রতিবাদে বিএনপির আগরতলা অভিমুখে লং মার্চের প্রেক্ষিতে ভারতের দিকে সীমান্তে সতর্কতা বাড়ানো হয়। আগরতলায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত চেক পোস্টে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন ছিল। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কিরণ কুমার এ তথ্য জানিয়েছেন।

সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী আল-বশির

এতে বলা হয়, বাশার সরকারকে উৎখাত করা বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বশির ইদলিবের বিদ্রোহী প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। টেলিভিশনের বক্তৃতায় মোহাম্মদ আল-বশির বলেন, আজ আমরা মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছি, বৈঠকে ইদলিব ও এর আশেপাশের এলাকার সালভেশন এসজিএসের প্রতিনিধি এবং ক্ষমতাচ্যুত সরকারের লোকজন ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে নথিপত্র ও প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের শিরোনামে এ বৈঠক হয়। বশির এর আগে সিরিয়ান স্যালভেশন সরকারের উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছে।

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ আল-বশিরের জন্ম ১৯৮৩ সালে উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাকে ইদলিবে সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্টের (এসএসজি) প্রধান মনোনীত করা হয়। সিরিয়ান গ্যাস কোম্পানির সাবেক কর্মী বশির ইঞ্জিনিয়ারিং, শরিয়া ও আইনে ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ‘দ্য অবজারভার’

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এই খবর জানিয়েছে।

গার্ডিয়ান ও অবজারভারের মালিক স্কট ট্রাস্ট। টর্টোইস মিডিয়ার কাছে দ্য অবজারভার বিক্রি করতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে ট্রাস্টটি। তারা জানিয়েছে, পত্রিকাটি বিক্রি করা হলেও এর একটি প্রধান শেয়ারহোল্ডার হতে এবং মিডিয়া কোম্পানির সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক উভয় বোর্ডে একটি শেয়ারের জন্য টর্টোইস বিনিয়োগ করবে।

ট্রাস্ট বলেছে, নতুন মালিকানার মডেল ‘অভজার্ভারের ভবিষ্যতকে রক্ষা করবে, উদার মূল্যবোধের কণ্ঠস্বর বজায় রাখবে এবং এর ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরির সময় ব্যতিক্রমী সাংবাদিকতায় বিনিয়োগ করবে তারা।

স্কট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ওলে জ্যাকব সুন্দে বলেছেন, ‘আমরা জানতাম, আমাদের অবজার্ভারের জন্য একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে সংস্থান ও প্রতিশ্রুতির সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন।’

তিনি আরও বলেন, ‘এর জন্য একজন মিত্রকে পর্যাপ্ত অর্থায়ন করা, দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির ও সম্পাদকীয় স্বাধীনতা এবং উদারনৈতিক মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, টর্টোইস মিডিয়াতে আমরা এটি পেয়েছি। আমরা অবজার্ভারের যাত্রার পরবর্তী পর্বের অংশ হতে উন্মুখ।’

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস-এর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক লরা ডেভিসন বলেছেন, প্রস্তাবিত এই চুক্তির প্রতিবাদে গার্ডিয়ান ও অবজার্ভারের সদস্য, চলতি সপ্তাহে যারা শিল্প পদক্ষেপ নিয়েছে, তারা ‘অত্যন্ত হতাশ’ হবেন। এই পদক্ষেপ আলোচনায় বিরতির আহ্বান জানিয়েছে।

চুক্তিটিতে এখন নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে উভয় পক্ষ। এই চুক্তির আওতায় দ্য অবজার্ভারকে একটি ডিজিটাল ব্র্যান্ডে পরিণত করার পরিকল্পনার সঙ্গে নতুন করে পত্রিকাটিতে ২৫ মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ ও প্রতি রবিবার এটি প্রকাশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এছাড়া স্কট ট্রাস্ট নতুন ও বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানানো হয়।

কর্মীদের বলা হয়েছে, চুক্তির কারণে কেউ চাকরি হারাবে না।

অভজার্ভার কর্মীদের বলা হয়েছে, তারা বর্ধিত শর্তে স্বেচ্ছায় রিডানডেন্সি নেওয়াকেও বেছে নিতে পারেন। যদি তারা টর্টোইসে স্থানান্তরিত হন তবে তাদের বিদ্যমান শর্তাবলীর প্রতি সম্মান জানানো হবে।

২০১৯ সালে লন্ডন টাইমসের সাবেক সম্পাদক ও বিবিসির পত্রিকার সাবেক পরিচালক জেমস হার্ডিং ও যুক্তরাজ্যে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাথিউ বারজুন টর্টোইস চালু করেছিলেন। হার্ডিং বলেন, এই বিক্রয়টি অবজাভারে বিনিয়োগ ও প্রসারিত করার সুযোগ রয়েছে।

অবজার্ভারকে টর্টোইস পডকাস্ট, নিউজলেটার ও লাইভ ইভেন্টগুলোর সঙ্গে একত্রিত করার এবং এটিকে একটি স্বতন্ত্র ডিজিটাল ব্র্যান্ডে বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে টর্টোইস।

খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাষ্ট্রপতির দাওয়াত

করেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আদিল চৌধুরী, এনডিসি, পিএসসি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের পক্ষ থেকে দাওয়াতপত্র গ্রহণ করেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

বাংলাদেশের জন্য ৬০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন

সহযোগিতায় তৈরি এই ঋণ কর্মসূচিতে কর ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন, ট্যাক্স ইনসেনটিভের যৌক্তিককরণ এবং করদাতাদের মনোবল বাড়ানোর উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি এ ঋণের মাধ্যমে ব্যাবসায়কি আইন, বিদেশি বিনিয়োগ অনুমোদন প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন উদ্যোগের কার্যকারিতা উন্নত করা হবে।

বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণা

সেই ঐতিহাসিক মসজিদের প্রতি সম্মান জানিয়েই এই মসজিদ তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। তার মতে, একজন সংখ্যালঘু মানুষ হিসেবে তিনি এটা করতে চান। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। অবশ্য কবীর বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্কিত মন্তব্য করে প্রচারে থেকেছেন।

তবে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের এই ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য এই মসজিদ তৈরির ঘোষণা থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। বিজেপি নেতা ও রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘এই ধরনের ঘোষণা আসলে রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলিম সম্প্রদায়ের মেরুকরণের চেষ্টা’। তার মতে, ‘এই ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস আগুন নিয়ে খেলছে’। তিনি এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবাব দাবি করেন।

কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বিধায়কের ঘোষণাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিভেদমূলক বলে অভিহিত করেন।

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের মসজিদ তৈরির ঘোষণার পাল্টা হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদে একাধিক রাম মন্দির তৈরির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বঙ্গীয় হিন্দু সেনার সভাপতি অম্বিকানন্দ মহারাজ বলেছেন, মুর্শিদাবাদেই আমরা অযোধ্যার রামমন্দিরের অনুকরণে একাধিক রামমন্দিও তৈরি করব। ভরতপুর, রেজিনগর, সাগরদিঘীতে আমরা জমিও পেয়ে গিয়েছি। আগামী জানুয়ারি থেকেই কাজ শুরু হবে বলে তিনি জানান।

দিল্লিতে অবৈধ বাংলাদেশিদের ধরতে পুলিশের বিশেষ অভিযান

এই নির্দেশ পাওয়ার পর বুধবার দিল্লির কালিন্দি কুঞ্জ এলাকর বাসিন্দাদের নথি যাচাইয়ের জন্য পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়। এ সময় সেখানকার বাসিন্দাদের প্রত্যেকের নথিপত্র যাচাই করা হয়।

কয়েক দিন আগে দিল্লির মুসলিম নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল লেফটেন্যান্ট গভর্নর সাক্সোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দিল্লিতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এই সমস্যার সমাধানে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

দিল্লি পুলিশ বলেছে, তারা অবৈধভাবে বসবাসকারীদের শনাক্ত ও অবৈধ উপায়ে পাওয়া তাদের সরকারি নথিপত্র বাতিল এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই অভিযান পরিচালনা করছেন।

সুদানে দুই দিনের সংঘর্ষে নিহত শতাধিক

জানিয়েছে, আরএসএফ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সামরিক কার্যক্রম লক্ষ্যবস্তু করতে তাদের অধিকার রয়েছে।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার(১০ডিসেম্বর) আরএসএফ-এর ভারী কামানের গোলাবর্ষণে ওমদুরমান শহরে ৬৫ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হন। স্থানীয় প্রশাসন এই হামলাকে “গণহত্যা” বলে অভিহিত করেছে। এদিকে, দারফুরের জামজাম শরণার্থী শিবিরে আরএসএফ-এর গোলাবর্ষণে পাঁচজন নিহত হন। একই দিনে উত্তর কোরদোফানের একটি এলাকায় ২৬ নভেম্বর বিধ্বস্ত একটি ড্রোন বিস্ফোরণে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

সুদানের এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত লক্ষাধিক মানুষকে প্রাণহানি ও ১ কোটি ১০ লাখ মানুষকে গৃহহীন করেছে। এছাড়া, এই সংঘাত বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় খাদ্য সংকটের জন্ম দিয়েছে।জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার মানুষ দক্ষিণ সুদানের সীমান্ত অতিক্রম করছে, যা সাম্প্রতিক সপ্তাহে তিন গুণ বেড়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও এই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুদ্ধকবলিত এলাকার ৮০ শতাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে বা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে।এটি স্পষ্ট যে, সুদানের পরিস্থিতি দিন দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে। একটি টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

অপুষ্টিতে ভুগছে দেশের ১১.৯ শতাংশ মানুষ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশে জনসংখ্যার ১১ দশমিক ৯ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। ক্ষুধা মোকাবেলায় বাংলাদেশে অগ্রগতি হলেও এখানে এখনো মাঝারি মাত্রার ক্ষুধা বিরাজ করছে। বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক ২০২৪ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের স্কোর ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তুলনায় ভালো অবস্থানে থাকলেও বাংলাদেশ নেপাল ও শ্রীলংকার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ২০২৪-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯.৪ স্কোর পেয়ে বাংলাদেশ ১২৭টি দেশের মধ্যে ৮৪তম অবস্থানে রয়েছে। রিপোর্টের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশে মাঝারি মাত্রার ক্ষুধা বিরাজ করছে।

মূলত চারটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে ক্ষুধা সূচকের স্কোর নির্ধারিত হয়েছে: এর মধ্যে অপুষ্টির মাত্রা, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন, বয়স অনুযায়ী কম উচ্চতা এবং শিশুমৃত্যুর হার। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ১১.৯ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে।

পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ২৩.৬ শতাংশ খর্বকায়। পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ১১.০ শতাংশ শারীরিকভাবে দুর্বল। পাঁচ বছর বয়সের আগে ২.৯ শতাংশ শিশু মারা যায়। রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে ওয়েল্ট হাঙ্গার হিলফে বাংলাদেশ এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইডের যৌথ আয়োজনে ‘ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশের পথে: বাধা এবং উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অব ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন ড. মিশেল ক্রেজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদুল হাসান, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কেয়া খান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খালেদ হাসান এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, অনিরাপদ কৃষি চর্চার ফলে আমরা নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে পারছি না। এতে পুষ্টি নিরাপত্তাও নিশ্চিত হচ্ছে না। মাছসহ বাংলাদেশে যেরকম প্রাকৃতিক খাদ্য বৈচিত্র্য আছে তা রক্ষার ওপর জোর দেন তিনি।

এ ছাড়া খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর লোকজ জ্ঞানকেও গুরুত্ব দেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও খাদ্যব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ড. মিশেল ক্রেজা বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বহুখাতভিত্তিক উন্নয়নে কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সহায়তা দিয়ে আসছে। দরিদ্র মানুষেরা অনেক সময় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারে না। তাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দরিদ্রসহ অন্যান্য বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে আরো অগ্রাধিকার দিয়ে সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।

র‍্যাব বিলুপ্তি ও পুলিশ কমিশন চায়

মানবাধিকারের প্রতি আরো সচেতন করা এবং দুর্নীতিমুক্ত দক্ষ করে এই বাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য আমরা বিভিন্ন সুপারিশমালা তৈরি করেছি, যা পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশনকেও দিয়েছে। শুধু উন্নতর সার্ভিস প্রাপ্তির জন্য নয়, ভবিষ্যতে বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক নিষ্ঠুর আচরণের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে লক্ষ্যে পুলিশ বিভাগের সংস্কার জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে।'

র‍্যাবের অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য এই বাহিনীকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেছে বিএনপি। ২০০৪ সালে খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে পুলিশের এই বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়।

বিএনপির আমলে গঠিত এই বাহিনীকে সংস্কার না করে কেন এর বিলুপ্তি চায়?প্রশ্ন করা হলে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ বলেন, 'এটা মেডিক্যাল বিদ্যাতেও আছে যখন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তখন কেটে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। র‍্যাব বাহিনী আন্তর্জাতিকভাবেই চরমভাবে নিন্দনীয়। দেশের মধ্যে তো র‍্যাব মানেই একটা দানব। যত ধরনের খুন-গুম, যত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বেশির ভাগই এই র‍্যাব বাহিনীর মাধ্যমে হয়েছে।

সে জন্য আমরা এটিকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেছি। র‍্যাব বিলুপ্ত হলে র‍্যাবের দায়িত্ব আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং থানা পুলিশ যেন পালন করতে পরে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

পুলিশ কমিশনের কার্যপরিধি

হাফিজ বলেন, কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন সংসদ থাকলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান। সংসদ না থাকলে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। আট সদস্যের এই কমিশনে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য, বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উচ্চ আদালতের আইনজীবী, সমাজের বিশিষ্ট নাগরিক এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের মনোনীত অতিরিক্ত সচিব থাকবেন। আইজিপির মনোনীত একজন অতিরিক্ত আইজি এই কমিশনের সদস্যসচিব হিসেবে কাজ করবেন।

সরকার বিধি-বিধান দ্বারা এই কমিশনের সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি, কাজের পরিধি ও কর্মকাল নির্ধারণ করবেন।

নাগরিক কমিটি

সাবেক সামরিক কর্মকর্তা মেজর হাফিজ বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে পুলিশকে অপরাধ দমনে সহায়তা প্রদান, জনসাধারণ পুলিশ সম্পর্ক উন্নয়নে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রত্যেক উপজেলা/থানায় এই নাগরিক কমিটি গঠন করা হবে। স্থানীয় গণ্যমান্য, সুশিক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হবে।

কমিটির সভাপতি হবেন স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সদস্যসচিব হবেন সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)। এ ছাড়া দুজন ইউপি সদস্য, একজন শিক্ষক, একজন ব্যবসায়ী, একজন পেশ ইমাম এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের স্থানীয় প্রতিনিধি কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে দুই বছর সময়কালের জন্য এই নাগরিক কমিটি কাজ করবে।

প্রতিবছর পুলিশ সদস্যদের সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল এবং প্রতি জেলায় পূর্ণাঙ্গ পুলিশ হাসপাতাল এবং বিভাগ ও মেট্রোপলিটন শহরে ঢাকার রাজারবাগ কেন্দ্রীয় হাসপাতালের মতো পুলিশ হাসপাতাল নির্মাণের সুপারিশ করেছে বিএনপি।

সংবাদ সম্মেলনে সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব এস এম জহিরুল ইসলাম, সাবেক আইজিপি আবদুল কাইয়ুম, আশরাফুল হুদা, সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাঈদ হাসান খান ও আনসার উদ্দিন খান পাঠান উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে ভেঙে ফেলা হল ২০০ বছরের

অবৈধভাবে করা হয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুর জেলায় অবস্থিত এই মসজিদটির নাম নূরী জামে মসজিদ। এটি ১৮৫ বছরের পুরোনো। জেলা প্রশাসন দাবি করেছে, মসজিদের ভেঙে ফেলা অংশটি বেআইনি ছিল। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লিউডি) দাবি করেছে, তারা গত ১৭ আগস্ট তাদের "অবৈধ নির্মাণের" কারণে মসজিদের কিছু অংশ সরানোর নোটিশ দিয়েছিল।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সড়কের ওপর মসজিদের একাংশ পড়ায় মসজিদ কমিটিকে নোটিশ দেয়া হয়েছিল। তারপরও সেই অংশ ভাঙেনি কমিটি। তাই নির্ধারিত সময়ের পর গণপূর্ত বিভাগ থেকে মসজিদটির ওই অংশ ভেঙে ফেলা হয়।

এমন এক সময় প্রশাসন মসজিদটি ভেঙেছে যখন মসজিদ কমিটি বিষয়টি সুরাহার জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। আদালত থেকে এই বিষয়ে কোনও আদেশ আসার আগেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

তবে জেলা প্রশাসনের দাবি, আদালতে আবেদন জমা পড়লেও শুনানির জন্য নথিভুক্ত হয়নি। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অবিনাশ ত্রিপাঠির দাবি, মসজিদের যে অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে তা তৈরি হয়েছিল তিন বছর আগে।

উল্লেখ্য, বিচারবিভাগীয় নির্দেশ ছাড়া বুলডোজার দিয়ে কোনও অবকাঠামো গুড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে স্পষ্ট রায় দিয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে বুলডোজার-জাস্টিস নিয়ে উদ্বেগও জানিয়েছিল দেশটির শীর্ষ আদালত। তবে বিজেপির বিভিন্ন সরকারই আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করে বুলডোজার-জাস্টিস তথা বুলডোজার নিয়ে অবকাঠামো ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়া জারি রেখেছে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সামভালে মুঘল আমলের একটি প্রাচীন মসজিদে 'সার্ভে' বা সমীক্ষা করানোর নির্দেশকে ঘিরে স্থানীয় জনতা ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় তীব্র সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। সহিংসতায় আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ।

ঘটনার পর গোটা এলাকায় তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শহরের যে মসজিদটিকে ঘিরে এই বিরোধ দেখা দিয়েছে সেটি 'শাহী জামা মসজিদ' নামে পরিচিত। কট্টর হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর দাবি, প্রাচীন একটি হিন্দু মন্দির ভেঙেই এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল, ওই ভবনের স্থাপত্যে নাকি এখনও তার প্রমাণ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বরাবরই সরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ব্যক্তিত্ব। ২০২৩ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রে নিজের প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে মুসলিমসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি।

মোদির সেই সফরের মধ্যেই ভারত নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি সেসময় বলেছিলেন, মুসলিমদের অধিকারকে সম্মান না করলে ভারত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।

মূলত ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ভিন্নমতাবলম্বী এবং সাংবাদিকদের নির্যাতনের বিষয়ে বিস্তারিত অভিযোগ সামনে এনেছে বহু মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। এমনকি মোদির মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে চিঠিও লিখেছেন ৭৫ জন মার্কিন আইনপ্রণেতা।

উল্লেখ্য, মানবাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট গত বছর ভারতে মুসলমান, হিন্দু দলিত, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। এছাড়া ভারতীয় সাংবাদিকদের ওপর ভারত সরকারের নির্যাতনের বিষয়টিও সামনে আনা হয়েছিল ওই প্রতিবেদনে।

জমকালো আয়োজনে শেষ হলো টিভি

তাদের প্রতিভা এবং কুরআনের জ্ঞান প্রদর্শনের একটি দুর্দান্ত সুযোগ। - একটি অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা উদযাপনের সেরা কোরআন তেলাওয়াতকারীরা মিলিত হয় রয়েল রিজেন্সি হলে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসাইন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অসহায় অন্তর্বর্তী সরকার

কেজিপ্রতি ডাল ৩ শতাংশ, রসুন ১৫.৯১ শতাংশ, হলুদ ২০ শতাংশ, মাছ-মাংস ৭ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিগত শেখ হাসিনার সরকারের কাছে ভোক্তা কোনো সুফল পায়নি। গণ-অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বেশি। মানুষ চায় দ্রুত কিছু পরিবর্তন আসুক। যেহেতু তারা বিপ্লবী চেতনায় প্রতিষ্ঠিত, তাই মানুষ অ্যাকশন দেখতে চায়। সরকারের একাধিক সংস্থা খুচরা পর্যায়ে তদারকি করে দায় সারছেন এবং শক্তিশালীদের ছাড় দেওয়ায় সিন্ডিকেট ভাঙছে না বলে মনে করেন তারা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, চলতি বছরের জুলাই মাসে দেশে মূল্যস্ফীতিতে ১৬ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। এ মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয় ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। বিবিএসের সবশেষ তথ্য বলছে, নভেম্বরে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১৪ দশমিক ১ শতাংশ, খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ এম কে মুজেরী বলেন, সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্য কারা তা সরকারকে আগে বের করতে হবে। উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা আমদানিকারক থেকে পণ্য ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে কয়েকটি হাত বদল হয়। এই পর্যায়ে যারা শক্তিশালী ও যাদের প্রভাব বেশি তারা তাদের নিজের স্বার্থে শক্তি ব্যবহার করে পণ্যের দাম বাড়ায়। তাদের বের করতে হবে। তাই প্রথমে যে পণ্যগুলোর মূল্য বেশি ওঠানামা করছে, সেসব পণ্য আমদানিকৃত হোক বা উৎপাদিত হোক, সেই পণ্যের মূল্য-শৃঙ্খল বিচার বিবেচনা করে দেখা উচিত। সেখানে কারা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে, পণ্যমূল্য কারা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদের ক্ষমতাকে নষ্ট করা এবং আইনগত ব্যবস্থা বা নীতি পরিবর্তন করে ব্যবস্থা নিলে সিন্ডিকেট ভাঙা সহজ হবে বলে তিনি মনে করেন।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, বাজারে সিন্ডিকেট ধরতে সরকারকে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। যেসব বাজারে সিন্ডিকেটের গন্ধ পাওয়া যায়-যেমন চাল, পেঁয়াজ, তেল এবং চিনিসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের বাজারে পরিষ্কারভাবে মনে হয় কিছু একটা আছে। সেসব বাজারেই হাত দিতে হবে। বড় বড় খেলোয়াড়কে চিহ্নিত করতে হবে। তাদের গুদামের তথ্য নিতে হবে। একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাজারে কতটা অবদান তারা রাখে কিংবা মার্কেট শেয়ার কতটা কার দখলে এসব তথ্য বের করতে হবে। এক্ষেত্রে মাসিক ভিত্তিতে বা বাজারের মোট মজুতের মধ্যে কার কতটা মজুত তথ্য প্রয়োজন হবে। তারপর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে তারা সিন্ডিকেট জোটবদ্ধভাবে করে। কখনো টেলিফোনে, দাওয়াত দিয়ে অথবা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে সিন্ডিকেট করা হয়। কৃত্রিমভাবে বাজারে দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে তারা তো কোনো নথি রাখে না। তাই এই জায়গায়ই গোয়েন্দাগিরি করে সরকারকে তথ্য বের করতে হবে।

কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সাবেক সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কাছে জিম্মি দেশের সাধারণ ভোক্তা। সরকারও জানে কারা কোন পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে। কী পন্থায় বাড়াচ্ছে। লাগাম দৃশ্যমান, টান দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কেন তা করা হচ্ছে না সেটা দেখার বিষয়। কারণ অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তা যৌক্তিকও। এদিকে হঠাৎ করে বাজার থেকে সয়াবিন তেল উধাও হয়ে যাওয়ায়, তৈরি হওয়া সংকটকে ঘিরে কঠোর অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলীম আখতার খান।

দেশে শিশু মুক্তিযোদ্ধা ২১১১

'মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স মন্ত্রণালয় থেকে ১২ বছর ৬ মাস নির্ধারণ করা আছে। এর চেয়ে কম বয়সী আছেন ২ হাজার ১১১ জন। তারা তালিকা থেকে বাদ যাবেন।'

অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও তালিকাভুক্ত হয়েছেন এবং সব সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে জানিয়েছেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, তারা যদি স্বেচ্ছায় চলে যান তাহলে সাধারণ ক্ষমতা পেতে পারেন। না হলে তাদের অভিযুক্ত করা হবে। আদালত নির্ণয়ের পর এদের সাজার ব্যবস্থা করা হবে।

মন্ত্রণালয় থেকে ভাতাপ্রাপ্ত মোট বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১ লাখ ৯৬ হাজার ৪৫৪ জন বলে জানিয়ে তিনি বলেন, এর মধ্যে বীরাঙ্গনা ৪৬৪ জন। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ৫ হাজার ৮৯৫ জন, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ৫ হাজার ৩৩৩ জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৬৮ জন। সব মিলিয়ে মোট ভাতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২ লাখ ৮ হাজার ৫০ জন।

এক প্রশ্নের জবাবে ফারুক ই আজম বলেন, রাজাকারের তালিকার কোনো ফাইল পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়েও এ নথি নাই।

আহ কি অমানবিক!

মো. জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে আবুল হোসেন। জাহাঙ্গীর হোসেন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার কেদারগঞ্জ গ্রামের মৃত কবির হোসেনের ছেলে।

তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মঙ্গলবার দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা সময়ের জন্য জাহাঙ্গীরকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি রুবাইত আজাদ সুস্থির বলেন, জাহাঙ্গীর চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সহসভাপতি।

জাহাঙ্গীরের মামা আলাউদ্দিন বলেন, 'জাহাঙ্গীর তার মায়ের দাফনে অংশ নিতে পেরেছে। মায়ের জন্য দুহাত তুলে দোয়া করতে পেরেছে এতেই আমরা খুশি।'

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু তার ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'হাতে মিথ্যা মামলার হাতকড়া, কাঁধে মায়ের লাশ....জাহাঙ্গীর কিভাবে তোমাকে সান্তনা দেব? সে ভাষা আমার জানা নেই।'

ওই লেখার সঙ্গে ওবাইদুর রহমান জিপু একটি ভিডিও দিয়েছেন। সেই ভিডিওতে দেখা গেছে, পুলিশের গাড়ি থেকে জাহাঙ্গীর নামছেন।

হাতে হাতকড়া এবং দড়ি বাঁধা। মায়ের লাশের খাটিয়া জাহাঙ্গীরের কাঁধে। জাহাঙ্গীর স্বজনদের বুকে আছড়ে পড়ছেন তখনো হাতে হাতকড়া। ওজু করছেন তখনো হাতকড়া। মায়ের লাশ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন তখনো হাতকড়া। এই লেখায় মন্তব্য করেছেন অনেকে। বশির উদ্দিন নামের একজন লিখেছেন, 'এ রকম দৃশ্য যেন কোনো দলের ভাইয়ের না আসে।'

জোয়ার্দার জুয়েল নামের একজন তার ফেসবুক পেজে পুলিশ প্রহরায় জাহাঙ্গীরের ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'কখনো ভুলব না...হাতে হাতকড়া কাঁধে মায়ের লাশ...।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেলার মো. ফখরউদ্দিন বলেন, ঘনিষ্ঠ কোনো নিকটাত্মীয় মারা গেলে তার দাফনকাজে অংশ নেওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার বিধান আছে। মৃত ব্যক্তির স্বজনরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করে এভাবে মুক্তির অনুমতি পেতে পারেন। এই পদ্ধতিতেই জাহাঙ্গীর হোসেনকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তাকে আবার নির্দিষ্ট সময়ের পর কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, গত ১২ নভেম্বর থেকে জাহাঙ্গীর চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে আটক। গত ৫ আগস্ট সংঘটিত একটি ঘটনা নিয়ে করা বিস্ফোরক ও নাশকতা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া মেনে জাহাঙ্গীরকে তার মায়ের দাফনে শরিক হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নেমেই প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও সেসব নিয়ম মেনেই তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। কেউ প্যারোলে মুক্ত থাকাকালীন সময়ে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন হয়-এমন কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ মোতায়ন রাখা হয়। জাহাঙ্গীরের প্যারোলে মুক্তির ক্ষেত্রেও আইন অনুযায়ী সব কিছু করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীরের মা আলেয়া খাতুন (৬৫) স্ট্রোক করে মঙ্গলবার সকালে মারা যান। মায়ের দাফনে অংশ নেওয়ার জন্য পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীর হোসেনকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

মালয়েশিয়ায় ১১ মাসে ৭ হাজার

স্পটে অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে ৭ হাজার ৮২২ বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের মোট ৪১ হাজার ২৩৪ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (২ ডিসেম্বর) ডেপুটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি ড. শামসুল আনুয়ার নাসারাহ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট ১৯৫৯/১৯৬৩, পাসপোর্ট অ্যাক্ট ১৯৬৬ এবং ইমিগ্রেশন রেগুলেশন ১৯৬৩ অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত, অভিবাসন বিভাগ ১৭ হাজার ৮২৫টি এনফোর্সমেন্ট অপারেশন চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ডেপুটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অবৈধ অভিবাসী রোধে কৌশলগত সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে এবং অবৈধ অভিবাসীকে রক্ষাকারী দল যারা অভিবাসন আইনের অধীনে আইন লঙ্ঘন করে তাদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

ইতালীয় তরুণদের দেশ ছাড়ার হিড়িক!

সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশটির বর্তমান পরিস্থিতি, কম বেতন, কাজের প্রতি স্বীকৃতির অভাব, এবং বিদেশে উন্নত সুযোগের কারণে, বহু তরুণ ইতালি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। ২৪ বছর বয়সী বিলি ফুস্তো, যিনি ইতালির দক্ষিণাঞ্চল ক্যালাব্রিয়া থেকে এসেছেন, বলছেন, "আমি ধনী হতে চাই না বা বড় দায়িত্ব নিতে চাই না, বরং আমি চাই একটি শান্ত জীবন যেটাতে আমাকে বাজারে যেতে ১৫ ইউরো না থাকার চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু বর্তমানে ইতালিতে এমন নিশ্চয়তা নেই।"বেশিরভাগ তরুণ, বিশেষত গ্র্যাজুয়েটেরা, তাদের কর্মজীবনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ না পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। এই প্রবণতা একদিকে যেমন উদ্বেগজনক, অন্যদিকে ইতালি সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা তরুণদের মধ্যে অভিবাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে।তাদের অভিযোগ, ইতালির চাকরির বাজারে অনেক সময় বেতনের পরিমাণ স্পষ্ট করা হয় না এবং এটি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া, দেশটির উত্তরাঞ্চলেও অনেক তরুণেরা কাজের অভাব বা অস্বাভাবিক শর্তে জর্জরিত। ইতালি এমন একটি দেশ যেখানে প্রকৃত বেতন ২০১৯ সালের পর কমে গেছে এবং যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ইউরোপীয় গড় থেকে বেশি, যা বর্তমানে ১৭.৭ শতাংশ।

ইতালির "ব্রেন ড্রেইন" অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, দেশটির অভিবাসনের কারণে আনুমানিক ১৩৪ বিলিয়ন ইউরো ক্ষতি হয়েছে। তবে, কিছু তরুণ ফেরত আসার চেষ্টা করছেন শুধুমাত্র পারিবারিক কারণে।

এছাড়া, ইতালি সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশে থাকা বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, তবে এটি পুরোপুরি সফল হতে আরো প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ইতালির জন্য এই তরুণদের দেশ ত্যাগ একটি বড় বিপদ, কারণ আগামী কয়েক দশকে দেশের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

এত সব সমস্যা সত্ত্বেও, সরকার যদি সত্যিই কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় তবে এই দেশ ত্যাগ থামানো সম্ভব। তবে, তরুণদের হতাশা কমাতে ইতালি কর্তৃপক্ষকে আরও কার্যকরী সমাধান খুঁজতে হবে।

পবিত্র কোরআনে পরকালের জীবন

আবদুর রহমান তাশরীফ

আখিরাতের জীবন পবিত্র কোরআনের একটি মৌলিক আলোচ্য বিষয়। আখিরাত বলতে মৃত্যু-পরবর্তী অনন্তকালের জীবনকে বোঝায়। মানুষের মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, হিসাব, জান্নাত-জাহান্নামের মতো সব বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের সৃষ্টি ও জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আখিরাত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের কৃতকর্ম ও কর্মফলের সঙ্গেও আখিরাত সম্পর্কিত।

মানুষের পরিণাম সম্পর্কে কোরআনে খুব গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অনিবার্য মৃত্যুর কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সবাইকে তোমাদের কর্মের পুরোপুরি প্রতিদান কেবল কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে।

অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে আর জান্নাতের বিপরীতে এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই না।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৭৮)

পবিত্র কোরআনে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই মানুষের জীবন শেষ হয়ে যাবে না, মানুষের সামনে মৃত্যুর পর আছে এক চিরস্থায়ী জীবন, যে জীবন জবাবদিহির জীবন, যে জীবন মানুষের সব কর্ম ও আচরণের প্রতিদানের জীবন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে সেসব আল্লাহরই।

ফলে যারা অসৎ কর্ম করেছে তাদের তিনি প্রতিফল দেবেন, তাদের কৃতকর্মের আর সৎকর্মশীলদের দেবেন উত্তম প্রতিদান।

(সুরা : নাজম, আয়াত : ৩১)

পবিত্র কোরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানজুড়ে আখিরাতের আলোচনা স্থান পেয়েছে। মানুষের জীবন-মৃত্যুর উদ্দেশ্য, মৃত্যুযন্ত্রণা, কবর, হাশর, কিয়ামত, শিঙায় ফুঁক, মহাপ্রলয়, শেষ বিচার, আমলের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সর্বোপরি মুমিনদের মুক্তি আর কাফিরদের চিরস্থায়ী বঞ্চনার বৃত্তান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আলোচিত হয়েছে, যা দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং ঈমান ও আমলের প্রয়োজনীয়তাকে মানুষের মনে এক জীবন্ত বাস্তবতার রূপে হাজির করে দেয়।

মৃত্যু যন্ত্রণা ও কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'মৃত্যু যন্ত্রণা (আল্লাহর নির্ধারিত সময় মোতাবেক) সত্যই আসবে। (হে মানুষ!) এটাই সেই জিনিস, যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে এবং শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে।

এটাই সেই দিন, যেদিন সম্পর্কে সতর্ক করা হতো। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে আসবে যে তার সঙ্গে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী।'

(সুরা : কাফ, আয়াত : ১৯-২১)

শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর দুনিয়ার জীবন তো খেলাধুলা ব্যতীত আর কিছুই না। আর আখিরাতের জীবন তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম, যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, তবু কি তোমরা বুঝবে না?'

(সুরা : আনআম, আয়াত : ৩২)

কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যখন সূর্যকে ভাঁজ করা হবে, যখন নক্ষত্ররা যে খসে খসে পড়বে এবং যখন পর্বতগুলোকে সঞ্চালিত করা হবে।'

(সুরা : তাকবির, আয়াত : ১-৩)

কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'অবশেষে যখন বিদীর্ণকারী আওয়াজ (কিয়ামত) এসে পড়বে। এটা ঘটবে সেদিন, যেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে এবং তার পিতা-মাতা থেকে এবং নিজ স্ত্রী-সন্তান থেকেও।' (সুরা : আবাসা, আয়াত : ৩৩-৩৬)

কোরআনে মহান আল্লাহ মুমিন ও কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন, মুমিনদের জন্য জান্নাত আর কাফিরদের জন্য জাহান্নাম। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, নেককাররা অবশ্যই প্রভূত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে এবং পাপীরা অবশ্যই জাহান্নামে থাকবে। জাহান্নামে তারা প্রবেশ করবে কর্মফল দিবসের দিন। এবং তারা এই দিবস থেকে অন্তর্ধান করতে পারবে না।

(সুরা : ইনফিতার, আয়াত : ১৩-১৬)

আখিরাতের বিশ্বাস মানুষের পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ড ও কর্মপন্থা নির্ধারণে গভীর প্রভাব রাখে। তাই কোরআনে বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং আখিরাতের জীবনের বিভিন্ন বিষয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আদম ও হাওয়া কোন ভাষার নাম?

ءاوح (হাওয়া) ও مدا (আদম) ড়এই নাম দুটি আরবি না-কি অনারবি? এই নাম দুটি কোন ভাষার শব্দড়তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। আর কিসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নাম দুটি রাখা হয়েছে, না-কি শুধু নাম হিসেবেই রাখা হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইবনে হাজার মক্কির (রহ.) মত এটা জানা যায় যে, এই নামগুলো 'সুরিয়ানি' নাম; আরবি নয়। আর বাইবেলে (ا) 'আলিফ' অক্ষরটির ওপর স্বর দীর্ঘকারী دم 'মদ' এবং 'দাল' অক্ষরটিকে লম্বা উচ্চারণের সঙ্গে مادآ আ-দা-ম পড়া হয়।

আল্লামা যাওহারি ও যাওয়ালিকি (রহ.) বলেন. এগুলো আরবি নাম।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্পর্কে আল্লামা সালাবি (রহ.) বলেন, হিব্রু ভাষায় মাটিকে مادآ (আদাম) বলা হয়। যেহেতু তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই সামঞ্জস্যের কারণেই তার নাম مادآ (আদাম) রাখা হয়েছে।

আবার কারো কারো মতে, مدا শব্দটি ةمدا উদমাতুন থেকে গৃহীত হয়েছে; ةمدا উদমাতুন বা مىدا ضرألا (আদিমুল আরদ) অর্থাৎ জমিনের উপরিভাগ থেকে নেওয়া মাটি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর এ-জন্যই তার নাম হয়েছে আদম (مدا)।

অন্য কয়েকজন আলেম বলেন, مدا শব্দটি مدتড়আর অর্থ تطلخ (মিশ্রিত হয়েছে)ড়শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। তা এই সামঞ্জস্যের কারণে যে আদম (আ.) এর দেহের খামির পানি ও মাটির মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়েছিলো।

এভাবে ءاوح (হাওয়া) শব্দটি এ-জন্য হজরত আদম (আ.) এর স্ত্রীর নাম হয়েছে যে তিনি সমস্ত ناسنإ ىح অর্থাৎ জীবনধারী মানুষের মাতা। ىح-এর مبالغة অর্থাৎ আধিক্যব্যঞ্জক রূপ প্রদান করে নাম ءاوح নাম রাখা হয়েছে। যাইহোক, নাম ও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। তাই বর্ণিত প্রকরণগুলো একইসঙ্গে শুদ্ধ হতে পারে আবার তার কোনো একটিতে প্রাধান্যও দেওয়া যেতে পারে। কেননা এই বিষয়টি খুবই ব্যাপক।

সহজে ঋণ পরিশোধ করার দোয়া

পোস্ট ডেস্ক : প্রয়োজনের মুহূর্তে মানুষ বিভিন্ন সময় ধার করে। অনেক সময় তা শোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাসুল (সা.) ঋণ থেকে বাঁচতে ও তা সহজে পরিশোধ করতে দোয়া করতে বলেছেন।

হাদিসে একটি দোয়া হলো-

اللّٰهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মাকফিনি বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনি বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াক'।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালালের মাধ্যমে আমাকে পরিতুষ্ট করে হারাম থেকে বিরত রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করুন।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আউজু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল-কাসালি, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া আউজু বিকা মিন দালাইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, এবং অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।

হাদিস : আলি বিন আবু তালিব (রা.) বর্ণনা করেছেন, তার কাছে এক চুক্তিবদ্ধ দাস এসে বলল, আমি চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছি।

আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন। তখন তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না যা রাসুল (সা.) আমাকে শিখিয়েছেন? যদি তোমার ওপর পাহাড় সপরিমাণ ঋণও থাকে আল্লাহ তা তোমার পক্ষ থেকে শোধ করবেন। তুমি এই (প্রথম) দোয়াটি পড়বে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৬৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বের প্রকৃতি

আলেমা হাবিবা আক্তার

মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। তিনি যেমন একদিকে ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, তেমন অন্যদিকে ছিলেন মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই একসময় বিকশিত হয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রকাঠামোয় পরিণত হয়। এ ছাড়া নবুয়ত লাভের আগে তার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে মক্কায় পবিত্র কাবার রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মক্কার অন্যতম নেতৃস্থানীয় পরিবার মনে করা হতো তার পরিবারকে। এখন প্রশ্ন হলো, নবীজি (সা.) কি বাদশাহ ছিলেন? তাকে সমকালীন অন্য পাঁচজন শাসকের মতোই একজন শাসক হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে? নাকি তার পবিত্র নেতৃত্ব ছিল ভিন্ন প্রকৃতির?

রাসুলুল্লাহ (সা.) বাদশাহ ছিলেন না

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, কোনো সন্দেহ নেই সমকালীন আরব ও মুসলিম সমাজে নবীজি (সা.)-এর প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব ছিল এবং তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও ছিল, শাসকসুলভ বহু কাজ তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন, তবু প্রচলিত অর্থে তিনি বাদশাহ ছিলেন না। তার ব্যাপারে বাদশাহ শব্দের প্রয়োগ অনুচিত। কেননা প্রচলিত অর্থে বাদশাহ যে সব কিছুর ওপর নিজের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী এবং যে নিজেকে জবাবদিহির ঊর্ধ্বে মনে করে।

অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে দায়বদ্ধ বলেই বিশ্বাস করতেন। এ ছাড়া জুলুম, অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতা বাদশাহদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল এবং দ্বিন বাস্তবায়নে তার খলিফা (প্রতিনিধি)।

খলিফা ও বাদশাহর পার্থক্য

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) 'ইজালাতুল খিফা' গ্রন্থে একজন খলিফা ও বাদশাহর পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

সেখানে তিনি নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাহলো একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তালহা, জুবায়ের, কাআব ও সালমান ফারেসি (রা.)-এর উপস্থিতিতে জানতে চাইলেন, খলিফা ও বাদশাহর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সালমান ফারেসি (রা.) বললেন, খলিফা, যিনি অধীনদের মধ্যে ইনসাফ করেন, গনিমতের (রাষ্ট্রীয়) সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করেন। তিনি অধীনদের সঙ্গে এমন নম্র আচরণ করেন যেভাবে পরিবারের সঙ্গে করে থাকেন। তখন কাআব (রা.) বললেন, আমার ধারণা ছিল এই অর্থ আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

একবার মুয়াবিয়া (রা.) মিম্বারের ওপর বসে বলেন, খিলাফত সম্পদ একত্র ও তা খরচ করার নাম নয়, বরং খিলাফত হলো সত্যের ওপর চলা, ইনসাফের সঙ্গে ফায়সালা করা এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর বিধান কার্যকর করার নাম।

(মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি (রহ.), মাআরেফুল কোরআন : ৭/৩৮)

রাসুল (সা.) বাদশাহি চাননি

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আয়েশা! যদি আমি চাইতাম তবে স্বর্ণের পাহাড় আমার সঙ্গী হতো। আমার কাছে একজন ফেরেশতা আগমন করেন, যার কোমর ছিল কাবার সমান, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, চাইলে আপনি একজন নবী ও বান্দা হতে পারেন এবং চাইলে নবী ও বাদশাহ হতে পারেন। আমি তখন জিবরাইলের দিকে তাকালাম, তিনি আমাকে ইঙ্গিত দিলেন নিজেকে বিনয়ী রাখো (ফলে তিনি বাদশাহর পরিবর্তে বান্দা হওয়াকে বেছে নেন)। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ৫৮৩৫)

বাদশাহি নবীর জন্য সম্মানজনক নয়

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লেখেন, নবীরা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত : ক. যারা আল্লাহর বান্দা ও রাসুল ছিলেন, খ. যারা নবী ও বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 'বান্দা ও রাসুল' অথবা 'নবী ও বাদশাহ' হওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি 'বান্দা ও রাসুল' হওয়াকে বেছে নেন। নবী ও বাদশাহর দৃষ্টান্ত ছিলেন ইউসুফ, দাউদ ও সুলাইমান (আ.)। বান্দা ও রাসুলের দৃষ্টান্ত হলেন ইবরাহিম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (আ.)। বাদশাহ নবীর তুলনায় বান্দা রাসুলের মর্যাদা বেশি। (আল ফোরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া বাইনা আউলিয়াইশ শয়তান, পৃষ্ঠা-৩৫)

আল্লাহ সবাইকে দ্বিনের সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমিন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৩.১২.২৪ শুক্রবার	6:17	7:39	01:00	2:10	4:06	7:30
১৪.১২.২৪ শনিবার	6:18	7:40	12:45	2:09	4:05	7:30
১৫.১২.২৪ রবিবার	6:20	7:42	12:45	2:09	4:05	7:30
১৬.১২.২৪ সোমবার	6:21	7:43	12:45	2:08	4:04	7:30
১৭.১২.২৪ মঙ্গলবার	6:22	7:44	12:45	2:08	4:03	7:30
১৮.১২.২৪ বুধবার	6:24	7:46	12:45	2:07	4:03	7:30
১৯.১২.২৪ বৃহস্পতিবার	6:25	7:47	12:45	2:07	4:02	7:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

এমবাপ্পে কেন ক্ষুব্ধ ছিলেন মেসির ওপর

পোস্ট ডেস্ক : স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে গিয়ে শুরুটা একদমই ভালো হয়নি ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পের। শুধু গোল নয়, মাঠের চিরচেনা পারফর্মেন্সেও যেন ভাটা পড়েছে এই মাদ্রিদ ফরোয়ার্ডের। গুরুত্বপূর্ণ দুই ম্যাচে পেনাল্টিতে গোল করতে ব্যর্থ হয়ে সমালোচনা বাড়িয়ে দিয়েছেন দ্বিগুণ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেছেন স্বপ্নের চ্যাম্পিয়নস লীগ জয়ের আকাঙ্ক্ষা, লিওনেল মেসির সঙ্গে সম্পর্ক এবং মাদ্রিদের নতুন জীবনসহ নানা বিষয়ে।

স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে এমবাপ্পের যোগদানের প্রধান কারণ ছিল চ্যাম্পিয়নস লীগ জয়ের প্রত্যাশা। এর আগে সাবেক ক্লাব প্যারিস সেইন্ট-জার্মেইয়ের (পিএসজি) হয়ে চেষ্টা করেও পাননি আশানরূপ ফল। এমনকি পিএসজি তার আগে চ্যাম্পিয়নস লীগ জিতুক সেটিও চান না তিনি। এক ফরাসি টিভির খোলামেলা সাক্ষাৎকারে এই বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার বলেন, 'খেলোয়াড়দের মনে কী কাজ করে আমি জানি। চ্যাম্পিয়নস লীগ নিয়ে ঘোরের জটিলতায় আমাকেও পড়তে হয়েছে। আমি চাই তারা (পিএসজি) যেন আপাতত চ্যাম্পিয়ন লীগ না জেতে। কারণ আমি সেটা জিততে চাই। আশা করি ভবিষ্যতে তারা জিতবে। এটার কারণে তারা অনেক ভুগলেও আগে আমাকে এই শিরোপা জিততে হবে। প্যারিসে আমি ইতিহাস লিখেছি। রেকর্ড ভেঙেছি ও অনেক শিরোপা জিতেছি। এখন আমি বিশ্বের সেরা ক্লাবে খেলছি।'

সাক্ষাৎকারে মেসির সঙ্গে বোঝাপড়ার বিষয় নিয়েও মুখ খুলেছেন এমবাপ্পে। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনাল হারের পর তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন মেসির ওপর। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'ফাইনালের পর অনুশীলনে মেসিকে দেখে আমি রেগে গিয়েছিলাম। তবে সে বলেছিল আমি ইতোমধ্যে এটা জিতেছি (২০১৮ বিশ্বকাপ) এবং সেবার তার পালা ছিল। আমি সত্যিই অনেক ক্ষুব্ধ ছিলাম। তারপরও তাকে সম্মান জানাতে হবে, কারণ মানুষটা যে মেসি। হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়েই আমার রাগ পানি হয়েছে।' তবে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন প্যারিসের ক্লাবটিতে খেলার সময় তিনি মেসির থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। তিনি বলেন, "তার কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি। মানুষটা যখন মেসি তখন আপনি তার কাছ থেকে সবকিছু শিখতে পারেন। আমি প্রায়ই তাকে জিজ্ঞেস করতাম, তুমি এটা কিভাবে করলে, ওটা কিভাবে করলে?"

স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে সময়টা কেমন যাচ্ছে, এমন প্রশ্নের জবাবে এমবাপ্পে বলেন, 'আমি এখানে খুব খুশি। জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছি। দেশের বাইরে এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি সুন্দর একটা দেশকে আবিষ্কার করছি। এখানের মানুষেরা খুব ভালো, দেশটাও অসাধারণ।'

ফিফার বর্ষসেরা একাদশে জায়গা হলো না মেসির

পোস্ট ডেস্ক : ফিফা বর্ষসেরা একদাশ ঘোষণা করবে, আর সেখানে থাকবেন না আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি? এমনটা আবার হয় নাকি। গত ১৭ বছরে যে এটাকে মেসি রীতিমতো নিয়মে পরিণত করেছেন। তাকে রেখেই গত ১৭টি বছর ফিফাকে বর্ষসেরা একাদশ ঘোষণা করতে হয়েছে। তবে এবার দেখা গেল উল্টো চিত্র। ফিফা বর্ষসেরা একাদশ ঘোষণা করেছে; অথচ সেখানে জায়গা হয়নি মেসির। মেসি ভক্তদের কাছে যা এক অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার।

২০০৬ সালের পর যে এই প্রথম ফুটবলারদের ভোটে নির্বাচিত বছরের সেরা একাদশে নেই আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ২০০৭ সালে থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ১৭ বছর একাদশে মেসির নামটা ধ্রুবক হয়ে থাকলেও এবার ফিফপ্রোর বর্ষসেরা বিশ্ব একাদশে জায়গা হয়নি রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীর।

সেরা একাদশে নেই মেসির 'চির প্রতিদ্বন্দ্বী' ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোও। অবশ্য মেসি ও রোনালদো ২৬ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত হয়েই শিরোনাম হয়েছিলেন সপ্তাহখানেক আগে। ইউরোপের বাইরের লিগে খেলা খেলোয়াড়দের মধ্যে শুধু মেসি-রোনাল্ডোই জায়গা পেয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত তালিকায়।

প্রকাশিত পেশাদার ফুটবলারদের বৈশ্বিক সংগঠন ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড়দেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য। চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী রিয়ালের ৬ জন ও টানা চতুর্থবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতা ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড় আছেন ৪ জন। একাদশে জায়গা পাওয়া অন্য খেলোয়াড়টি লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক।

ছেলেদের একাদশের মতো মেয়েদের বর্ষসেরা একাদশও ঘোষণা করেছে ফিফপ্রো। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে বর্ষসেরা একাদশ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন বিশ্বের ৭০টি দেশের ২৮ হাজারের বেশি পেশাদার ফুটবলার। ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই পর্যন্ত যারা অন্তত ৩০টি ম্যাচ খেলেছেন তারাই বিবেচিত হয়েছেন সেরা একাদশের এই নির্বাচনে।

২০২৪ ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশড়্পুরুষ

গোলরক্ষক

এদেরসন (ম্যানচেস্টার সিটি, ব্রাজিল)

ডিফেন্ডার

দানি কারভাহাল (রিয়াল মাদ্রিদ, স্পেন)

ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল, নেদারল্যান্ডস)

আন্তনিও রুডিগার (রিয়াল মাদ্রিদ, জার্মানি)

মিডফিল্ডার

জুড বেলিংহাম (রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড)

কেভিন ডি ব্রুইনা (ম্যানচেস্টার সিটি, বেলজিয়াম)

টনি ক্রুস (রিয়াল মাদ্রিদ, জার্মানি)

রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটি, স্পেন)

ফরোয়ার্ড

আর্লিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি, নরওয়ে)

কিলিয়ান এমবাপ্পে (পিএসজি/রিয়াল, ফ্রান্স)

ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ, ব্রাজিল)

২০২৪ ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশড়্নারী

গোলরক্ষক

মেরি ইয়ার্পস (ম্যান ইউনাইটেড/পিএসজি, ইংল্যান্ড)

ডিফেন্ডার

লুসি ব্রোঞ্জ (বার্সেলোনা/চেলসি, ইংল্যান্ড)

ওলগা কারমোনা (রিয়াল মাদ্রিদ, স্পেন)

অ্যালেক্স গ্রিনউড (ম্যানচেস্টার সিটি, ইংল্যান্ড)

মিডফিল্ডার

আইতানা বোনমাতি (বার্সেলোনা, স্পেন)

অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াস (বার্সেলোনা, স্পেন)

কিরা ওয়ালশ (বার্সেলোনা, ইংল্যান্ড)

ফরোয়ার্ড

বারব্রা বান্দা (শাংহাই শেংলি/অরল্যান্ডো প্রাইড, জাম্বিয়া)

লিন্ডা কাইসেদো (রিয়াল মাদ্রিদ, কলম্বিয়া)

লরেন জেমস (চেলসি, ইংল্যান্ড)

মার্তা (অরল্যান্ডো প্রাইড, ব্রাজিল)।

এশিয়া চ্যাম্পিয়নদের ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

পোস্ট ডেস্ক : ভারতকে ৫৯ রানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়ার সেরা হলো যুবা টাইগাররা। এমন অর্জনের জন্য এশিয়া চ্যাম্পিয়নদের ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) এক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। বিবৃতিতে বলা হয়, 'অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জয়ের গৌরবময় সাফল্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষ হতে মাননীয় উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট দলকে ৫০ লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করছেন।'

এশিয়া কাপ জয়ের পর আজ রাতে দেশে ফিরবেন এশিয়া চ্যাম্পিয়নরা । সঙ্গে আসবেন কোচিং স্টাফের সদস্যরাও। হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রাত এগারোটায় এসে পৌছাবেন যুব দলের ক্রিকেটাররা।

এশিয়া চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিসিবির থেকে সংবর্ধনা ও ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে। বিসিবি সভপতি ফারুক আহমেদ দেশে ফিরলে ঘোষণা আসতে পারে পুরস্কারেরও।

তিন মহাদেশের ছয় দেশে হবে ২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ

পোস্ট ডেস্ক : ২০৩০ সালে শতবর্ষ পূর্ণ হতে যাচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপের। ১৯৩০ উরুগুয়েতে বসেছিল প্রথম বিশ্বকাপ আসর। তাই শতবর্ষে আবারও বিশ্বকাপকে দক্ষিণ আমেরিকায় ফিরিয়ে নিতে চায় ফিফা। তবে পুরো আসর সেখানে হবে না। শুধু উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং প্যারাগুয়েতে টুর্নামেন্টের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

আর ২০৩০ বিশ্বকাপের মূল আয়োজক হিসেবে থাকছে দুই ইউরোপীয় দেশ স্পেন ও পর্তুগাল এবং উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কো। শিগগিরই এই ছয় দেশে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবে ফিফা।

২০৩০ বিশ্বকাপের মূল তিন আয়োজক দেশের মধ্যে শুধু স্পেনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯৮২ সালে শেষবার এককভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করে। তবে পর্তুগাল এবং মরক্কোর জন্য এটাই প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজনের অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে।

প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের আয়োজক হওয়ার সুযোগ পাওয়াকে ঐতিহাসিক মনে করে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দেশ পর্তুগাল, 'আমাদের সবার লক্ষ্য এক। তিন দেশ বা দুই মহাদেশ এখানে কোন ফ্যাক্টর নয়। ২০৩০ বিশ্বকাপ হবে ঐতিহাসিক। সেটা সব দিক থেকে।'

চার দশকেরও বেশি সময় পর বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেয়ে ধন্য স্পেন, '৪২ বছর পর যখন আবারও বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেয়েছি, তখন আমরা এটি স্মরণীয় করতে চাই।'

সহআয়োজক আফ্রিকার দেশ মরক্কো চায় ইতিহাসের সেরা বিশ্বকাপ উপহার দিতে। তারা জানায়, 'আমাদের লক্ষ্য হলো ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা বিশ্বকাপ আয়োজন করা।'

বিশ্বকাপের শতবর্ষে দক্ষিণ আমেরিকাও অংশগ্রহণ করবে। কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থা) ধন্যবাদ জানায় ফিফাকে, 'এটি দক্ষিণ আমেরিকার জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত, যেখানে একটি বিশাল উৎসব হবে।'

সংবিধান সংশোধন কিংবা পুনর্লিখন : জনআকাঙ্খা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

সংবিধান সংশোধন, নাকি পুনর্লিখন-এ বিতর্ক জারি থাকলেও সংবিধান সংস্কার কমিশন সম্ভবত এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি অথবা হতে পারে, এ কমিশন সুধীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, জনমত সংগ্রহেই আপাতত ব্যস্ত আছে। যদিও এ কমিশনের কার্যপরিধিতে বিবৃত আছে, সংবিধান পর্যালোচনাসহ জনআকাঙ্খার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন। তবে সরকারি প্রজ্ঞাপনে বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারই প্রাধান্য পেয়েছে। সংবিধান পুনর্লিখনের পক্ষে সহজ-সরল ও বহুচর্চিত যুক্তি এই যে, অর্ধশতাধিক বছর আগে প্রণীত সংবিধান বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে; ফলে বিদ্যমান সংবিধান পুনর্লিখন আবশ্যক।

পক্ষান্তরে, সংস্কারবাদীদের কথা এই, সংবিধানের নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিয়োজন-সংযোজন যেখানে সম্ভব, তখন স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তীকালে প্রণীত সংবিধান সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নতুন সংবিধান প্রবর্তন সমীচীন হবে না। বলা আবশ্যক, এ নিবন্ধের মূলকথা, সংবিধান পুনর্লিখন নয়, চাই প্রয়োজনীয় সংস্কার। আবার তাদেরও যুক্তি আছে, যারা পুনর্লিখন চান।

একটি দেশের সংবিধান দেশটির শাসন কাঠামোর মূল ভিত্তি। সংবিধান একটি সরকারের কেবল কাঠামোই ঠিক রাখে না, বরং সংবিধানই নিশ্চিত করতে পারে, দেশটির সরকার গণতান্ত্রিক হবে, নাকি স্বৈরতান্ত্রিক অথবা অন্যকিছু। অর্থাৎ সর্বোচ্চ আইন বলে পরিগণিত রাষ্ট্রের সংবিধানই রাষ্ট্র এবং মোটা দাগে সরকারের চরিত্র ধরে রাখে।

আবার সংবিধান অমান্য করে দেশে দেশে সরকারকে ভিন্ন অবয়বে দেখার ঘটনাও কম নেই। পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানে সামরিক শাসনের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু এ ঘটনা তো ঘটছেই-তখন আবার সংবিধানের বিধানাবলিই রহিত হয়ে যায়। সংবিধান মান্য করার বিষয়। সংবিধান প্রতিদিন পাঠ করে চুমো খেয়ে র‍্যাকে তুলে রাখার বস্তু নয়। একটি দেশের সংবিধানসহ নানা আইন সরকারকে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার যেমন দেয়, তেমনই আইন-সংবিধান সরকারের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণও করে এবং জনসাধারণের নানা অধিকার নিশ্চিত করে।

একটি বিশেষ আইনে সরকার একজনকে গ্রেফতার করার অধিকার সংরক্ষণ করে; কিন্তু সংবিধান সে ব্যক্তিকে গ্রেফতারঅন্তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে হাজিরসহ আইনি সহায়তা গ্রহণের অধিকারও নিশ্চিত করে। এ কথা ঠিক, সংবিধান থাকলেই হয় না, সেটার চর্চা করা জরুরি। এখানে বলতেই হবে, সংবিধানে গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি থাকলেও সেটা নিশ্চিত হয় শাসকগোষ্ঠীর সেগুলোর চর্চার মাধ্যমে।

আমেরিকার সংবিধান একজন প্রেসিডেন্টকে স্বৈরাচার হতে দেয় না এবং সেটা দীর্ঘদিনের চর্চার পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে সংবিধান অনুমতি না দিলেও একজন সরকারপ্রধান ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে পারে। তারপরও একটি গণতান্ত্রিক চরিত্রের সংবিধান স্বৈরাচাররোধের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে, এটাই সর্বত্র স্বীকৃত।

আমাদের সংবিধান প্রণয়নকালেই সরকারপ্রধানের স্বৈরাচার হয়ে ওঠার জন্য তা সহায়ক ছিল। ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনী সেটিকে আরও পাকাপোক্ত করে দিয়ে সরাসরি সরকারপ্রধানকে একনায়কত্ব করে দিয়েছিল। এ সংশোধনী বাতিলের পরও রাষ্ট্র এবং সরকারপ্রধান একজনই থেকে যায়। একজন ব্যক্তিকে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হলে তিনি স্বৈরাচারী কিংবা স্বেচ্ছাচারী হবেনই। একজন মানুষকে অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা গণতন্ত্রের সঙ্গে যায় না। ১৯৯১ সালে সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্র

পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেলেও প্রধানমন্ত্রীকে এককভাবে সীমাহীন ক্ষমতায় বলীয়ান করা হয়। সংবিধানের ৭০ ধারাটিও স্বাধীন মতামত প্রকাশের আরেক বাধা।

এরপর ২০১০ সালে আজীবন ক্ষমতায় থাকার মানসে তত্ত্বাবধায়কব্যবস্থা বিলুপ্ত করে প্রায় একদলীয় শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয় এবং একটি সরকারকে ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠার সব ধরনের বন্দোবস্ত করা হয়। এসব কারণে সংবিধানের নানা সংস্কার তথা পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন এবং সংযোজন-বিয়োজন, তথা মেরামত জরুরি হয়ে পড়েছে এবং ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের বিদায়ই এ সংস্কারের সুযোগ এনে দিয়েছে।

এটিকে কাজে লাগানো জরুরি। এ কথা ঠিক, একটি রাজনৈতিক সরকার এসে সংস্কারের খোলনলচে বদলেও দিতে পারে-সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা রেফারেন্ডাম সেক্ষেত্রে বড় সমস্যা নয়। আবার সংবিধান শিকেয় তুলেও দেশ পরিচালনা করা যায়। কিন্তু প্রত্যাশা বরাবরই ভালো থাকতে হয়। তাই সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের দিকে তাকিয়ে আছি। ঠিক, দেশের সাধারণ মানুষের এই সংস্কার বা পরিবর্তন কিংবা পুনর্লিখনে আগ্রহ নেই। সংবিধানের বিধানাবলি দেশের মানুষের ওপর কীভাবে প্রযুক্ত হয়, সেই ধারণাও ৭০ শতাংশ মানুষের নেই। গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজিরকরণ, বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য ও সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা, ধর্মপালনের অধিকার, ১৫ ধারার মৌলিক অধিকারগুলো সংবলিত বিধানাবলি জনমানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও দেশের বেশিসংখ্যক মানুষ এ নিয়ে বিকারহীন।

এতদসত্ত্বেও একটি সরকারের নানা কার্যক্রম জনমানুষকে প্রতিনিয়ত ছুঁয়ে যায়ই; ক্ষতিগ্রস্তও করতে পারে নানাভাবে। বিশেষত, অতি সাধারণজনও নির্দিষ্ট দিনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চায়, চায় কাজের পরিবেশ ও উপযুক্ত মজুরি। ফলে, এ সংস্কারে সবাই পক্ষ বটে।

বিদ্যমান সংবিধানের ৭০ ধারার প্রয়োগ কেবল সরকার পতনের বিল তথা অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে বিলোপ হতে পারে। অনেকে আবার রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সরাসরি ভোটে দেওয়ার পক্ষে। যেহেতু পদটি নির্দলীয়, তাই একজন ব্যক্তির পক্ষে গোটা দেশে প্রচার চালানো এবং দরকারি অর্থ ব্যয় মোটেই সহজ নয় বলেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতি বহাল থাকা বাঞ্ছনীয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সর্বত্রই রাষ্ট্রপতি অলঙ্কার মাত্র, আর এজন্যই সরকার মনোনীত ব্যক্তির এ পদে নির্বাচিত হওয়া বেহেতর। সংবিধানে বহু বিধান আছে, যা 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, হিসাবে নেই'-এর মতো। এমন উদাহরণ একাধিক। এ বাহুল্য বর্জন করা শ্রেয়তর।

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থায় একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত না হলে সংস্কার কেবল অসম্পূর্ণই থাকবে না; আমজনতা সেই সংস্কার-সুপারিশ খাবে না। বহুচর্চিত বিষয় এই যে, বিগত দলীয় সরকারের স্বৈরাচার হয়ে ওঠার প্রধান কারণই ছিল, ক্ষমতায় বসেই নির্বাচন করার সুবিধা। কেয়ারটেকার ব্যবস্থা বাতিল না হলে আওয়ামী লীগের এতটা অধঃপতনের সুযোগই হতোই না। এ একটি দেশ, রাজনীতিকদের ক্ষমতায় থাকার অফুরান ইচ্ছায় পেয়ে বসে যেন।

সংবিধান সংস্কারের মূল ভিত্তিই যদি হয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-তাহলে, নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্দলীয় সরকার লাগবেই। প্রমাণিত সত্য, কোনো একটি রাজনৈতিক দলও ক্ষমতায় আসীন থেকে ভালো নির্বাচন দেয়নি। এখন এ ব্যবস্থা ১৯৯৬ সালের অনুরূপ হবে, নাকি কিছুটা ভিন্নতর হবে, তা কমিশন ঠিক করুক। মোদ্দাকথা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সুষ্ঠু ভোটের আয়োজন নিশ্চিত করবে।

সংসদে দুটি কক্ষ, সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি; পক্ষান্তরে সংরক্ষণ রহিত করে সরাসরি নির্বাচন, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারপ্রধানের সর্বোচ্চ দুটি মেয়াদ ইত্যাকার বিষয়ে নানা আলোচনা হচ্ছেই। এসবের পক্ষে-বিপক্ষেই নানা যুক্তি আছে। এক-একজন একেক রকমের করে বলছেন। সংসদ-সদস্যরা আইনসভার সদস্য; শাসক-প্রশাসক-ব্যবস্থাপক নন। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি কেন করতে হবে? একটি কক্ষই বছরের অধিকাংশ সময়ে কর্মহীন পড়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে দ্বিকক্ষ করে অর্থ খরচের যৌক্তিকতা নিয়ে দশবার ভাবার আছে।

দ্বিকক্ষ করার একটি কারণ হতে পারে, আরও কিছু মানুষকে স্পেস দেওয়া। সেজন্য জেলা পরিষদ-উপজেলা পরিষদ আছেই-যদিও স্থানীয় শাসন নিয়ে আধুনিক সুপারিশ প্রত্যাশিত। সংরক্ষণ তো নির্ধারিত সময়ের জন্য ছিল। কেবল মেয়াদ বেড়েছে। আমাদের মেয়েরা এখনো কি পিছিয়ে আছে? ৫০ আসনে মেয়েরা সরাসরি জিতে আসুক আর সেজন্য ৩৫০টি সংসদীয় আসন নির্ধারণ করে মহিলাদের জন্য ৫০টি নির্দিষ্ট করা সমীচীন হবে।

এতে সংরক্ষিত আসনের সংসদ-সদস্যের সঙ্গে সাধারণ সংসদ-সদস্যদের যে ফাঁক ছিল-থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল সর্বোচ্চ দু'বার করার প্রস্তাবটি জুতসই এবং সময়োপযোগী। তবে মধ্যপথে প্রধানমন্ত্রীকে সরে যেতে হলে দু'বার নয়, পূর্ণ মেয়াদ বা বছরের প্রশ্ন দেখা দেবে। সুপারিশে সেটাও স্পষ্ট করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যদি দু'বারের বেশি না থাকতে পারেন, তাহলে অন্যান্য মন্ত্রী কিংবা সংসদ-সদস্য কতটি মেয়াদে হতে পারবে-আশা, সুপারিশে এ ব্যাপারটিও বাদ যাবে না।

গণনার দিন অবধি ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে একাধিক দিনে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনও হতে পারে। অন্যদিকে, ভোটের সংখ্যানুপাতে যারা সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা বলছেন, তাদের যুক্তি খুবই দুর্বল। একটা কথা বলতেই হবে, এ পদ্ধতি চালু হলে কেবল জেলায় জেলায় নয়, উপজেলাভিত্তিক এক-একজনের নেতৃত্বে দল সৃষ্টি হবেই। ফলে এ সংখ্যানুপাতের চিন্তা মাথা থেকে তাড়ানো জরুরি।

উন্নত দেশের সংবিধানে নির্বাহী, সংসদ, বিচার বিভাগের সীমানা টেনে দেওয়া আছে। কোনো সংঘাতের সুযোগ থাকে না। বরং একটি বিভাগ অন্য বিভাগকে সমীহ করে এবং গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। আমাদের সংবিধানে এ ভারসাম্য নেই। আবার উচ্চতর আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগকে এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যাতে পছন্দ হলেই একজনকে ওই পদে বসিয়ে দেওয়া যায়। এ বিষয়টি কমিশন আমলে নিক। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা যথার্থরূপে কার্যকর নেই। সাম্য-সমতা-সমবায় সংবিধানে আছে; নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষা-চিকিৎসার অধিকার নিয়ে সুন্দর কথা আছে সংবিধানে। বাস্তবতা কী? দারিদ্র্যমুক্ত-ক্ষুধামুক্ত কি কেবল সংবিধানে লেখাই থাকবে? ন্যায়পাল নিয়ে কী বলার আছে? কী হাল বাধ্যতামূলক শিক্ষার? অথচ এসবই সংবিধানের ভাষ্য। এ ছাড়া জনপ্রশাসনের চাকরি নিয়েও সংবিধানে আরও একটু স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে পারে, যেমনটি সংসদ-সদস্যদের আচরণ নিয়েও বিধি প্রণয়নের প্রভিশিন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সর্বোচ্চ আইনের প্রতিটি বিধান পরিপালিত হবে, একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রে জন্য মজবুত ভোটের ব্যবস্থা এবং বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ, সেই সঙ্গে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সংবিধান হোক আকরগ্রন্থ; যার প্রতিটি অনুশাসন প্রজাতন্ত্রের নাগরিক এবং সরকারের জন্য হবে অবশ্যপালনীয়-এই-ই আমাদের চাওয়া। আরও চাইব, সরকারের ইচ্ছা হলেই জননিবর্তন-নিগ্রহের জন্য আইন করার ক্ষমতা সংবিধান না দিক। এছাড়া জাতীয়তা নিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আপত্তি, রাষ্ট্রধর্ম, জাতির পিতা ইত্যাকার বিতর্কের সুরাহা থাকুক কমিশনের সুপারিশে।

(পাদটিকা : গুরুতর প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধান সংশোধন-সংস্কার কিংবা পুনর্লিখন তো হলো; বাস্তবায়ন কীভাবে? সংসদ ব্যতিরেকে তো সংবিধানের কিছুই বদলানো চলে না। তাহলে? 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি' দিয়ে কি সংবিধান সংশোধন চলবে? বিশেষজ্ঞরা কী বলেন?)

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Syria rebels burn tomb of Bashar al-Assad's father

Post Desk : Syrian rebel fighters have destroyed the tomb of late president Hafez al-Assad, father of ousted president Bashar, in the family's hometown.

Videos verified by the BBC showed armed men chanting as they walked around the burning mausoleum in Qardaha, in the north-west of the coastal Latakia region.

The rebels led by Islamist group Hayat Tahrir al-Sham (HTS) swept across Syria in a lightning offensive that toppled the Assad dynasty's 54-year rule. Bashar al-Assad has fled to Russia where he and his family have been given asylum.

Statues and posters of the late president Hafez and his son Bashar have been pulled down across the country to cheers from Syrians celebrating the end of their rule.

In other key developments:

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has blamed the fall of the Assad regime on the US and Israel, as well as an unnamed "neighbouring state" of Syria

Israel has continued to target the Syrian military's arsenal, according to the UK-based Syrian Observatory of Human Rights (SOHR), which reports more than 350 Israeli air strikes on Syrian provinces since Sunday

The Israeli government has said those who now control large parts of Syria should not have the means to threaten Israel, while Arab states have criticised the air strikes

Syrian rebel forces say they have taken control of the oil-rich eastern city of Deir al-Zour from Kurdish forces

In 2011, Bashar al-Assad brutally crushed a peaceful pro-democracy uprising, sparking a devastating civil war in which more than half a million people have been killed and 12 million others forced to flee their homes.

Hafez al-Assad ruled Syria ruthlessly from 1971 until his death in 2000, when power was handed to his son.

He was born and raised in a family of Alawites, an offshoot of Shia Islam and a religious minority in Syria, whose main centre of population is in Latakia province near the Mediterranean coast close to the border with Turkey.

Many Alawites - who make up about 10% of the country's population - were staunch supporters of the Assads during their long stay in power.

Some of them now fear that they may be targeted by the victorious rebels.

On Monday, a rebel delegation with members of HTS and another Sunni Muslim group, the Free Syrian Army, met Qardaha elders and received their support, according to Reuters news agency.

The rebel delegation signed a document, which Reuters reported emphasised Syria's religious and cultural diversity.

HTS and allied rebel factions seized control of the Syrian capital Damascus on Sunday after years of civil war.

HTS leader Abu Mohammed al-Jolani, who has now started using his real name, Ahmed al-Sharaa, is a former jihadist who cut ties with al-Qaeda in 2016. He has recently pledged tolerance for different religious groups and communities.

The UN envoy for Syria has said the rebels must transform their "good messages" into practice on the ground.

The US secretary of state meanwhile said Washington would recognise and fully support a future Syrian government so long as it emerged from a credible, inclusive process that respected minorities.

HTS has appointed a transitional government led by Mohammed al-Bashir, the former head of the rebel administration in the north-west, until March 2025.

Bashir chaired a meeting in Damascus on Tuesday attended by members of his new government and those of Assad's former cabinet to discuss the transfer of portfolios and institutions.

He has said it is time for people to "enjoy stability and calm" after the end of the Assad regime.

6,500 Syrians affected as Home Office pauses asylum decisions

Home Secretary Yvette Cooper announced that the Home Office has paused asylum decisions on cases from Syria in the wake of the fall of the Syrian government run by Bashar al-Assad.

The Home Secretary said: "We know that the situation in Syria is moving extremely fast after the fall of the Assad regime. We have seen some people returning to Syria, but we also have a very fast-moving situation that we need to closely monitor. And that is why, like Germany, like France, and like other countries, we have paused asylum decisions on cases from Syria while the Home Office reviews and monitors the current situation."

All Home Office country policy and information notes on Syria were withdrawn yesterday. A brief message on the UK Visas and Immigration country information page for Syria states: "Due to current events in Syria, we are reviewing the situation and will issue an update in due course."

The Times' home affairs editor, Matt Dathan, noted yesterday that 6,502 Syrians are currently waiting the outcome of their asylum claim in the UK. The figure was confirmed this morning by Dame Angela Eagle, the Minister for Border Security and Asylum, when speaking to LBC.

In an important comment published today regarding the suspension of Syrian asylum claims, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) reaffirmed that it is critical that all individuals fleeing violence and persecution, including Syrians, have the right to seek safety and asylum. As such, Syrian asylum seekers must have access to asylum procedures, with their applications assessed individually and fairly.

The UNHCR said, however, that in light of the uncertain and highly fluid situation in Syria, the suspension of processing of asylum applications from Syrians is acceptable as long as people can apply for asylum and are able to lodge asylum applications.

The UNHCR further stated: "Syrian asylum-seekers who are waiting for a resumption of decision-making on their claims should continue to be granted the same rights as all other asylum-seekers, including in terms of reception conditions. No asylum-seeker should be forcibly returned, as this would violate the non-refoulement obligation on States."

In a statement issued yesterday, Filippo Grandi, the United Nations High Commissioner for Refugees, emphasised that the situation in Syria remains uncertain, and patience and vigilance will be necessary to see if developments on the ground will evolve in a positive manner that would enable safe returns.

Grandi added: "Let us not forget – also – that the needs within Syria remain immense. With shattered infrastructure and over 90 per cent of the population relying on humanitarian aid, urgent assistance is required as winter approaches – including shelter, food, water, and warmth."

Saudi Arabia's Threat Against Israeli Aggression In Syria Is Vital For Peace

By Shofi Ahmed

Following years of torment, Syria has finally rid itself of the horrendous Assad regime in just a dozen days. What indeed enabled this extraordinary turn of events is still too early to determine. However, what is clear is the fragile stability that now exists in Syria, which is at risk of being jeopardized by potential Israeli aggression.

In response to this threat, Saudi Arabia, a key regional power, has taken a necessary and vital step in condemning Israel's actions and calling for a united Arab front to confront this challenge. This move by MBS, the crown prince of Saudi Arabia, could have far-reaching implications for the future stability of the Middle East. And if continued the right way MBS will gain tremendous admiration of Muslims and peace loving people across the world.

The seizure of the buffer zone in the Golan Heights by Israeli forces, shortly after the fall of the Assad government, has ignited a firestorm of criticism from Saudi Arabia, Iraq, and Qatar. These Arab nations have taken their grievances to the United Nations, demanding that the international community intervene to stop what they perceive as Israel's unlawful territorial expansion.

Leading the diplomatic charge is Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS), who has been outspoken in his condemnation of Israel's "aggression." In a strongly worded address, MBS called for a "united front" among Arab nations to confront this perceived threat, highlighting the complex web of alliances and rivalries that characterize the region.

The move by Israel is seen by many as a strategic attempt to consolidate its hold on the Golan Heights, a territory it captured from Syria during the 1967 Six-Day War. This action has further exacerbated the already tense relations between Israel and its Arab neighbors, who have long championed the cause of Palestinian self-determination and the return of the occupied territories.

The stakes are high, and the outcome of this standoff could have far-reaching implications for the future stability of the Middle East. In the face of this threat, Saudi Arabia's leadership in calling for a united Arab response is a necessary and vital step.

The Saudis' willingness to take on this role is not entirely surprising, given their long standing rivalry with Israel and their desire to position themselves as the dominant power in the region. However, their actions in this instance may be driven by more than just political posturing.

The stability of Syria is crucial for the wider regional security, and the presence of Israeli forces in the Golan Heights could potentially destabilize the country and reignite the conflict. The Saudis, along with their Arab allies, recognize the importance of maintaining a secure and stable Syria, and they are willing to confront Israel in order to achieve this goal.

Moreover, the Saudis' call for a united front against Israel's aggression could have broader implications for the region. By bringing together a coalition of Arab nations, the Saudis are seeking to project an image of regional unity and strength, which could help them to counter the influence of other regional powers, such as Iran.

In the meantime, the world watches closely as the diplomatic tensions continue to escalate. The potential for the situation to spiral into a larger regional conflict remains a real concern, and the international community will be closely monitoring the developments in the coming weeks and months.

Ultimately, the Saudis' threat against Israeli aggression in Syria is a necessary and vital step in ensuring the long-term stability of the region. By taking a firm stance and calling for a united Arab response, the Saudis are demonstrating their commitment to preserving the fragile peace that has emerged in Syria and protecting the interests of their Arab allies. The success or failure of this diplomatic initiative could have far-reaching consequences for the future of the Middle East.

Celebrating 'Mizan – A Beacon of Light': A Tribute to Mizanur Rahman Mizan's Philanthropic Legacy

This afternoon, Hyde Town Hall hosted a special ceremony to launch 'Mizan – A Beacon of Light', a biography in English and Bengali, chronicling the inspiring life and work of Mizanur Rahman Mizan. Authored by acclaimed British Bangladeshi writer and journalist Nazrul Islam Bashon, the book highlights Mizan's extensive contributions to charity, journalism, and sports within the UK and Bangladesh.

The event was hosted by The Rt Hon Jonathan Reynolds MP, Secretary of State for Business and Trade and President of the Board of Trade. Mr. Reynolds, who has represented Stalybridge and Hyde since 2010, spoke fondly of Mizan, saying:

"Mizan has not only become a good friend over the past two decades but is also an esteemed businessman and a shining example of commitment to helping others. From his extensive charitable work to his involvement in establishing the Just Help Eye Hospital in Sylhet, Bangladesh which I had the privilege of visiting, his dedication is remarkable. The launch of this book will inspire many, and I am proud to have been part of Mizan's journey."

Moderated by Abdul Malik-Ahad, the event featured esteemed guests, including Faruque Ahmed MBE from Hyde, Muzahid Khan DL, Anita Zarska, Halim Choudhury, Foysol Sayed, Forhad Jani, Abdul Wadud, and Alamgir, among others. Mr. Malik-Ahad expressed gratitude to Mr. Reynolds for hosting the ceremony, saying:

"This event celebrates not only the launch of this book but also the collection of stories and photographs that beautifully capture Mizan's remarkable contributions. It is an opportunity to honour and share his inspiring journey with others."

Muzahid Khan DL added: "This book shines a light on Mizan's impactful work and will undoubtedly inspire others to follow his path of dedication and service."

Mizanur Rahman Mizan, deeply moved by the event, said:

"I am beyond grateful for the incredible support and love shown during the unveiling of my first book, written by Nazrul Islam Bashon. Your presence added immense value to the occasion, and I am truly honoured by your support. This day will remain unforgettable, and I hope the book serves as a source of motivation for many."

'Mizan – A Beacon of Light' is now available to read at www.mrmizan.co.uk.

Constitutional Reform: Agenda Article 70(b)

By Dr. Md. Mahbub Hasan,
Barrister-at-Law

In Bangladesh, the Interim government has established a Constitutional Reform Commission. It is now a top public demand that Article 70(b) or anti-defection law of the Constitution of Bangladesh, be amended. This law is the main obstacle to the flourishing of Parliamentary democracy and could lead to the creation of an electoral dictatorship or fascism. Moreover, it goes against the spirit of Constitutionalism and the Rule of Law. MPs, whether from the government or opposition, are not able to enjoy independence and can not express their free will due to Article 70(b). MPs are forced to follow their party leaders' wishes, even if they personally believe it is wrong, unjustified, or against the interests of their constituency. If MPs disobey, they risk losing their seat. The reasoning behind incorporating the anti-defection law into the Constitution was to strengthen and stabilize the Parliamentary government system. But, Article 70(b) is stricter than necessary.

MP's Responsibility and Art. 70(b) :

MPs are elected by voters to represent their constituency in Parliament, expressing common interests on their behalf. Evidence shows that MPs in parliament do not effectively participate in the law-making process. The quality of legislation may not be very rich, as many new laws return to parliament for further amendment due to unworkability. The main reason is that most MPs from the government party are reluctant to amend further, fearing loss of parliamentary membership. Thus, Parliament is not effectively working to ensure the public's actual desires.The promotion of a Parliamentary system at a high standard, rather than a rubber stamp or talking club, can be seen as essential. According to our Constitution, Parliament ensures the accountability and transparency of the government. It is not possible to have a meaningful democracy without giving members of parliament the freedom of expression and independence.

Conflicting with Constitutionalism:

'Constitutionalism' is the doctrine that governs the legitimacy of government action. It goes beyond the term 'legality,' as it requires all acts to be conducted according to predetermined legal rules. English Constitutional Expert Prof. Hilary describes the 'doctrine of Constitutionalism' as follows: "(a) the exercise of power must be within the legal limits permitted by parliament and those who apply the power must be accountable to the law; (b) the power must be exercised by the legal authority and ensure the notion of respect for the individual and the individual citizen's rights; (c) the power conferred on institutions within a state- whether legislative, executive, or judicial- must be sufficiently dispersed between the various institutions to avoid the abuse of power; and (d) the government, in formulating policy, and the legislature, in legitimating that policy, are accountable to the electorate on whose trust the power is held."

Hilary also argued that if at least these elements are present in any state, constitutionalism could be ensured. Based on this doctrine, Art. 70(b) does not have any limitations or restrictions regarding its applicability, and it is fully at the discretion of the Head of the Executive (Prime Minister) and Parliament without any constraints. To uphold Constitutionalism, there needs to be a predetermined rule to exercise deflection power. In relation to proportion (b), the anti-defection rule conflicts with individuals' rights to freedom of expression and the notion of respect for individual status; this provision restricts individual opinions, enabling the implementation of the Head of the executive's views. Addressing proposition (c), this power is exercised according to the will of the Head of the Executive and the power conferred by Parliament. Lastly, in line with proportion (d), Parliament often overlooks the desires of the electorate, upon whom they trust power, by making decisions based on the will of the Head of the Executive rather than considering the constituency's electoral people. It can be argued that under the operation of Art. 70(b), the actions and operations of 'Constitutionalism' are destroyed, compromising the essence of the Constitution. 'Constitutionalism,' which controls the limitations of power, separation of power, and the doctrine of responsible and accountable government, are crucial elements to preserve.

Conflicting with the main state policy - the Rule of law:

The Rule of Law is an important element of every democratic society. Every single step should be taken according to the law. In Art.70(b), the door has been enlarged to allow the commission of unlawful acts to be made fair. According to the provision, MPs are bound to support the desires of their party leader, whether fair or unfair. As a result of Art.70(b), the parliamentary process and legislation have lost their allure as they conflict with the Rule of Law. The Rule of Law is more acceptable than the rule of man or party in a parliamentary system. Broadly speaking, laws are passed in a democratically elected parliament after thorough discussion and deliberation; these processes help eliminate undemocratic provisions from laws.

Considering this point, it is undoubtedly asserted that due to the operation of Art.70(b), a bill may be passed undemocratically without parliamentary debate or discussion, as has been seen many times. This is further facilitated by governmental efforts to pass legalized ordinances, avoiding debate. If the parliament loses its democratic value, society will fall into a monopoly dictatorship. Consequently, the Rule of Law and good governance will be at risk.

Conclusion:

Under the operation of Article 70(b), MPs are unable to divert their obligation of the constitutional duty. This creates a big gap in the legitimacy of parliamentary democracy and could lead to a democratic dictatorship. In terms of practicality, the bar of Article 70(b) should be imposed on a limited sector or used only within a limited scope - such as the question of the government's confidence, finance bill, and implementation of their election mandate bill. This approach in constitutional law is legitimate and logical, as it is applicable to all matters. Without it, the parliamentary system may become ineffective, turning into a rubber stamp and talking club as seen in our last 50 years of parliamentary history, which also undermines the rule of law. It has also provided a scope to promote cronyism, corruption, and even nepotism. Therefore, the Reform Commission should consider changing/amending it.

The writer is a Barrister (Lincoln's Inn) and Advocate, Supreme Court of Bangladesh Head of the Chambers, Dr. Mahbub & Associates; lawmmh@yahoo.com

Year: 22 ◆ Issue: 1040 ◆ Friday 13 December - Thursday 19 December 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

র‍্যাব বিলুপ্তি ও পুলিশ কমিশন চায় বিএনপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা: জনবান্ধব-মানবিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে 'পুলিশ কমিশন' গঠন এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) বিলুপ্তি চেয়েছে বিএনপি। গত মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির গঠিত পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিটির আহ্বায়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ এসংক্রান্ত সুপারিশমালা তুলে ধরেন।

গত ৫ ডিসেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেনের কাছে সংস্কার প্রস্তাব জমা দেয় বিএনপি।

হাফিজ উদ্দিন বলেন, পুলিশকে বাদ দিয়ে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ কল্পনা করা কাম্য নয়।

অতএব প্রায় গণশত্রুতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও এই বাহিনীকে ছেঁটে ফেলার কোনো সুযোগ নেই। এটিকে আবার সংশোধন করে দাঁড় করাতে হবে, রাষ্ট্রের এই অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসের সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

বিএনপি নেতা বলেন, পুলিশ বাহিনী ক্লোজড মনিটরিংয়ে পুলিশ কমিশন থাকবে, এই কমিশন নজরদারি সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক কমিটি থাকবে, সেখানে স্থানীয় জনগণ মিলে পুলিশের কর্মকাণ্ড দেখবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

সর্বশেষে গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি ইউনিয়নে কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সুপারিশ করা হয়েছে।

হাফিজ বলেন, 'পুলিশ বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতপূর্বক --১৭ পৃষ্ঠায়

ভারতে ভেঙে ফেলা হল ২০০ বছরের পুরোনো মসজিদের একাংশ

পোস্ট ডেস্ক : ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের অভিযোগ বেশ পুরোনো। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি অতীতে বহুবারই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই ধরনের অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ভারতে এবার ভেঙে দেওয়া হয়েছে একটি মসজিদের একাংশ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মসজিদটি প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশে। মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশে ১৮৫ বছরের পুরোনো একটি মসজিদের একটি অংশ ভেঙে দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের দাবি, মসজিদের এই অংশটি বান্দা-বাহরাইচ হাইওয়ের অংশে --১৭ পৃষ্ঠায়

জমকালো আয়োজনে শেষ হলো টিভি ওয়ানের কোরআন প্রতিযোগিতা

স্টাফ রিপোর্টার: টিভি ওয়ান আয়োজিত 'দ্য ভয়েস অফ ওয়াননেস' এর গ্র্যান্ড ফিনালে ৮ই ডিসেম্বর ২০২৪ রবিবার রয়্যাল রিজেন্সি, ম্যানর পার্কে অনুষ্ঠিত হয়।

'দ্য ভয়েস অফ ওয়াননেস' হল টিভি ওয়ান দ্বারা আয়োজিত একটি বার্ষিক কুরআন প্রতিযোগিতা যার লক্ষ্য হল আজকের প্রজন্মকে পবিত্র কুরআনের সাথে তাদের সংযোগ জোরদার করার মাধ্যমে উন্নত করা। প্রতিযোগিতার তিনটি রাউন্ড রয়েছে: অডিশন রাউন্ড, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নগদ পুরস্কার, ট্রফি এবং কৃতিত্বের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই প্রতিযোগিতাটি অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে শিশু মুক্তিযোদ্ধা ২১১১

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় ১২ বছর ছয় মাসের চেয়ে কম বয়সী মুক্তিযোদ্ধা আছেন দুই হাজার ১১১ জন। তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম।

বুধবার (১১ ডিসেম্বর) মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা বলেন, --১৭ পৃষ্ঠায়

অসহায় অন্তর্বর্তী সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাজার সিন্ডিকেটের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। কোনক্রমেই বাগে আনতে পাছে না এই সিন্ডিকেটকে। তাই তাদের ইচ্ছে মতোই চলছে সব কায়কারবার। আর একে করেই সিন্ডিকেট যেন অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে দেশের মানুষের জন্য। বাজার সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি সব শ্রেণির মানুষ। চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, ডিম, মাছ-মাংস সবকিছুর দামে আর্থিক চাপ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে ভোক্তার। সিন্ডিকেটের কারসাজিতে বাজারের অবস্থা করুণ। শেখ হাসিনা সরকারের আমলেও সিন্ডিকেট ভেঙে ভোক্তাকে স্বস্তি দিতে পারেনি। বরং বিভিন্ন সময় শুল্ক ছাড় ও পণ্যের দাম বাড়িয়ে মূল্য ঘোষণা করে চক্রকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দিলেও তারা কোনো সমাধান দিতে পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতে আয়ের সঙ্গে ব্যয় সামলাতে পারছে না দেশের আপামর মানুষ।

সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) তথ্য বলছে, গত বছর ঠিক একই সময়ের তুলনায় প্রতিকেজি চাল সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। লিটারপ্রতি ভোজ্যতেল ৯ শতাংশ, --১৭ পৃষ্ঠায়

মালয়েশিয়ায় ১১ মাসে ৭ হাজার বাংলাদেশী গ্রেফতার

পোস্ট ডেস্ক : মালয়েশিয়ায় সাত হাজারের বেশি বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করেছে অভিবাসন বিভাগ। হারিয়ান মেট্রোর প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন --১৭ পৃষ্ঠায়

আহ কি অমানবিক!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় মায়ের জানাজা ও দাফনে অংশ নিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন। মায়ের মৃত্যুতে কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি পান তিনি। তবে জানাজার সময় তার হাতকড়া খোলা হয়নি। এমনকি হাতকড়া নিয়েই মায়ের মরদেহ কাঁধে কবরস্থানে যান ছাত্রলীগের এ নেতা।

মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে প্যারোলে চার ঘণ্টার জন্য মুক্তি পান তিনি। হাতে হাতকড়া, কাঁধে মায়ের লাশ-এমন একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেখা গেছে। ফেসবুকে সেই ছবি দেখে অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, মায়ের লাশ বহনের সময়ও হাতে হাতকড়া থাকতেই হবে! হাতকড়া না থাকলে পরিবারের লোকজন অন্তত মানসিক শান্তি পেতেন। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান জানান, যে যুবকের হাতে হাতকড়া তার নাম --১৭ পৃষ্ঠায়

ইতালীয় তরুণদের দেশ ছাড়ার হিড়িক!

পোস্ট ডেস্ক : ইতালির তরুণদের দেশ ত্যাগের প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১০ বছরে ১ মিলিয়নেরও বেশি ইতালীয় দেশ ছেড়ে চলে গেছেন, যার মধ্যে ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী তরুণদের --১৭ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!
To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk